

স্বপনবুড়োর

বুক অফ নলেজ



স্বপন বুড়োর
বুক অব্ নলেজ

৪৮৮

স্বপন বুড়ো

প্রতিষ্ঠাতা : সব পেয়েছির আসর
প্রাক্তন পরিচালক : ছোটদের পাত্তাড়ি, যুগান্তর পত্রিকা
প্রাক্তন সম্পাদক : সবুজ পাতা, কিশোর পত্রিকা
শতাধিক শিশু ও কিশোর গ্রন্থ প্রণেতা

শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ
৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক ঃ
দুলাল বল
৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মূল্য ঃ ১৫·০০

মুদ্রাকর ঃ
প্রফুল্ল বক্সী
জয়দুর্গা প্রেস
৫৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩



স্বপনবুড়োর

বুক অব নলেজ

সাহিত্য, খেলাধুলা, ইতিহাস, রাজনৈতিক তথ্যাদি, মহাকাশের কথা, ইত্যাদি নানা-বিষয়ে আলোচিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক আশ্চর্য বই

শৈব্যা পুস্তকালয় প্রকাশিত

স্বপনবুড়োর নিবেদন

দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ শিশু ও কিশোর মনের সঙ্গে আমার পরিচয়। এবং এই অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সূত্রেই আমি অসংখ্য শিশু ও কিশোরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সুযোগ পেয়েছি। জানতে পেরেছি তাদের আশ্চর্য জিজ্ঞাসু মনের খবর। বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীর বাইরেও তারা জানতে চায় নানাবিষয়। নানা বিষয়ে তাদের অনন্ত কৌতূহল, অনন্ত জিজ্ঞাসা। শিশু ও কিশোর মনের এই চাহিদা পরিপূরণের জন্য সঠিক মাধ্যমের অভাব আমি বরাবরই বোধ করেছি। শিক্ষক-শিক্ষিকা বন্ধুগণ ও অন্যান্য সুধীজনেরা অনুরূপ অভাব বোধ করেছেন এবং তাঁরাও অনেকদিন থেকেই ছোটদের উপযোগী একটি সাধারণ জ্ঞানের বই সম্পাদনা করার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়ে আমার নিজেরও আগ্রহ ছিল। এইসূত্রে আমার সম্পাদনায় স্বপনবুড়োর বুক অব নলেজ গ্রন্থটি প্রকাশ হল। জ্ঞান পিপাসু কিশোর-কিশোরী ছাত্র-ছাত্রীদের কিছুটা প্রয়োজন মিটলে শ্রম সার্থক মনে করব। ইতি, বিনীত, স্বপনবুড়ো।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

পশ্চিমবঙ্গ কথা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কবে গঠিত হয়, এর নাম বঙ্গদেশ হল কেন, আয়তন লোকসংখ্যা, জনঘনত্ব, সীমানা, বিভাগ, প্রতিবেশী প্রদেশ, বিভিন্ন জেলার মহকুমা সমূহ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহ, পত্র-পত্রিকা সমূহ, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ, বিভিন্নপ্রকার বিধি, কৃষিজাত-বনজ-খনিজ সম্পদ সমূহ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্মীয় প্রসঙ্গ, জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিস্থিতি। ... ১—১১

পশ্চিমবঙ্গের শাসন বিভাগ ... ... ১৭—১৯

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আয়তন ও লোকসংখ্যা ... ৪৩

কলিকাতার কথা

শহরের পত্তন করেন কে, লোকসংখ্যা, যানবাহন, বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান সমূহ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহ, বৃহত্তর স্টেডিয়াম, মেট্রোরেল, কলকাতা কর্পোরেশন ... ... ১২—১৭

ভারতকথা

প্রাচীন যুগের ভারত, ভারত ইতিহাসের কথা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ... ৩১—৩৯

নদনদী, জলবায়ু, বিভিন্নপ্রকার পরিকল্পনা ... ... ১৭—২৬

জাতীয়প্রসঙ্গ

জাতীয় পতাকা, সঙ্গীত, ভাষা ও জাতীয় প্রতীক ... ... ২৭—৩০

ভারতের খনিজ পদার্থ

প্রধান প্রধান খনিজদ্রব্য, কয়লা, লৌহ, স্বর্ণ, অভ্র, পেট্রোলিয়াম, তৈল শোধনাগার ... ... ৪০—৪২

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সেরা ... ... ৪৩—৪৫

প্রথম বাঙালী পুরুষ ... ... ৪৬—৪৮

প্রথম বাঙালী মহিলা ... ... ৪৯—৫০

বিষয় পৃষ্ঠা

ভারতীয়ের মধ্যে প্রথম

ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম পুরুষ, ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম মহিলা,
ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভারতের উচ্চতম সৌধস্তম্ভ ... ... ৫০—৫৫
কয়েকজন স্মরণীয় বাঙালীর জন্মস্থান ... ... ৫৫—৫৭
বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন লেখকের ছদ্মনাম ... ... ৫৭—৫৮
বিভিন্ন দেশের জাতীয় প্রতীক ৫৮
ভারতের শাসন বিভাগ ... ... ৬০—৬৫
কোথায় এবং কিজন্য বিখ্যাত ... ... ৬৭—৭০
ভারতে প্রথম আরম্ভ ... ... ৭০—৭২
ভারতীয় ডাক-বিভাগ ... ... ৭৩—৭৮
ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের দ্রষ্টব্য-স্থান ... ... ৭৯—৮৪
শাস্ত্র ও পুরাণের কথা ... ... ৮৫—৮৮
সৌরজগৎ ও মহাকাশ অভিযানের পরিচয় ... ... ৮৮—৯৩
পশু-পাখীর কথা ... ... ৯৪—৯৭
উদ্ভিদ-জগৎ পরিচয় ... ... ৯৯—১০২
আমাদের শরীরের কথা ... ... ১০২—১০৫
বিশ্বের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও আবিষ্কারক ... ... ১০৫—১০৬
বিভিন্ন দেশের শিক্ষিতের হার ১০৬
পৃথিবীর আদিম উপজাতি ১০৭
পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য ১০৮
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান মন্ত্রি ১১০
কতগুলি ইংরেজী শব্দের অর্থ ... ... ১১১—১১৩
খেলাধূলার নানাকথা ... ... ১১৩—১১৫
শারীর শিক্ষা ... ... ১১৫—১১৮
বিবিধ অজানা বিষয় ... ... ১৩৬—১৩৯
এশিয়ান গেমস ক্যুইজ ... ... ১৪০—১৪৪



১। আমরা কোন রাজ্যে বাস করি?

পশ্চিমবঙ্গে।

২। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কবে গঠিত হয়?

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় অখণ্ড ভারতবর্ষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশও দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এই ভাগ দু'টির পূর্ব অংশটি যুক্ত হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে এবং পশ্চিম অংশটি পড়ে ভারতের পক্ষে। এভাবেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠিত হয়। বর্তমানে পূর্ব অংশটি স্বাধীন পৃথক একটি রাষ্ট্র। নাম 'বাংলাদেশ।

৩। এ দেশের নাম 'বঙ্গদেশ' হল কেন?

পুরাণ থেকে জানা যায় যে, ভারতবর্ষে চন্দ্র বংশে 'বলি' নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পাঁচ ছেলে—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। এই পাঁচ ছেলেকে তিনি পাঁচটি রাজ্যের রাজা করে দেন। 'বঙ্গ' ছেলেটি যে রাজ্যের রাজা হন সেই রাজ্যকে বঙ্গদেশ বলা হয়।

৪। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন কত?

৮৭,৮৫৩ বর্গ কি.মি. (১৯৮১ সেঃ)।

৫। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা কত?

৫,৪৪,৮৫,৫৬০ (১৯৮১ সেঃ)।

৬। পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবর্গ কিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে?

৬১৪ জন।

৭। পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি এবং কম লোক বাস করে ?

২৪ পরগণায় (১৭,২৬,৭৫১ জন)। সবচেয়ে কম লোক বাস করে দার্জিলিং জেলায় (১০,৬,৪৩৪ জন) [১৯৮১ সেঃ]।

৮। পশ্চিমবঙ্গের সীমানা কি ?

উত্তরে সিকিম ও ভুটান, পূর্বে মেঘালয়, আসাম ও বাংলাদেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে বিহার, ওড়িশা এবং নেপাল।

৯। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর নাম কি ?

কলিকাতা।

১০। পশ্চিমবঙ্গে ক'টি বিভাগ আছে ?

তিনটি : বর্ধমান, প্রেসিডেন্সি ও জলপাইগুড়ি বিভাগ।

১১। তিনটি বিভাগে মোট কতগুলি জেলা আছে ?

১৭টি জেলা। **বর্ধমান বিভাগে :** হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া। **প্রেসিডেন্সী বিভাগে :** উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া ও কলিকাতা। **জলপাই গুড়ি বিভাগে :** দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিমদিনাজপুর ও মালদহ।

১২। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী ভারতের অন্তর্ভুক্ত ৪টি রাজ্যের নাম কি ?

ওড়িশা, বিহার, সিকিম ও আসাম।

১৩। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী ৩টি বিদেশী রাষ্ট্রের নাম কি ?

ভুটান, নেপাল ও বাংলাদেশ।

১৪। পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলা সবচেয়ে বড় ও কোন জেলা সবচেয়ে ছোট ?

মেদিনীপুর জেলা সবচেয়ে বড় এবং কলিকাতা জেলা সবচেয়ে ছোট। ২৪ পরগণার আয়তন ১৩,৭৯৬ বর্গ কিমি এবং কলিকাতার আয়তন প্রায় ১০৪ বর্গ কিমি।

১৫। পশ্চিমবঙ্গে কতগুলি শহর ও গ্রাম আছে ?

১৯৫টি শহর ও ৩৮,৭০১টি গ্রাম।

১৬। পশ্চিমবঙ্গে মহকুমা ও থানার সংখ্যা কত ?

মহকুমা ৪৭টি এবং থানা ৩০০টি।

১৭। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের হার কত ?

১৯৮১ সালের লোক গণনার হিসেবে এই রাজ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ৪০.৮৮%। শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা—১,৪৩,৯১,৮০৮ জন এবং শিক্ষিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা—৭৮,৮০,০৫৯ জন।

১৮। পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় ক'টি মহকুমা আছে ?

বর্ধমান—৪টি	২৪ পরগণা—৬টি	নদীয়া—২টি
মেদিনীপুর—৫টি	হাওড়া—২টি	জলপাইগুড়ি—২টি
হুগলী—৪টি	মুর্শিদাবাদ—৪টি	কুচবিহার—৫টি
বাঁকুড়া—২টি	মালদহ—১টি	দার্জিলিং—৪টি
বীরভূম—২টি	পশ্চিমদিনাজপুর—৩টি	পুরুলিয়া—১টি

১৯। পশ্চিমবঙ্গের স্ত্রী-পুরুষের হার কত ?

প্রতি ১০০০ পুরুষের স্থলে স্ত্রীলোক ৯১১জন (১৯৮১ সেঃ)।

১৯। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ?

প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রায় ৩৬ হাজার এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রায় ৮ হাজার। এর মধ্যে বালিকা বিদ্যালয় প্রায় ১০০০।

২১। পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ?

প্রায় ৯০০।

২২। পশ্চিমবঙ্গে ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ?

মোট নয়টি।

২৩। পশ্চিমবঙ্গের কোন বিশ্ববিদ্যালয় কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৮৫৭ সালে

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৫১ সালে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৫৫ সালে
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৬১ সালে
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৬০ সালে
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৬২ সালে
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৬২ সালে
বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৭৪ সালে
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৮৩ সালে

২৪। পশ্চিমবঙ্গের কোন বিশ্ববিদ্যালয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন ?

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

২৫। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিচারালয় কোনটি ?

কলিকাতা হাইকোর্ট।



২৬। পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য ছোটদের কাগজ কি কি ?

আনন্দমেলা, শুকতারা, সন্দেশ, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান, কিশোর ভারতী, পক্ষিরাজ, কিশোর মন, প্রভৃতি।

২৭। পশ্চিমবঙ্গে প্রধান প্রধান দৈনিক সংবাদপত্র কি কি ?

বাংলা ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী, আজকাল সত্যযুগ, বর্তমান, গণশক্তি, কালান্তর, উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

ইংরেজী ঃ স্টেটসম্যান, অমৃতবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, টেলিগ্রাফ।

হিন্দী : বিশ্বামিত্র, সন্মার্গ, লোকমান্য।

পাঞ্জাবী : দেশ দর্পণ।

উর্দু : আসরে জদিদ।

২৮। পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য খেলার কাগজ কি কি ?

বাংলা : খেলার আসর, খেলা, মাঠের ডায়েরী, গড়ের মাঠ, খেলার মাঠ প্রভৃতি।

ইংরাজী : স্পোর্টস ওয়াল্ড, ইণ্ডিয়ান ক্রিকেটার।

২৯। পশ্চিম বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কে কে ?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, আশাপূর্ণা দেবী, রাজশেখর বসু, সৈয়দ মুজতবা আলি, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রভৃতি।

৩০। পশ্চিমবঙ্গে কোথায় কোথায় মূক ও বধিরদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে ?

কলিকাতা ও বহরমপুরে।

৩১। পশ্চিমবঙ্গে কোথায় অন্ধদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে ?

কলিকাতায় (বেহালা)।

৩২। পশ্চিমবঙ্গে কতগুলি মেডিকেল কলেজ আছে ?

৭টি। কলিকাতায় ৪টি, জলপাইগুড়িতে ১টি, বাঁকুড়ায় ১টি এবং বর্ধমানে ১টি।

৩৩। পশ্চিমবঙ্গে কোথায় কোথায় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ আছে ?

শিবপুর, যাদবপুর, জলপাইগুড়ি ও খড়্গপুর। দুর্গাপুরে (রিজিওন্যাল) ও কলিকাতায় মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ আছে।

৩৪। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় কৃষি-বিদ্যালয় আছে ?

কলিকাতা, ঝাড়গ্রাম, চুঁচুড়া ও কল্যাণীতে।

৩৫। পশ্চিমবঙ্গে বিমান ঘাঁটি কোথায় আছে ?

দমদমে (আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর)। এছাড়া বেহালা, পানাগড় বাগডোগরা, কলাইকুণ্ডা ও ব্যারাকপুরে।

৩৬। পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার কি কি ?

জাতীয় গ্রন্থাগার, চৈতন্য লাইব্রেরী, রাজনারায়ণ বসু গ্রন্থাগার, তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, রামমোহন লাইব্রেরী, বেঙ্গল লাইব্রেরী, শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার, চন্দননগর নৃত্যগোপাল পাঠাগার প্রভৃতি। এছাড়া বহু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য লাইব্রেরী আছে। এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরীও বহু পুরনো ও সমৃদ্ধ।

৩৭। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম. এ, পরীক্ষার প্রবর্তন করেন কে ?



স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

৩৮। পশ্চিম বাংলার বিখ্যাত সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত ?

নবদ্বীপ, ভাটপাড়া ও কলিকাতায়।

৩৯। পশ্চিমবঙ্গে কোথায় কোথায় কাগজের কল আছে ?

রাণীগঞ্জ, টিটাগড়, শ্রীরামপুর, নৈহাটি ও কাঁকিনাড়ায়।

৪০। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা আছে ?

দুর্গাপুর, বার্ণপুর, কুলটি প্রভৃতি স্থানে বিরাট লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা আছে।

৪১। পশ্চিমবঙ্গের কোন স্থানের ছুরি-কাঁচি বিখ্যাত ?

বর্ধমানের কাঞ্চনগরের।

৪২। পশ্চিমবঙ্গের কোন জায়গায় মাটির পুতুল বিখ্যাত ?

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল বিখ্যাত।

৪৩। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় সর্বপ্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়?

শ্রীরামপুরে। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্।

৪৪। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় কাপড়ের কল আছে?

শ্রীরামপুর, বেলঘরিয়া, সোদপুর, হাওড়া ও শ্যামনগরে কাপড়ের কল আছে। এদের সংখ্যা প্রায় ৩০টি।

৪৫। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় চিনির কল আছে?

নদীয়া জেলার পলাশী ও বীরভূম জেলার আমেদপুরে চিনির কল আছে

৪৬। পশ্চিমবঙ্গে কতগুলি পাটকল আছে?

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১০০টি পাটকল আছে। এই কলগুলি হুগলী নদীর দুই তীরে অবস্থিত। কলকাতার কাছাকাছিই পাটকলগুলি ছড়িয়ে আছে।

৪৭। পশ্চিমবঙ্গে কোথায় মোটর তৈরির কারখানা আছে?

হিন্দমোটরে। এখানে অ্যামব্যাসাডার গাড়ী তৈরি হয়।

৪৮। রেলগাড়ীর ইঞ্জিন তৈরির কারখানা কোথায় আছে?

বর্ধমানের চিত্তরঞ্জনে।

৪৯। পশ্চিমবঙ্গে কোথায় বিরাট জুতার কারখানা আছে?

চব্বিশ পরগণার 'বাটানগর' নামক স্থানে জুতার কারখানা আছে।

৫০। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় রবারের কারখানা আছে?

হুগলী জেলার সাহাগঞ্জ নামক স্থানে ডানলপ রবার কোম্পানী নামে একটি বিরাট রবারের কারখানা আছে। এছাড়া ছোটবড় আরও অনেক রবার কারখানা আছে।

৫১। পশ্চিমবঙ্গে কোথায় জাহাজ মেরামতের কারখানা আছে?

খিদিরপুরে।

৫২। পশ্চিমবঙ্গের কুটির শিল্পজাত দ্রব্য কি কি?

তাঁতবস্ত্র, রেশম বস্ত্র, কাঁসা-পিতলের বাসন, হাতীর দাঁতের জিনিস,

বাঁশ ও বেতের নানারকমের জিনিস, মাটির পুতুল, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি কুটির শিল্পজাত দ্রব্য।

৫৩। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জায়গায় তাঁতের কাপড় প্রস্তুত হয়?

নদীয়ার শান্তিপুর, হুগলীর ধনেখালি, দেবপুর, রাজবল্লভ হাট, ফরাসডাঙ্গা এবং মেদিনীপুর জেলার রামজীবনপুর, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থানে তাঁতের উৎকৃষ্ট কাপড় প্রস্তুত হয়।

৫৪। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় রেলস্টেশন কোনটি?

হাওড়া।

৫৫। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিমান ঘাঁটি কোনটি?

দমদম।

৫৬। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ট্রামগাড়ি চালু হয় কবে?



১৮৮১ সালে প্রথমে ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ি চালু হয়। বিদ্যুতের সাহায্যে ১৯০০ সালে প্রথম ট্রাম চলে।

৫৭। 'ট্রামগাড়ি' নাম হয়েছে কেন?

আউটরাম সাহেব এই গাড়ির প্রথম পরিকল্পনা করেন, তাই তাঁর নাম অনুসারে এই গাড়ির নাম ট্রামগাড়ী হয়েছে।

৫৮। পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজীবীর সংখ্যা কত?

শতকরা ৭০ জন।

৫৯। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য কি কি?

ধান, পাট, চা, তামাক, তূলা, রেশম, তৈলবীজ, ইক্ষু ইত্যাদি।

৬০। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে গভীর অরণ্যের নাম কি?

সুন্দরবন।

৬১। পশ্চিমবঙ্গের বনজ সম্পদ কি কি?

সেগুন, সাল, সুন্দরী, গরাণ প্রভৃতি কাঠ এবং মধু ও মোম

ইত্যাদি বনজ সম্পদ। এ ছাড়া গোলপাতা, বাঁশ, সাবুই ঘাস প্রভৃতিও প্রচুর জন্মে।

৬২। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খনিজ সম্পদ কি কি?

কয়লা ও লৌহ।

৬৩। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় লোহা পাওয়া যায়?

বরাকরে।

৬৪। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় কয়লা পাওয়া যায়?

রাণীগঞ্জ ও আসানসোলে কয়লা পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে ২৫০টির বেশি কয়লা খনি আছে। এর মধ্যে ২৪৪টি আছে বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ অঞ্চলে।

৬৫। পশ্চিমবঙ্গে কি কি রেলপথ আছে?

পূর্ব রেলপথ, দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ।

পূর্ব রেলপথঃ হাওড়া থেকে আরম্ভ হয়ে এর একটা লাইন হুগলী, বর্ধমান, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন হয়ে বিহারে প্রবেশ করেছে এবং বর্ধমান থেকে একটি লাইন বীরভূম হয়ে বিহারে প্রবেশ করেছে। একটি লাইন হাওড়া থেকে অন্য পথে বর্ধমান গিয়েছে। ব্যাণ্ডেল থেকে একটি লাইন কাটোয়া হয়ে আজিমগঞ্জ পর্যন্ত গিয়েছে। পূর্ব রেলপথের একটি লাইন শিয়ালদহ থেকে রাণাঘাট হয়ে লালগোলা, একটি লাইন শিয়ালদহ থেকে বনগাঁ এবং কয়েকটি লাইন শিয়ালদহ থেকে ডায়মণ্ডহারবার লক্ষ্মীকান্তপুর ক্যানিং ও বজবজে গিয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথঃ হাওড়া থেকে খড়্গপুর হয়ে এই লাইন দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের দিকে গিয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথঃ এই লাইন বিহারের পূর্ব অংশে গিয়াছে। একটি লাইন পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশ এবং আসামে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে।

৬৬। পশ্চিমবঙ্গে নববর্ষ উৎসব কবে সম্পন্ন হয়?

প্রতি বছর পয়লা বৈশাখ তারিখে।

৬৭। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ পালা-পার্বণ উল্লেখযোগ্য ?

হিন্দু: দুর্গাপূজা, দোল, জন্মাষ্টমী, সরস্বতীপূজা, শ্যামাপূজা, ভাইফোঁটা, রথযাত্রা, পৌষপার্বন প্রভৃতি।

মুসলমান: ঈদ, মহরম, সবেবরাত, ফতেহা দোয়াজদাহম, ফতেহা ঈয়াজদাহম প্রভৃতি।

খৃষ্টান: বড়দিন, গুডফ্রাইডে, নিউইয়ার্স ডে।

শিখ: গুরু গোবিন্দের জন্মদিন, গুরু নানকের জন্মদিন।

৬৮। বাংলাদেশে দুর্গোৎসবের প্রচলন করেন কে ?

পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ শরৎকালে দুর্গাপূজার প্রচলন করেন।

৬৯। পশ্চিম বাংলায় কালীপূজার প্রচলন করেন কে ?

নবদ্বীপের কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ।

৭০। অতীতে অবিভক্ত বাংলার কোন ধর্মসংস্কারক তিব্বতে গিয়েছিলেন ?

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। এঁর বাড়ি ঢাকা জেলায় বজ্রযোগিনী গ্রামে। বাল্য নাম চন্দ্রগর্ভ।

৭১। পশ্চিম বাংলার শ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কারক কে কে ?

রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি।

৭২। পশ্চিমবঙ্গে কি কি বড় মেলা হয় ?

মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গা সাগর মেলা, হুগলী জেলার মাহেশ রথের মেলা, চৈত্রসংক্রান্তিতে তারকেশ্বরে গাজনের মেলা, শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা, তাতারপুরের চাঁচর ও কৃষ্ণনগরের বারোদোলের মেলা।

৭৩। পশ্চিমবঙ্গে উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থান কি কি ?

কলকাতায় কালীঘাটের কালীমন্দির, দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির, জৈনদের পরেশনাথ মন্দির, হাওড়ায় বেলুড়মঠ, হুগলীতে তারকেশ্বরের মন্দির ও রামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান কামারপুকুর, শ্রীশ্রীমার জন্মস্থান জয়রামবাটি, নবদ্বীপ ধাম ও বীরভূমের তারাপীঠ।

৭৪। সমুদ্র-তীরে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের প্রসিদ্ধ স্থান কি কি ?

২৪ পরগণা জেলার সাগরদ্বীপ, বকখালি ও মেদিনীপুর জেলার দীঘা।

৭৫। পশ্চিমবঙ্গের কোন অংশে বৃষ্টিপাত অধিক ?

দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায়।

৭৬। পিতল কাঁসার জন্য পশ্চিমবঙ্গের কোন জায়গা বিখ্যাত ?

মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া, মেদিনীপুরের খড়ার, বর্ধমানের দাঁইহাট, বীরভূম জেলার দুবরাজপুর ও নলহাটি।

৭৭। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় সিঙ্কোনা উৎপন্ন হয় ?

দার্জিলিং জেলার মংপুতে।

৭৮। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় উৎকৃষ্ট মানের চা উৎপন্ন হয় ?

দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে।

৭৯। পশ্চিমবঙ্গে কোন কোন দ্রব্য আমদানি করা হয় ?

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি, প্রসাধন দ্রব্য, মোটর গাড়ি, পেট্রোল, সোনা, রূপা, কাঁচের জিনিস, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ঔষধ-পত্র প্রভৃতি।

৮০। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কোন কোন দ্রব্য রপ্তানি করা হয় ?

পাট, চট, চা, কয়লা, তৈলবীজ ও চামড়া।

৮১। পশ্চিমবাংলার প্রধান সেতুগুলির নাম কি ?

হাওড়ার পুল, (রবীন্দ্র সেতু) জুবিলী সেতু, বিবেকানন্দ সেতু, কোলাঘাট ব্রীজ ও বাগনান বিদ্যাসাগর সেতু।

৮২। পশ্চিমবঙ্গের কোন রেল স্টেশন দিয়ে প্রতিদিন সবচেয়ে বেশি লোক যাতায়াত করে ?

শিয়ালদহ রেল ষ্টেশন।

৮৩। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় সবচেয়ে বেশি তামাক উৎপন্ন হয় ?

কোচবিহার জেলার হলদিবাড়িতে।

৮৪। পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রধান নদী কোনটি ?

গঙ্গা নদী (ভাগীরথী ও হুগলী নদী নামেও পরিচিত)

৮৫। পশ্চিমবঙ্গের কোন রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম দীর্ঘতম ?

খড়্গপুর রেল ষ্টেশনের।



৮৬। 'কলিকাতা' নাম কিভাবে হয়েছে?

অনেকেই বলে থাকেন 'খাল কাটা' থেকে 'কলিকাতা' শব্দটি এসেছে। আবার অনেকে বলেন এককালে এইস্থানে জেলেরা ঝিনুক ও শামুক পুড়িয়ে কলিচুন প্রস্তুত করতো—তাই কলিচুনের কাতা বা স্তূপ থেকে 'কলিকাতা' নামটি এসেছে। রাধাকান্ত দেবের মতে, ওলন্দাজ বণিকেরা এইস্থানে 'গলগাথা' অর্থাৎ মাথার খুলি পড়ে থাকতে দেখে নামকরণ করেন 'গলগাথা'। পরে এই 'গলগাথা' থেকে 'কলিকাতা' নামটি এসেছে।

৮৭। কলিকাতা শহরের পত্তন করেন কে?

জব চার্ণক, ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে।

৮৮। কলিকাতা কোন সময়ে সমগ্র ভারতের রাজধানী ছিল?

১৭৭৪ সাল থেকে ১৯১১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত।

৮৯। কলিকাতার আয়তন কত?

প্রায় ১৮৮ বর্গ কিলোমিটার। বৃহত্তর কলিকাতা সারা বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম নগরী। বৃহত্তর কলিকাতার আয়তন ১৪২৫ বর্গ কিলো-মিটার।

৯০। কলিকাতার বর্তমান লোকসংখ্যা কত?

প্রায় ৪২ লক্ষ। পৌর এলাকার জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ৩১৬৫ জন। বৃহত্তর কলিকাতার লোকসংখ্যা প্রায় ৯১,৬৫,৬৫০ জন (১৯৮১ সেঃ)।

৯১। কলিকাতার সবচেয়ে উঁচু বাড়ি কোনটি?

চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল।

৯২। কলিকাতায় গৃহের সংখ্যা কত?

প্রায় ১, ৩৪,৫৫০টি।

৯৩। কলিকাতায় রাজপথের দৈর্ঘ্য কত ?

৫১,৬:৪ মাইল।

৯৪। কলিকাতায় দৈনিক কত মানুষ চলাচল করে ?

প্রায় ৮০ লক্ষ।

৯৫। কলিকাতার পথে রোজ চলাচল করে এমন যানবাহনের সংখ্যা কত ?

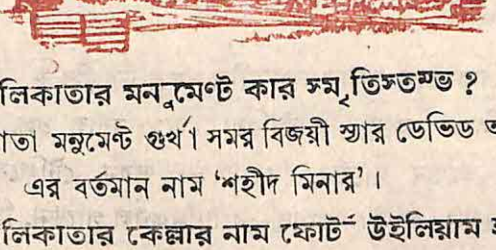
মোটরগাড়ি—৮৫০০০
ট্যাক্সি—৩৫০০
ট্রাম—৪৫০
লরী—১১;৬০০ (বাইরের ৫০০০)
ষ্টেট বাস—১২৭৩
ডবল ডেকার বাস—৪২৯
রিক্সা—১০,০০০
গরু-মোষের গাড়ি—১০০০
সাইকেল—২৮,০০০

৯৬। কলিকাতার টাটা সেণ্টার বিল্ডিং ক'তলা গৃহ ?

২২ তলা।

৯৭। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও শহীদ মিনারের উচ্চতা কত ?

যথাক্রমে ১৮২ ফুট ও ১৬৫ ফুট।



৯৮। কলিকাতার মনুমেণ্ট কার স্মৃতিস্তম্ভ ?

কলিকাতা মনুমেণ্ট গুর্খা সমর বিজয়ী স্যার ডেভিড অকটারলোনির স্মৃতিস্তম্ভ। এর বর্তমান নাম 'শহীদ মিনার'।

৯৯। কলিকাতার কেল্লার নাম ফোর্ট উইলিয়াম হলো কেন ?

উইলিয়ম গেরিং এই কেল্লাটি তৈরি করেন। ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের সময় এই কেল্লাটি তৈরি হয়েছিল বলে এর এইরূপ নামকরণ হয়েছে।

১০০। কলিকাতায় কতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ?

তিনটি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

১০১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন কে ?

জেমস উইলিয়ম কলভিল।

১০২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালী ভাইস চ্যান্সেলারের নাম কি ?

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার কে ?

ডঃ সন্তোষ ভট্টাচার্য।

১০৪। কলিকাতায় হাসপাতালের সংখ্যা কত ?

৪০টি।

১০৫। কলিকাতায় মোট কতগুলি ডাকঘর আছে ?

৯১টি ডেলিভারী।

১০৬। কলিকাতার বর্তমান পুলিশ কমিশনার কে ?

বিকাশকলি বসু।

১০৭। কলিকাতার বিখ্যাত শশ্মানঘাট কোনটি ?

কেওড়াতলা।

১০৮। কলিকাতার প্রধান দর্শনীয় বস্তু কি কি ?

ফোর্টউইলিয়ম কেল্লা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, গড়ের মাঠ, হাওড়া ব্রীজ, ইডেন গার্ডেন, বিধানসভা ভবন, টেলিফোন ভবন, আকাশবাণী ভবন, শহীদ মিনার, বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির, পরেশনাথের মন্দির, নাখোদা মসজিদ, খিদিরপুরের ডক, হাওড়া স্টেশন, টালার ট্যাঙ্ক, সেণ্ট পলস গীর্জা, বিড়লা প্ল্যানেটরিয়াম, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, রবীন্দ্রসদন,

বসু বিজ্ঞান মন্দির, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মহাজাতি সদন, টিপু সুলতান মসজিদ, বিধান শিশু উদ্যান প্রভৃতি।

১০৯। কলিকাতা পোর্ট ট্রাস্ট কি ?

পোর্টট্রাস্ট কলিকাতা বন্দরের মাল ও যাত্রীবাহী জাহাজগুলির প্রবেশ ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে।

১১০। কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহনের সূত্রপাত হয় কবে ?

১৯৪৮ সালে। ১৯৬০ সালের ১৫ জুন রাজ্য সরকার রাষ্ট্রীয় পরিবহনের দায়িত্বভার একটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত করেন। বর্তমানে ঐ কর্পোরেশন হল 'কলিকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন'।

১১১। কলিকাতার বিখ্যাত ফুটবল ক্লাবগুলি কি কি ?

মোহনবাগান ক্লাব, ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব, মহামেডান স্পোর্টিং, এরিয়ান, ভবানীপুর, কালীঘাট প্রভৃতি।

১১২। পশ্চিমবাংলার কোন দল ইংরেজদের হারিয়ে প্রথম আই. এফ. এ. শীল্ড দখল করে ?

মোহনবাগান ক্লাব।

১১৩। কলিকাতার বৃহত্তর স্টেডিয়াম কোনটি ?

সল্টলেকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। এটি এশিয়ার মধ্যেও বৃহত্তম। দর্শকাসন ১ লক্ষ ২০ হাজার।

১১৪। কলিকাতার কোন মোটর গাড়ির নম্বর নেই ?

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের মোটর গাড়ির।

১১৫। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী কি জন্য বিখ্যাত ?



কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান বলে বিখ্যাত।

১১৬। 'মেট্রোরেল' কি ?

কলিকাতায় 'মেট্রোরেল আছে, ইহা ভূগর্ভস্থ রেলপথ।

কলিকাতা কর্পোরেশন

১১৭। কলিকাতা 'কর্পোরেশন' কি ?

কলিকাতা শহরের নাগরিকগণের ভোটে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান শহরের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করে।

১১৮। কলিকাতা কর্পোরেশনের কাজ কি ?

রাস্তা, জলসরবরাহ, আলোর বন্দোবস্ত এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করাই কর্পোরেশনের প্রধান কাজ।

১১৯। কলিকাতা (পৌর) এলাকার আয়তন কত ?

আয়তন প্রায় ৯৬ বর্গ কিলোমিটার।

১২০। কলিকাতা (পৌর) এলাকার লোকসংখ্যা কত ?

৪২ লক্ষের মত। পৌর এলাকায় জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩১৬৫ জন।

১২১। কলিকাতা মেট্রোপলিটন জেলা এলাকা কি নিয়ে গঠিত ?

কলিকাতা ও হাওড়া কর্পোরেশন ও চন্দননগর কর্পোরেশন এবং হুগলী নদীর দুই তীরে অবস্থিত ৩৫টি পৌরসভা এবং পৌরসভার বহির্ভূত ৩৭টি অঞ্চল নিয়ে এই এলাকা গঠিত।

১২২। কলিকাতা মেট্রোপলিটনের আয়তন ও লোকসংখ্যা কত ?

আয়তন ১৪২৫ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৯১, ৬৫,৬৫০ জন।

১২৩। বর্তমানে কলিকাতা পৌরসভায় কতগুলি ওয়ার্ড আছে ?

১৪১টি।

১২৪। কর্পোরেশনের সভাপতিকে কি বলে ?

মেয়র।

১২৫। কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তাকে কি বলা হয় ?

কমিশনার।

১২৬। কমিশনার কিভাবে নিযুক্ত হন ?

পাবলিক সার্ভিস কমিশনারের সুপারিশক্রমে রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন।

১২৭। কলিকাতা কর্পোরেশন কয়টি বরোতে বিভক্ত ?

বারটি।

১২৮। হাওড়া কর্পোরেশনের বর্তমান মেয়র কে ?

আলোকদূত দাস।

১২৯। কলিকাতা কর্পোরেশনের বর্তমান মেয়র কে ?

কমল বসু।

১৩০। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র হয়েছিলেন কে ?

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস।

পশ্চিমবঙ্গের শাসন বিভাগ

১৩১। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার আসন সংখ্যা কত ?

২৯৪টি।

১৩২। পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোকসভায় কতজন সদস্য নির্বাচিত হন ?

৪২ জন।

১৩৩। পশ্চিমবাংলার বর্তমান রাজ্যপালের নাম কি ?

সৈয়দ নুরুল হাসান।

১৩৪। পশ্চিমবঙ্গে এখন কোন পার্টি শাসন ক্ষমতায় রয়েছে ?

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে বামফ্রণ্টের শাসন চলছে। বামফ্রণ্ট কতকগুলি দলের সমষ্টি। এই দলগুলির মধ্যে সি. পি. আই (এম) সি. পি আই. আর. এস. পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক উল্লেখযোগ্য।

১৩৫। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার বর্তমান অধ্যক্ষ কে ?

হাসিম আব্দুল হালিম।

১৩৬। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর নাম কি?

জ্যোতি বসু।

১৩৭। পশ্চিমবঙ্গে সর্বশেষ বিধানসভার নির্বাচন হয় কবে?

১৯৮৭ সালের ২৩শে মার্চ? এটি বিধান সভার দশম নির্বাচন।

১৩৮। দশম বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী সংখ্যা ছিল কত?

১৪৯৬ জন।

১৩৯। নির্বাচনে ভোটার ও ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল কত?

ভোটার ৩,৫৩,২৬,৬৮৪ জন এবং ভোটকেন্দ্র ৪২,৮৮২টি।

১৪০। দশম বিধানসভা নির্বাচনে কোন দল কতগুলি আসন লাভ করে?

বামফ্রন্ট ২৫১টি। কংগ্রেস ৪০টি। মুসলিম লীগ ১টি। এস. ইউ. সি. ২টি।

১৪১। বিধানসভা নির্বাচনে কোন কোন দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে?

সর্বভারতীয় ৭টি দল: কংগ্রেস (ই), সি. পি আই (এম), সি. পি. আই, জনতা দল, লোকদল, বি জে পি। রাজ্যভিত্তিক ২টি দল ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর এস পি। এছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দল ১৩টি এস ইউ সি, সি পি আই (এম এল), মুসলিম লিগ, ডি এস পি, এ আই সি পি, প ব. সমাজতন্ত্রী দল, রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী কংগ্রেস প্রভৃতি।

১৪২। প্রদেশের শাসনকর্তা কে?

রাজ্যপাল ও চীফ কমিশনার।

১৪৩। বিভাগীয় শাসনকর্তা কে?

কমিশনার।

১৪৪। জেলার শাসক কে?

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর।

১৪৫। মহকুমার শাসনকর্তা কে?

মহাকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বা এস. ডি. ও।

১৪৬। বিচারালয় কত প্রকার ?

ফৌজদারী আদালত ও দেওয়ানী আদালত।

১৪৭। ফৌজদারী আদালতের বিচার করেন কে ?

ম্যাজিস্ট্রেট।

১৪৮। দেওয়ানী আদালতের বিচার করেন কে ?

মুন্সেফ, সাবজজ ও জজ।

১৪৯। বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালতের নাম কি ?

কলকাতা হাইকোর্ট।

১৫০। কলকাতা হাইকোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতির নাম কি ?

মাননীয় বিচারপতি সতীশ চন্দ্র।

১৫১। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অ্যাডভোকেট জেনারেল কে ?

সাধন গুপ্ত।

১৫১। আইনজীবীদের ইংরেজীতে কি কি নামে অভিহিত করা হয় ?

ব্যারিস্টার, অ্যাডভোকেট।



১৫৩। আমরা কোন রাষ্ট্রের নাগরিক ?

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের।

১৫৪। ভারতবর্ষ কবে স্বাধীনতা লাভ করে ?

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে।

১৫৫। আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ হল কেন ?

জৈন জনশ্রুতি অনুসারে ভগবান ঋষভদেবের পুত্রের নাম 'ভরত' ছিল। তিনি মস্তবড় রাজা ছিলেন। তাঁর নাম অনুসারে আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে। পৌরাণিক জনশ্রুতির অনুসারে কৌরব বংশের প্রসিদ্ধ রাজা দুষ্মন্তের পুত্র ভরত-এর নাম অনুসারে আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে।

১৫৬। এ দেশকে 'হিন্দুস্থান' বলা হয় কেন ?

অতীতে ইরাণ দেশের লোকেরা এই দেশের 'সিন্ধু' নদকে 'হিন্দু' নামে উচ্চারণ করতো। তাই সিন্ধু নদের আশে পাশের জায়গা 'হিন্দুস্থান' নামে পরিচিত হয়। ক্রমে গোটা ভারতবর্ষের নাম হয় 'হিন্দুস্থান'।

১৫৭। 'ইণ্ডিয়া' নাম হল কেন ?

প্রাচীন গ্রীকরা সিন্ধু নদীকে 'ইণ্ডাস' বলতো। এই 'ইণ্ডাস' শব্দ থেকেই 'ইণ্ডিয়া' শব্দটি এসেছে।

১৫৮। ভারতবর্ষের রাজধানী কোথায় ?

নয়া দিল্লী।

১৫৯। ভারতের আয়তন কত ?

আয়তন ৩২ লক্ষ ৮০ হাজার ৪৮৩ বর্গ কি. মি. (এই হিসেবের মধ্যে চীন ও পাকিস্তান কর্তৃক অবৈধভাবে অধিকৃত অঞ্চলও রয়েছে)।

১৬০। ভারতের লোকসংখ্যা কত ?

প্রায় ৬৯ কোটি (৬৮, ৩৮, ১০, ০৫১ জন—১৯৮১ সেঃ)।

১৬১। ভারতে নারী এবং পুরুষের মধ্যে কোনটি সংখ্যায় বেশি ?

ভারতে পুরুষ বেশি। পুরুষ—৩৫,৩৩, ৪৭,২৪৯ জন। নারী—৩৩,০৪,৬২, ৮০২ জন (১৯৮১ সেঃ)।

১৬২। ভারতে ১৫ বছরের নিম্ন বয়স্ক শিশুসংখ্যা কত ?

২৬ কোটি ৩০ লক্ষ ৬ হাজার (আসাম বাদে)।

১৬৩। কোন যুদ্ধে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হারায় ?

পলাশীর যুদ্ধে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে জুন।

১৬৪। ভারতবর্ষ কতদিন ইংরেজের অধীনে ছিল ?

প্রায় দু'শো বছর।



১৬৫। ভারতে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

লর্ড ক্লাইভ।

১৬৬। ভারতে শতকরা কতজন লোক গ্রামে বাস করে ?

৮৭ জন।

১৬৭। ভারতে মোট কতগুলি জেলা আছে ?

৪৬০টি।

১৬৮। ভারতে মোট কতগুলি শহর আছে ?

৩৩,৮৮৮টি।

১৬৯। ভারতে মোট কতগুলি গ্রাম আছে ?

৫,৬৭,১৬৯টি।

১৭০। ভারতবাসীর শতকরা কোন জাতি কত ?

হিন্দু শতকরা ৮৫ জন।

মুসলমান শতকরা ১০ জন।

বাকি ৫ জন শিখ, খৃষ্টান ও অন্যান্য জাতি।

১৭১। ভারতে শিক্ষিত লোকের হার কত ?

শতকরা ৩৬.১৭ জন (১৯৮১ সেঃ)।

১৭২। ভারতীয়দের জন্ম-মৃত্যুর হার ও আয়ু কত ?

জন্ম—হাজারে ৩৫.৫ জন এবং মৃত্যু—হাজারে-১৫.৯ জন। আয়ু গড়ে পুরুষের ৫৭ বৎসর এবং নারীর ৫৫ বৎসর (১৯৮১ সেঃ)

১৭৩। ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি ও কম কোন রাজ্যে ?

বেশি—মধ্যপ্রদেশে ও কম—আসামে।

১৭৪। ভারতে নারীর সংখ্যা বেশি ও কম কোন রাজ্যে ?

বেশি—কেরালায় ও কম—নাগাল্যাণ্ডে (১৯৮১ সেঃ)।

১৭৫। ভারতে কোন শহরে ট্রাম লাইন আছে ?

একমাত্র কলিকাতায়।

১৭৬। ভারতে রেলপথ স্থাপিত হয় কবে ?

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল (G. I. P. Rly—বোম্বাই থেকে কল্যাণ—২১ মাইল। বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু হয় ১৯২৫ সালে।

১৭৭। ভারতের রেলপথের বর্তমান দৈর্ঘ্য কত ?

৬১, ২৩০ কিলোমিটার (১৯৮২ সাল)।

১৭৮। ভারতের রেলপথগুলি কয়টি ভাগে বিভক্ত ?

৯টি। (১) নদার্ন রেলওয়ে (২) সাদার্ন রেলওয়ে (৩) ওয়েষ্টার্ন রেলওয়ে (৪) ইষ্টার্ন রেলওয়ে (৫) নর্থ-ইষ্টার্ন রেলওয়ে (৬) সাউথ ইষ্টার্ন রেলওয়ে (৭) সেণ্ট্রাল রেলওয়ে (৮) নর্থ-ইষ্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে এবং (৯) সাউথ-সেণ্ট্রাল রেলওয়ে।

১৭৯। ভারতে বর্তমানে কতগুলি রেল ইঞ্জিন ও গাড়ি আছে ?

ইঞ্জিন—১০,৯১৫টি, যাত্রীবাহী গাড়ি—৩৭,৯৫৮টি।

ওয়াগন—৩,৯২,১৪৭টি।

১৮০। ভারতে কতগুলি রেলষ্টেশন আছে ?

৭,০৭২টি (১৯৮২)।

১৮১। এশিয়ার মধ্যে কোথায় সবচেয়ে বেশি রেল ব্যবস্থা দেখা যায় ?

ভারতে।

১৮২। ভারতের কোথায় কোথায় রেলইঞ্জিন তৈরির কারখানা আছে ?

পশ্চিমবঙ্গের চিত্তরঞ্জনে রেলইঞ্জিন তৈরির বিরাট কারখানা আছে। এছাড়া বারাণসীতে ডিজেল তৈল চালিত ইঞ্জিন তৈরি হয়। বর্তমানে টাটা কোম্পানি ক্ষুদ্রাকার ইঞ্জিন তৈরি করছে।

১৮৩। ভারতের জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত ?

অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রটি অবস্থিত। দ্বিতীয় কেন্দ্র পশ্চিম উপকূলে কোচিনে স্থাপিত হয়েছে।

১৮৪। ভারতের কোথায় বিমানপোত তৈরির কারখানা অবস্থিত ?

ভারতের একমাত্র বিমানপোত নির্মাণ কারখানা হিন্দুস্থান এয়ার ক্রাফট কারখানা ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত। এ ছাড়াও নাসিক ও হায়দ্রাবাদ কারখানায় বিমানের বিভিন্ন অংশ তৈরি হয়।

১৮৫। ভারতের কাঁচা ও পাকা রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য কত ?

ভারতে কাঁচা রাস্তার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬·৫ লক্ষ কিলোমিটার এবং পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩·৫ লক্ষ কিলোমিটার।

১৮৬। ভারতের সবচেয়ে বড় রাস্তা কোনটি ?

গ্রাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড। এই রাস্তাটি, দিল্লী, মথুরা, আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ, বারাণসী হয়ে গয়ার নিকট দিয়ে কলিকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এর দৈর্ঘ্য ১,৪৯৮ কিলোমিটার।

১৮৭। ভারতের কোন অঞ্চলে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় ?

মেঘালয় রাজ্যের খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণে অবস্থিত চেরাপুঞ্জির

কাছে মৌসিনরাম গ্রামে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। এর পরিমাণ ১,৭৭৮ সে. মি,।

১৮৮। ভারতের প্রধান প্রধান নদনদী কি কি ?

সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র ভারতের প্রধান নদী তিনটি হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে উত্তর ভারতের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। গঙ্গার উপনদীর মধ্যে যমুনা প্রধান। শোন, রামগঙ্গা, ঘর্ঘরা, কোশী, গণ্ডক, গোমতী গঙ্গার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপনদী। সিন্ধুর পাঁচটি উপনদী হচ্ছে—শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিস্তা। ব্রহ্মপুত্রের কোন উল্লেখযোগ্য উপনদী নেই। নর্মাদা, তাপ্তী, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের উল্লেখযোগ্য নদী।

১৮৯। ভারতের জলবায়ু কিরূপ ?

ভারতে জলবায়ু স্বভাবতঃই উষ্ণ, কারণ—ভারত উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত। ঋতু হিসেবে ভারতের জলবায়ুকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—

১। গ্রীষ্মকাল—মার্চ থেকে মে মাস,

২। বর্ষাকাল—জুন থেকে সেপ্টেম্বর,

৩। শরৎকাল—অক্টোবর ও নভেম্বর,

এবং ৪। শীতকাল—ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী।

১৯০। ভারতকে উপমহাদেশ বলা হয় কেন ?

ভারতের বিশাল আয়তন, বিপুল জনসংখ্যা, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন অঞ্চলে জনগণের আচার-আচরণ ও জীবনযাত্রার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকায় ভারতকে একটি উপমহাদেশ বলা হয়।

১৯১। ভারতের প্রধান বন্দরগুলি কি কি ?

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম, কাণ্ডালা, কোচিন, মর্মাগাঁও এবং পারাদ্বীপ।

১৯২। ভারতের কোন স্থানকে ভূস্বর্গ বলা হয় ?

কাশ্মীরকে।

১৯৩। ভারতের মরুভূমি কয়টি ? এর নাম কি ?

ভারতের মরুভূমি একটি। এর নাম থর মরুভূমি। এটি রাজস্থানে অবস্থিত।

১৯৪। ভারতের প্রধান প্রধান কৃষিজ দ্রব্য কি কি ?



ধান, গম, জোয়ার, বাজরা, ডাল, কলাই, চীনাবাদাম, চা, তামাক, কফি, পাট, তৈলবীজ ইত্যাদি।

১৯৫। ভারতে উৎপন্ন প্রধান তন্তুবৃক্ষ কি কি ?

কার্পাস, পাট, মেস্তা, শণ, র‍্যামী (চীনা ঘাস) ইত্যাদি।

১৯৬। ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে চা ও কফি উৎপন্ন হয় ?

পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায়, আসামের প্রায় সর্বত্র, উত্তর প্রদেশের দেরাদুনে, পাঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকায়, তামিলনাড়ুর নীলগিরি অঞ্চলে এবং কেরল রাজ্যে চা-এর চাষ হয়। উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ চা ভারতে উৎপন্ন হয়। আর কফির চাষ হয় পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্ব ঢালে, মহীশূরে, কেরলে ও তামিলনাড়ুর নীলগিরি অঞ্চলে।

১৯৭। ভারত প্রধানতঃ কি কি জিনিস আমদানি করে ?

ভারতের আমদানী পণ্য প্রধানতঃ যন্ত্রপাতি, তুলা, কৃষি, সার, লৌহ, ইস্পাত, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি।

১৯৮। ভারত প্রধানতঃ কি কি জিনিস রপ্তানি করে ?

ভারত প্রধানতঃ পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা, কার্পাস বস্ত্র. আকরিক লৌহ, ইস্পাত, তামাক ইত্যাদি রপ্তানি করে।

১৯৯। ভারতের কোথায় চন্দন কাঠ পাওয়া যায় ?

মহীশূর ও গোদাবরী উপত্যকায়।

২০০। ভারতের বর্তমানে কয়টি লৌহ শিল্প কারখানা আছে? এর মধ্যে বৃহত্তম কারখানা কোনটি এবং কোথায় অবস্থিত?

ভারতে বর্তমানে ছয়টি বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাত কারখানা আছে। এর মধ্যে জামসেদপুরের টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড স্টিল কোম্পানী ভারতের বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা পুরাতন লৌহ কারখানা।

২০১। ভারতের কোন কোন রাজ্যে কার্পাস শিল্প কারখানাগুলি গড়ে উঠেছে? এদের মধ্যে সর্বাধিক কাপড়ের কল কোন কোন শহরে অবস্থিত?

মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহীশূর রাজ্যে কার্পাস শিল্প কারখানাগুলি গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে বোম্বাই ও আমেদাবাদ শহরেই বেশীর ভাগ কাপড়ের কল আছে।

২০২। ভারতের পাট শিল্পের প্রাধান্য কোথায় দেখা যায়?

ভারতে মোট ৯৪টি চটকলের মধ্যে কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত হুগলী নদীর দুই তীরে ৮৩টি চট দড়ি ও থলে তৈরির কল আছে।

২০৩। ভারতের 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' বলতে কি বুঝায়?

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ভারত সরকার প্রতি পাঁচ বছর ক'রে এক একটি পরিকল্পনা করেছেন। এই পরিকল্পনাগুলিকে 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' বলে।

২০৪। 'বহুমুখী নদী পরিকল্পনা' কাকে বলে?

যে নদী পরিকল্পনার দ্বারা একই সঙ্গে জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্যা, ভূমিক্ষয় নিবারণ, জলপথে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, জলাধারে প্রমোদ ভ্রমণ, মৎস্য চাষ, বনভূমি গঠন, ম্যালেরিয়া নিবারণ প্রভৃতি উদ্দেশ্য সাধন হয়ে থাকে তাকে 'বহুমুখী নদী পরিকল্পনা' বলে।

২০৫। এন. টি. পি. সি. বলতে ভারতে কি বোঝায়?

নাশন্যাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন (জাতীয় তাপ-বিদ্যুৎ কর্পোরেশন)।

ভারতের জাতীয় পতাকা, সংগীত ও ভাষা

২০৬। আমাদের জাতীয় পতাকার রং কয়টি এবং এদের তাৎপর্য কি ?

আমাদের জাতীয় পতাকার রঙ তিনটি—পতাকার উপরের রঙ গাঢ় গেরুয়া, মধ্যের রঙ সাদা এবং নিচের রঙ গাঢ় সবুজ। গেরুয়া—



ত্যাগের প্রতীক, সাদা—শান্তির প্রতীক, সবুজ—বিশ্বাস ও শৌর্যের প্রতীক। সাদা জমিনের উপর গাঢ় নীল রঙের অশোক চক্র—কর্ম ও অগ্রগতির প্রতীক।

২০৭। জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত কি ?

জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ৩ : ২ অর্থাৎ ৩ মিটার লম্বা হলে ২ মিটার চওড়া হবে।

২০৮। জাতীয় সঙ্গীত কি ?

যে সংগীতে কোন জাতীয় গুণপনা ও মহিমা প্রকাশ পায়, সেই সংগীতই সে জাতির জাতীয় সংগীত। প্রত্যেক দেশের অধিবাসীরা কোন একটি (কখনও কখনও একাধিক) সংগীতকে নিজেদের জাতীয় সংগীত বলে ঠিক করে নেয়।

২০৯। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন কে ?

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা।

২১০। কবে কোথায় এই সঙ্গীতটি প্রথম গাওয়া হয় ?

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে সর্বপ্রথম 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' গানটি গাওয়া হয়।

২১১। 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' গানটি কখন আমাদের জাতীয় সঙ্গীতরূপে নির্বাচিত হয় ?

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী ভারতের লোক সভা কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ রচিত 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' গানটিকে ভারতের জাতীয় সংগীতরূপে নির্বাচিত করা হয়।

এই সভা একই সঙ্গে স্থির করে যে, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত, 'বন্দে মাতরম' সংগীতটি জাতীয় সংগীতের সমান মর্যাদা লাভ করবে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে এই গানটি সংযোজন করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস অধিবেশনে সর্বপ্রথম গানটি গাওয়া হয়।

২১২। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত দু'টি কি কি ?

(১)

জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্য বিধাতা।
পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ
বিন্ধ্য-হিমাচল-যমুনা-গঙ্গা-উচ্ছল জলধিতরঙ্গ।
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ-মঙ্গল-দায়ক জয় হে,
ভারত ভাগ্য বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।

(২)

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্॥
শুভ্রজ্যোৎস্না পুলকিতযামিণীম্
ফুল্ল-কুসুমিত দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥
ত্রিংশকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদকরালে
দ্বিত্রিংশকোটিভুজৈধৃত খরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্॥

২১৩। আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতীক কি ?

আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতীক অশোকস্তম্ভ। সারনাথে অবিষ্কৃত অশোকস্তম্ভের চুড়াটির প্রতীকরূপকেই আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই চক্রের ডান পাশে ঘোড়া বাম পাশে একটি ষাঁড় এবং উপরিভাগে তিনদিকে সিংহমূর্তি দেখা যায়। চতুর্থটি ভিতরে অবস্থিত বলে অনুমিত হয়। চক্রের গায়ে উপনিষদের 'সত্যমেব জয়তে' খোদিত। ইতিহাসে একে অশোকের ধর্মচক্র নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রতীক কেবলমাত্র সরকারী নথিপত্রে ব্যবহার করা হয়।



২১৪। ভারতের জাতীয় ফুল কি ?

পদ্ম।

২১৫। ভারতের জাতীয় পাখি কি ?

ময়ুর।

২১৬। ভারতের জাতীয় পশু কি ?

বাঘ।

২১৭। ভারতের রাষ্ট্রভাষা কি ?

হিন্দী।

২১৮। ভারতের প্রধান ভাষাগুলি কি কি ?

ভারতে মোট ১৭৯টি ভাষা এবং ৫৪৪টি উপভাষা প্রচলিত রয়েছে। তার মধ্যে বাংলা, হিন্দী, উর্দু, অসমীয়া, তামিল, তেলেগু, মারাঠি, গুজরাটি, ওড়িয়া প্রভৃতি প্রধান।

২১৯। ভারতের কোন রাজ্যের লোক কি ভাষায় কথা বলে ?

অন্ধ্রপ্রদেশ = তেলেগু ও উর্দু। আসাম—অসমীয়া ও বাংলা।
জম্মু ও কাশ্মীর—কাশ্মীরী। মেঘালয়—খাসি, জয়ন্তী, গারো।
(সরকারী ভাষা উর্দু)। রাজস্থান—রাজস্থানী, হিন্দী।
সিকিম—সিকিমীজ ও গোর্খালি। বিহার—হিন্দী।
গুজরাট—গুজরাটি। হরিয়ানা—পাঞ্জাবী।
হিমাচল প্রদেশ—হিন্দী। উত্তর প্রদেশ—হিন্দী।
পশ্চিমবঙ্গ—বাংলা। উড়িষ্যা—ওড়িয়া।
তামিলনাড়ু—তামিল। দিল্লী—হিন্দী উর্দু পাঞ্জাবী।
কর্ণাটক—কানাড়ী। কেরালা—মালয়ালম্।
মধ্যপ্রদেশ—হিন্দী। মহারাষ্ট্র—মারাঠী
মনিপুর—মনিপুরী। নাগাল্যাণ্ড—নাগামী।
পাঞ্জাব—পাঞ্জাবী। ত্রিপুরা—বাংলা।

২২০। 'জয় হিন্দ' ধ্বনি কার মুখ থেকে সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়েছিল ?

নেতাজী বসু।



২২১। ভারতে মোট কটি আই. আই. টি. নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে ?

পাঁচটি। নতুন দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ কানপুর ও খড়্গপুর।

প্রাচীন যুগের ভারত

২২২। প্রাচীনকালে ভারতের কি নাম ছিল ?

জম্বু দ্বীপ।

২২৩। ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ কি ?

ঋগ্বেদ।

২২৪। বেদ কে সংকলন করেন ?

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস।

২২৫। ভারতের দু'টি মহাকাব্য কি কি ?

মহাভারত ও রামায়ণ। মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। বেদব্যাস্ মহাভারত রচনা করেন।

২২৬। 'উপনিষদ' কি ?

'উপনিষদ' বেদের অন্ত। এই জন্য এর অপর নাম বেদান্ত। এতে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা সম্বন্ধীয় তত্ত্বকথা আছে।

২২৭। পুরাণ কাকে বলে ?

পুরাণ ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, বিশিষ্ট রাজা, ঋষি প্রভৃতির কাহিনী পুরাণে বর্ণিত আছে। প্রাচীন ভারতের পুরাতত্ত্ব ভৌগোলিক বিবরণ, আচার-ব্যবহার, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম সাধনা এতে লিপিবদ্ধ আছে।

২২৮। ষড়দর্শন কি কি ?

ব্যাসদেবের 'বেদান্ত', কণাদের 'বৈশেষিক', জৈমণীর 'পূর্বমীমাংসা,' মহর্ষি কপিলের সাংখ্য', গৌতমের 'ন্যায়' ও পাতঞ্জলির 'যোগ' এই ছয়টি হল ষড়দর্শন।

২২৯। চতুরাশ্রম কাকে বলে ?

চতুরাশ্রম বলতে জীবনের চারটি অবস্থা যুঝায়। প্রথম অবস্থার নাম ব্রহ্মচর্য—এই সময় প্রত্যেককে উপবীত গ্রহণ করে গুরুগৃহে ছাত্রজীবন যাপন করতে হত। ছাত্রজীবন শেষ হলে 'ব্রহ্মচারী' গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতেন। তখন বিয়ে করে সংসার ধর্ম পালন করাই ছিল জীবনের প্রধান কর্তব্য। এর পর প্রৌঢ় বয়সে সকলে 'বাণপ্রস্থ' অবলম্বন করতেন। বনের মধ্যে কুটীর বেঁধে ধর্মচর্চা ও লোকহিতে জীবন-যাপনই ছিল এই আশ্রমের আদর্শ। চতুর্থ আশ্রমের নাম 'সন্ন্যাস'। এই আশ্রমে লোক সংসারের মায়া কাটিয়ে পরমার্থিক তত্ত্বের অনুশীলন করতো।

২৩০। 'নবরত্ন' কারা ?

বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নয় জন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের নিয়ে গঠিত হয় 'নবরত্ন' সভা। এই পণ্ডিতদের নাম—ধন্বন্তরী, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির ও বররুচি।

২৩১। কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কি ?

'শকুন্তলা' নাটক রচনা।

২৩২। 'রামচরিত' কার লেখা গ্রন্থ ?

সন্ধ্যাকর নন্দীর।

২৩৩। 'গীতগোবিন্দম্ কে লিখেছেন ?

কবি জয়দেব।

২৩৪। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের নাম কি ?

আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির, চরক, সুশ্রুত ও জীবক

২৩৫। প্রাচীন ভারতের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জগদ্বিখ্যাত ছিল?

তক্ষশীলা, নালন্দা ও বিক্রমশীলা।

২৩৬। প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন কি কি?

অজন্তা ও ইলোরার গুহামন্দির, বুদ্ধগয়া, নালন্দার বর্তমান ধ্বংসাবশেষ, কোণারকের সূর্যমন্দির, পুরীর জগন্নাথ মন্দির, ভুবনেশ্বরের মন্দির, সাঁচীস্তূপ, খাজুরাহো মন্দিরসমূহ, অম্বর রাজপ্রাসাদ, অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির, মাদুরার মন্দির, কুতবমিনার, লালকেল্লা, দেওয়ানী খাস, দেওয়ানী আম, আগ্রার তাজমহল, আকবরের সমাধি, গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ, হুগলীর ইমামবাড়া, মুর্শিদাবাদের হাজার দুয়ারী ইত্যাদি।



২৩৭। 'হর্ষচরিত' ও 'রাজতরঙ্গিনী' কার লেখা?

হর্ষচরিত—বাণভট্ট এবং রাজতরঙ্গিনী—কহ্লণ এর লেখা।

২৩৮। কোন কোন ভারতীয় রাজ্যেশ্বরী নিজ হাতে রাজকার্য পরিচালনা করতেন?

চাঁদ সুলতানা, সুলতানা রাজিয়া, দুর্গাবতী ও অহল্যাবাঈ।

২৩৯। কোন ধর্মকে 'সনাতন' ধর্ম বলা হয়?

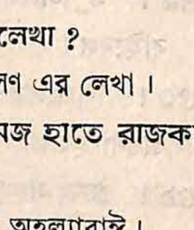
হিন্দু ধর্মকে।

২৪০। প্রথম দুর্গাপূজা কে প্রবর্তন করেন?

সুরথ রাজা, বসন্ত ঋতুতে।

২৪১। শকাব্দ কোন সময় থেকে গণনা করা হয়?

৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট কনিষ্ক সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ঐ মাস থেকে শকাব্দ গণনা করা হয়।



২৪২। শিখ ধর্মের প্রবর্তক কে?

গুরু নানক।

২৪৩। জৈন ধর্মের প্রবর্তক কে?

মহাবীর বর্ধমান।

২৪৪। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক কে?

হজরত মহম্মদ।

২৪৫। মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম কি?

কোরাণ।

২৪৬। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক কে?

গৌতম বুদ্ধ।

২৪৭। বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম কি?

ত্রিপিটক।

২৪৮। খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তন করেন কে?

যীশুখ্রীষ্ট।

২৪৯। খ্রীষ্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম কি?

বাইবেল।

২৫০। শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম কি?

গ্রন্থসাহেব।

২৫১। জৈন ধর্মের প্রবর্তক কে?

মহাবীর জীন।

২৫২। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তক কে?

রাজা রামমোহন রায়।

২৫৩। বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক কে?

শ্রীচৈতন্যদেব।

২৫৪। ইহুদীদের ধর্মগুরু কে?

মুশা।

২৫৫। জৈনদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থের নাম কি?

অঙ্গ উপাঙ্গ।

২৫৬। হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক কে?

প্রাচীন আর্য ঋষিগণ।

২৫৭। 'বাইবেল' ধর্মগ্রন্থ দুটি অংশে বিভক্ত। ঐ দুই অংশের নাম কি?

যথাক্রমে ওল্ড টেষ্টামেণ্ট এবং নিউ টেষ্টামেণ্ট।

২৫৮। মুসলমানদের দৈনিক কত বার নামাজ পড়া বিধেয়?

দৈনিক পাঁচবার।

২৫৯। হিজরী সন কবে থেকে গণনা করা হয়?

যে তারিখে হজরত মহম্মদ মক্কা ছেড়ে মদিনায় যান।

২৬০। পারসিক ধর্মের প্রবর্তক কে?

জরথুষ্ট্র।

২৬১। পারসিকদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থের নাম কি?

জেন্দ আবেস্তা।

ভারতের ইতিহাস কথা

২৬২। মুসলমান যুগে 'নবরত্ন' বলা হত কাদের?

সম্রাট আকবর বিক্রমাদিত্যের অনুরূপ ৯ জন বড় বড় পণ্ডিত, গুণী ও শিল্পীদের নিয়ে একটি নবরত্ন সভা গঠন করেছিলেন। তাঁরা হলেন—আবুল ফজল, ফৈজী, বীরবল, মানসিংহ, তানসেন, হাকিম হোসেন, মোল্লা, দোপেয়াজা ও আবদুল রহিম খাঁ আলাম।

২৬৩। বাংলাদেশে কৌলিন্য প্রথা কে প্রবর্তন করেন?

বল্লাল সেন।

২৬৪। ভারতে কখন প্রথম কামান ব্যবহৃত হয়?

পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬)।



২৬৫। ভারতবর্ষে 'শ্রেষ্ঠ সম্রাট' কাকে বলা হয়?

সম্রাট অশোককে।

২৬৬। কোহিনূর কি এবং কেন বিখ্যাত?

কোহিনুর ভারতের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বহু মূল্যবান হীরক খণ্ড।

এটি প্রথমে মালব রাজ্যের রাজাদের সম্পত্তি ছিল। মুঘলদের সময়ে এটি দিল্লীর সম্রাট শাহ্‌জাহানের মুকুটমণি ছিল। পরে শিখদের হস্তগত হয় এবং রণজিৎ সিংহের বংশধরগণ এটি মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উপহার দেন। তখন থেকে কোহিনুর ইংল্যাণ্ডের রাজমুকুটের শোভা-বর্ধন করছে।

২৬৭। কোন ভারতীয় রাজা নেপোলিয়নের সঙ্গে পত্র-বিনিময় করতেন?

মহীশূরের টিপু সুলতান।

২৬৮। সিপাহী বিদ্রোহ প্রথম কোথায় আরম্ভ হয়?

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগণার ব্যারাকপুরে।

২৬৯। কোন ক্রীতদাস ভারতবর্ষে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন?

কুতুবউদ্দিন আইবক।

২৭০। কোন বিখ্যাত সম্রাট লিখতে এবং পড়তে জানতেন না?

সম্রাট আকবর।

২৭১। সর্বপ্রথম কোন ইউরোপীয় রাজা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন?

প্রাচীন গ্রীসের রাজা আলেকজাণ্ডার।

২৭২। কোন বড়লাটের সময় ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে?

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন।

২৭৩। ভারতের প্রথম ভাইসরয় কে?

লর্ড ক্যানিং।

২৭৪। প্রথম ভারতীয় ভাইসরয় কে?

চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী।

২৭৫। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' কে করেন?

লর্ড কর্ণওয়ালিশ।

২৭৬। 'দীন-ই-ইলাহি' ধর্ম কে প্রচার করেন?

সম্রাট আকবর।

২৭৭। কোন গভর্ণর জেনারেলের সময় সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য আইন প্রণয়ন করা হয় ?

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক।

২৭৮। সর্বপ্রথম কোন ইংরেজ ভারতে আসেন ?

১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে 'জন মিডেল হল' নামে জনৈক ইংরেজ ব্যবসার জন্য ভারতে আসেন।

২৭৯। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে।

২৮০। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কে ?

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৮১। কে প্রথম বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থা করেন ?

বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বঙ্গ-বিচ্ছেদ করেন।

২৮২। কোন সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয় ?

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়।

২৮৩। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড হয় কখন ?

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে। সেনাপতি ডায়ারের আদেশে নিরস্ত্র ভারতীয় জনতার উপর অজস্র গুলিবর্ষণ করা হয়। ফলে অসংখ্য লোক নিহত ও আহত হয়।

২৮৪। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কোন বাঙালী 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেন ?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৮৫। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন ?

মহাত্মা গান্ধী। ইংরেজি ২৯.৩.২০ তারিখে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়।

২৮৬। কোন সালে এবং কোথায় দেশবন্ধুর মৃত্যু হয় ?

১৯২৫ সালে দার্জিলিঙে দেশবন্ধু মারা যান।

২৮৭। কোন নেতা ভারতের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন ?

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।



২৮৮। ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হয় কবে ?

১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী গৃহীত হয়। এই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন জওহরলাল নেহেরু।

২৮৯। কোন সালে এবং কার নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয় ?

১৯৩০—৩৪ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়।

২৯০। কোন সালে কাদের দ্বারা পাকিস্তান গঠনের দাবী গৃহীত হয়।

১৯৪০ সালে মুসলীম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান গঠনের দাবী গৃহীত হয়।

২৯১। কোন সালে এবং কিভাবে সুভাষচন্দ্র বসু নিজ গৃহ থেকে অন্তর্হিত হয় ?

১৯৪১ সালে ছদ্মবেশে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে সুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতাস্থ নিজ গৃহ থেকে পলায়ন করেন।

২৯২। কোন বাঙালী নেতা স্বাধীনতা লাভের জন্য ইংরেজদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করেছেন ?

বাঙালী বীর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

২৯৩। আগস্ট আন্দোলন বলতে কি বোঝ ? কোন সালে এই আন্দোলন হয়েছিল ?

১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট তারিখে বোম্বাই কংগ্রেসে ইংরেজ ভারত

ছার' এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতব্যাপী যে গণ-আন্দোলন দেখা দেয় উহাই ভারত ইতিহাসে আগস্ট আন্দোলন বা আগস্ট বিপ্লব নামে খ্যাত। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাস থেকে এই গণ-আন্দোলন শুরু হয় বলে একে বিয়াল্লিশের বিপ্লবও বলে।

২৯৪। কোন দিনকে ভারতের 'স্বাধীনতা দিবস' বলা হয়?

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। তারপর থেকে ঐ দিনটি স্বাধীনতা দিবস বলে পালিত হয়।

২৯৫। কোন দিনটিকে 'প্রজাতন্ত্র দিবস' বলে?

প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারী, ভারত স্বাধীন হবার পর ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে 'নতুন সংবিধান বা শাসনতন্ত্র চালু হয়। ঐ দিনকে প্রজাতন্ত্র দিবস বলা হয়।

———



ভারতের খনিজপদার্থ

২৯৬। ভারতের প্রধান প্রধান খনিজ দ্রব্য কি কি ?

স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, হীরক, তামা, কয়লা, অভ্র, লবণ, চুন, পেট্রোলিয়াম, ম্যাঙ্গানীজ, মোনাজাইট প্রভৃতি।

২৯৭। ভারতে কয়লা কোথায় কোথায় পাওয়া যায় ?

বিহারের ঝরিয়া, বোকারো, করণপুরা, গিরিডি, এবং পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে কয়লার খনিগুলি অবস্থিত। এছাড়াও মধ্য প্রদেশের পেঞ্চ উপত্যকা। কোরবা, উমারিয়া এবং অন্ধ্র-প্রদেশের তন্দুর, সিঙ্গারেণী প্রভৃতি স্থানে এবং মেঘালয়ে যথেষ্ট পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায়। কয়লা উত্তোলনে ভারত পৃথিবীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

২৯৮। লৌহ কোথায় পাওয়া যায় ?

বিহারের সিংভূম জেলা ও কহলন জেলা, উড়িষ্যার কেওনঝড়, বোনাই ও ময়ূরভঞ্জে, মধ্যপ্রদেশের বস্তার ও মহারাষ্ট্রে চান্দা নামক স্থানে, তামিলনাড়ুর সালেম জেলায় ও মহীশূর রাজ্যে লৌহখনি আছে।

২৯৯। ভারতে কয়লা খনির কাজ কবে শুরু হয় ?

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে রানীগঞ্জে প্রথম কয়লা খনির কাজ শুরু হয়।

৩০০। বর্তমানে ভারতে কয়লা খনির সংখ্যা কত ?

৮৫০টি।

৩০১। N. C. D. C. বলতে কি বোঝায় ?

National Coal Development Corporation বা জাতীয় কয়লা উন্নয়ন সংস্থা।

৩০২। ভারতে স্বর্ণ কোথায় পাওয়া যায় ?

মহীশূরের কোলার এবং মাদ্রাজের আপ্তপুরে।

৩০৩। O. N. G. C. কথার অর্থ কি ?

Oil And Natural Gas Commission—তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন।

৩০৪। ভারতে অভ্র কোথায় পাওয়া যায় ?

বিহার প্রদেশের হাজারিবাগ, গয়া ও মুঙ্গের জেলা, রাজস্থানের সেওয়ায় জয়পুর ও আজমীর অঞ্চলে এবং অন্ধ্রের নেলোর জেলায় বহু অভ্রের খনি আছে।

৩০৫। পেট্রোলিয়ম ভারতের কোথায় প্রথম পাওয়া যায় ?

আসামের ডিগবয়ে।

৩০৬। ভারতের কোথায় হীরকখনি আছে ?

মধ্যভারতের গোলকুণ্ডায়।

৩০৭। ভারতের প্রথম তৈলকূপ কবে এবং কোথায় খনন করা হয় ?

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আসাম রাজ্যের ডিগবয়ে।

৩০৮। ভারতের কোন রাজ্যে তৈলকূপের সংখ্যা বেশী ?

গুজরাটে।

৩০৯। ভারতে প্রথম তৈল শোধনাগার কোথায় এবং কবে স্থাপিত হয় ?

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে, আসামের ডিগবয়ে।

৩১০। ম্যাঙগানীজ কোথায় পাওয়া যায় ? এটি কি কাজে লাগে ?

মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, উড়িষ্যার কেওনঝর ও বোনাই, অন্ধ্রের শ্রীকাকুলাম, মহারাষ্ট্রের পাঁচমহল ও ভাণ্ডারা, মহীশূরের উত্তর কানাড়া এবং বিহারের সিংভূম জেলায় ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। ইস্পাত নির্মাণ ও কাঁচ রং করবার জন্য এটি খুবই প্রয়োজনীয়।

৩১১। ভারতের কোথায় মূল্যবান প্রস্তর পাওয়া যায় ?

গোলকুণ্ডা ও পান্নায়।

৩১২। ভারতের কোথায় খাদ্য লবণ পাওয়া যায় ?

রাজস্থান, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যায়। রাজস্থানের সম্বর হ্রদ থেকে বছরে প্রায় ৪০ হাজার টন লবণ পাওয়া যায়।

৩১৩। ভারতের কোথায় 'বক্সাইট' পাওয়া যায় ?

রাঁচী, লোহারডাগা, পালামৌ (বিহার), জব্বলপুর (মধ্যপ্রদেশ) সম্বলপুর (উড়িষ্যা), গুজরাট, জম্মু ও কাশ্মীর, মহীশূর ও সালেমে (মাদ্রাজে)।

৩১৪। ভারতের কোথায় সীসা পাওয়া যায় ?

জওয়ার বানজাডী (রাজস্থান)।

৩১৫। ভারতের কোথায় 'ক্রোমাইট' পাওয়া যায় ?

সিংভূম, ভাগলপুর (বিহার), কেওনঝর (উড়িষ্যা), শিমাগো (মহীশূর), হাসান, রত্নগিরি (বোম্বাই) ও সালেম (মাদ্রাজ)।

৩১৬। ভারতের কোথায় দস্তা পাওয়া যায় ?

জোয়ার (রাজস্থান)।

৩১৭। ভারতের কোথায় রূপা পাওয়া যায় ?

কোলার (মহীশূর)।

৩১৮। ভারতের কোথায় 'জিপসাম' পাওয়া যায় ?

জামসার, বিকানীর, যোধপুর (রাজস্থান), ত্রিচিনোপল্লী।

৩১৯। ভারতের কোথায় 'গ্রাফাইট' পাওয়া যায় ?

আজমীর (রাজস্থান), মহীশূর, অন্ধ্র, হায়দরাবাদ, বোম্বাই ও মাদ্রাজ।

৩২০। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আয়তন ও লোকসংখ্যা

[১৯৮১ সালের আদমসুমারী অনুসারে]

জেলার নাম	আয়তন	লোকসংখ্যা
কলিকাতা	১০৪ বর্গ কি. মি.	৩২,৯১,৬৫৫ জন
২৪ পরগণা	১৩,৭৯৬ " " "	১,০৭,২৬,৭৫১ জন
হাওড়া	১,৪৭৫ " " "	৫৯,৬৭,৪৬৪ "
হুগলী	৩,১৪৫ " " "	৩৫,৪৯,৮১৭ "
বর্ধমান	৭,০২৮ " " "	৮৪,০৮,৮৮৭ "
নদীয়া	৩,৯২৬ " " "	২৯,৭৭,০১৩ "
মুর্শিদাবাদ	৫,৩৪১ " " "	৩৭,০২,৮৬৯ "
মেদিনীপুর	১৩,৭২৪ " " "	৬৭,২৩,৮৬০ "
বাঁকুড়া	৬,৮৬১ " " "	২৩,৭৪,২০৫ "
বীরভূম	৪,৫৫০ " " "	২০,৯৪,৭৫৬ "
মালদহ	৩,৭১৩ " " "	২০,৩৫,০০৯ "
কোচবিহার	৩,৩৩৬ " " "	১৭,৭১,৫৬২ "
জলপাইগুড়ি	৫,২৪৫ " " "	২০,০৭,০৮৭ "
পশ্চিম দিনাজপুর	৫,২০৬ " " "	২৪ ০২,৭৬৩ "
পুরুলিয়া	৬,২৫৯ " " "	১৮,৫৫,৪০৯ "
দার্জিলিং	৩,০৭৫ " " "	১০,০৬,৪৩৪ "

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সেরা

৩২১। **উচ্চতম সড়ক সেতু**—রূপনারায়ণ সেতু (কোলাঘাট) ৩,৩১৪ ফুট দীর্ঘ।

৩২২। **উচ্চতম স্তম্ভ**—শহীদ মিনার ১৬৫ ফুট।

৩২৩। **উচ্চতর স্মৃতিসৌধ**—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ১৮২ ফুট উচ্চ।

৩২৪। উচ্চতম গিরিপথ—জলেপলা।

৩২৫। সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ—কাঞ্চনজঙ্ঘা ২৮,১৪৬ ফুট।

৩২৬। বৃহত্তম সেতু—রবীন্দ্র সেতু (হাওড়া)' ২,১৫০ ফুট লম্বা। ইহা ভারতের সর্ববৃহৎ এবং সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় ক্যান্টিলিভার সেতু।

৩২৭। বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩২৮। পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র— বাংলা ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী, আজকাল।

হিন্দী ঃ বিশ্বামিত্র, সন্মার্গ।

ইংরাজী ঃ স্টেট্সম্যান, হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড, অমৃতবাজার পত্রিকা, ইকনমিক টাইমস, বিজনেস স্ট্যানডার্ড, দ্য টেলিগ্রাফ।

৩২৯। পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য মাসিক পত্রিকা—মাসিক বসুমতী, চতুরঙ্গ, কথাসাহিত্য, নবকল্লোল, পরিচয়, বারোমাস, গল্পগুচ্ছ, মালিনী, কাফেলা প্রভৃতি।

৩৩০। পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক পত্রিকা।
দেশ, পরিবর্তন, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি।

৩৩১। পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য ছোটদের পত্রিকা—শুকতারা, আনন্দমেলা, সন্দেশ, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান, কিশোর ভারতী।

৩৩২। পশ্চিমবঙ্গের সব চেয়ে বড় শহর—কলিকাতা।

৩৩৩। পশ্চিমবঙ্গের বড় জেলা—মেদিনীপুর।

" ছোট জেলা—হাওড়া।

" বড় নদী—ভাগীরথী।

" বড় বাঁধ—দামোদর বাঁধ।

" বড় রেল স্টেশন—হাওড়া স্টেশন।

৩৩৪। পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্র কোনটি?—আনন্দবাজার পত্রিকা।

৩৩৫। পশ্চিমবঙ্গের একটি মাত্র 'কুইনাইন' উৎপাদনের কারখানা আছে। সেটি কোথায় অবস্থিত ?

দার্জিলিং জেলার মংপুতে।

৩৩৬। পশ্চিমবঙ্গে একদা একজন খ্যাতনামা চিকিৎসাবিজ্ঞানী মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তাঁর নাম কি ?

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়।

৩৩৭। পশ্চিমবঙ্গের সেরা ইনডোর স্টেডিয়ামটির নাম কি ?

নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম, কলকাতা।

৩৩৮। পশ্চিমবঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামাঙ্কিত একটি সুন্দর ও সুবৃহৎ ভবন আছে। সেটির নাম কি ?—রবীন্দ্র সদন, কলকাতা।



৩৩৯। বিলাত যাত্রা—রাজা রামমোহন রায়।

৩৪০। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৪১। লর্ড উপাধি—লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ।

৩৪২। নোবেল পুরস্কার—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩৪৩। এ্যাডভোকেট—স্যার রাজেন্দ্র মিত্র।

৩৪৪। প্রাদেশিক গভর্ণর—লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ।

৩৪৫। বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রথম কবিতা লেখেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৩৪৬। আই. সি. এস.—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩৪৭। সার্জন জেনারেল—মন্মথনাথ রায়চৌধুরী।

৩৪৮। পৃথিবী ভ্রমণ—রামনাথ বিশ্বাস।

৩৪৯। কাউন্সিলের সদস্য—গোবিন্দ গুপ্ত।

৩৫০। সি. এস. আই—রাধাকান্ত দেব।

৩৫১। প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য—আমির আলি।

৩৫২। কলিকাতার মেয়র—চিত্তরঞ্জন দাশ।

৩৫৩। ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় প্রথম—স্যার হরেন্দ্রনাথ সরকার।

৪৫৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু।

৩৫৫। প্রথম স্যার উপাধি—চন্দ্রমাধব ঘোষ।

৩৫৬। এভারেস্ট উচ্চতা নির্ণয় করেন—রাধানাথ শিকদার।

৩৫৭। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালী ভাইস-চ্যান্সেলার—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৫৮। প্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—বঙ্কিমচন্দ্র চটোপাধ্যায়।

৩৫৯। বহু ভাষাবিদ—হরিনাথ দে (৩৪টি ভাষা)।

৩৬০। নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালী অধ্যক্ষ—শীলভদ্র।

৩৬১। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম শহীদ—প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু।

৩৬২। মহেঞ্জোদড়ো আবিষ্কার করেন—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৬৩। রয়্যাল আর্টিস্ট সভার সভ্য—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩৬৪। আই. সি. এস-এর সম্মান প্রত্যাখ্যান করেন—সুভাষচন্দ্র বসু।

৩৬৫। 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩৬৬। আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম—স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৩৬৭। ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রথম অধ্যক্ষ—এ্যাডমিরাল এ. কে. চ্যাটার্জি।

৩৬৮। ভারতীয় স্থলবাহিনীর প্রথম অধ্যক্ষ—জেনারেল জে. এন. চৌধুরী।

৩৬৯। ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রথম অধ্যক্ষ—এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জী।

৩৭০। প্রথম কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংলার—আনন্দমোহন বসু।

৩৭১। প্রথম বাঙালী ব্যারিস্টার—জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর।

৩৭২। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি—স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র।

৩৭৩। সুপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি—বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়।

৩৭৪। রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম সভ্য—জগদীশচন্দ্র বসু।

৩৭৫। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন—অতীশ দীপঙ্কর।

৩৭৬। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রাজ্যপাল—ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়।

৩৭৭। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী—ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

৩৭৮। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র পরিচালক—সত্যজিৎ রায়।

৩৭৯। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃত্যশিল্পী—উদয়শংকর।

৩৮০। প্রথম ইংলিশ চ্যানেল সাতার কেটে পার হন—মিহির সেন।

৩৮১। ভারতের প্রথম বাঙালী নির্বাচন কমিশনার—সুকুমার সেন।



প্রথম বাঙালী মহিলা

৩৮২। গ্রাজুয়েট—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও চন্দ্রমুখী বসু।

৩৮৩। জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য—স্বর্ণকুমারী দেবী।

৩৮৪। জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট—পদ্মজা নাইডু।

৩৮৫। মহিলা ঔপন্যাসিক—স্বর্ণকুমারী দেবী।

৩৮৬। রাজ্যপাল—সরোজিনী নাইডু।

৩৮৭। মহিলা ডাক্তার—ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।

৩৮৮। কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো—সরলা রায়।

৩৮৯। কর্পোরেশনের কাউন্সিলার—সরোজিনী দে।

৩৯০। দেশরক্ষা বিভাগের দায়িত্ব—লীলা ঘোষ।

৩৯১। এম. এ.—চন্দ্রমুখী বসু।

৩৯২। ইংরেজী ভাষায় মহিলা কবি—তরু দত্ত।

৩৯৩। বিলাত যাত্রী—চন্দ্রলেখা বসু।

৩৯৪। অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট—প্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৯৫। সাঁতার কেটে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী—আরতি সাহা।

৩৯৬। বি এ (অনার্স)—কামিনী রায়।

৩৯৭। মুখ্যমন্ত্রী—সুচেতা কৃপালনী।

৩৯৮। আই. এ. এস.—রমা মজুমদার।

৩৯৯। ডি. এস. সি.—অসীমা চট্টোপাধ্যায়।

৪০০। প্রথম বাঙালী মহিলা এম. বি.—ভার্জিনিয়া মেরী মৈত্র।

৪০১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার—বিভা মজুমদার।

৪০২। মহিলা ইঞ্জিনীয়ার—ইলা মজুমদার।

৪০৩। বেথুন কলেজের ছাত্রী—ভুবন মালা ও কুন্দমালা।

৪০৪। কর্মাশিয়াল পাইলট—দূর্বা গঙ্গোপাধ্যায়।

৪০৫। মহিলা শহীদ—প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

৪০৬। প্যারাসুটে অবতরণ—গীতা চন্দ।

৪০৭। ছায়াচিত্রে গ্রাজুয়েট অভিনেত্রী—কঙ্কাবতী সাহু।

৪০৮। রাজ্যের মন্ত্রী—শ্রীমতী রেনুকা রায়।

৪০৯। অল্প বয়সে গ্রাজুয়েট—বাণী ঘোষ (১৪ বৎসর ৩ মাস)

৪১০। এরোপ্লেনে যাত্রী—মৃণালিনী সেন।

৪১১। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম—শ্রীমতী কণক পুরকায়স্থ।

৪১২। মহিলা পি. এইচ. ডি.—প্রভাবতী দাসগুপ্তা।

৪১৩। এম. এস. সি পরীক্ষায় প্রথম—বীথিকা বসু।

৪১৪। অন্ধ মহিলা ম্যাট্রিকুলেট—সাবিত্রী রায়চৌধুরী।

ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম পুরুষ

৪১৫। ভারত থেকে প্রথম বিলাত যাত্রী—রাজা রামমোহন রায় (১৮৩২)

৪১৬। ভারতীয় গভর্ণর—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

৪১৭। প্রথম আই. সি. এস—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪১৮। আই. সি এস. পরীক্ষায় প্রথম—স্যার অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জী।

৪১৯। প্রথম কংগ্রেস সভাপতি—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪২০। নোবেল পুরস্কার লাভ করেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৩)

৪২১। হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস—স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র (কলিকাতা)

৪২২। ভারতের বড়লাট—চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী (১৯৪৮-৪৯)

৪২৩। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সভ্য—মুঞ্চেরজী ভাওয়ানাগ্রী।

৪২৪। কে. সি. আই. ই.—রাধাকান্ত দেব বাহাদুর।

৪২৫। বি. এ. ডিগ্রী লাভ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু (ক. বি. ১৮৫৮) সি, ডব্লু, দামোদরন পিল্লাই ও বিশ্বনাথপিল্লাই (মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৮)।

৪২৬। ইন্ডিয়া কাউন্সিলের সভা—কে. জি. গুপ্ত।

৪২৭। অ্যাডভোকেট জেনারেল—বি. ডি, আয়েঙ্গার।

৪২৮। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংলার—আনন্দমোহন বসু।

৪২৯। আই. এম. এস—গুডইভ সূর্যকুমার চক্রবর্তী।

৪৩০। রয়াল সোসাইটির ফেলো—এ কারসেৎজী।

৩৩১। লেজিসলেটিভ এসেম্বলীর সভাপতি—ভি. জি. প্যাটেল।

৪৩২। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য—দাদাভাই নৌরজী।

৪৩৩। প্রিভি কাউন্সিলের সভ্য—সৈয়দ আমীর আলী।

৪৩৪। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪৩৫। ব্যারিস্টার—জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪৩৬। এঞ্জিনীয়ার—নীলমনি মিত্র।

৪৩৭। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস. সি.—স্যার জগদীশচন্দ্র বসু।

৪৩৮। স্যার উপাধি ত্যাগ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪৩৯। রয়াল আর্টিণ্ট সোসাইটির ফেলো—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪৪০। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার—স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়।

৪৪১। মার্কিন কংগ্রেসের সভ্য—দিলীপ সিং সৌন্দ।

৪৪২। চলচ্চিত্র পরিচালক—দাদাভাই ফালকে।

৪৪৩। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

৪৪৪। কেন্দ্রীয় আইন সভার সভাপতি—ইব্রাহিম রহিমতুল্লা।

৪৪৫। হাউস অব লর্ডস-এর সভ্য—লর্ড সত্যেন্দ্রনাথ সিংহ।

৪৪৬। আই. সি. এস. পদত্যাগ—সুভাষচন্দ্র বসু।

৪৪৭। লেনিন পুরস্কার লাভ—সফিউদ্দিন কিচলু।

৪৪৮। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি—ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ।

৪৪৯। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী—জহরলাল নেহেরু।

৪৫০। এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গে পদার্পণ করেন—তেনজিং নোরগে।

৪৫১। এভারেস্ট উচ্চতা নির্ণয় করেন—রাধানাথ শিকদার।

৪৫২। প্রধান সেনাপতি (স্থলবাহিনী)—কে. এম. কারিয়াপ্পা।

৪৫৩। বিমান বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ——সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

৪৫৪। নৌ-বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ—আর. ভি. কোটারী।

৪৫৫। ফিলড মার্শাল—এস. এইচ. এফ. জে. ম্যানেকশ।

৪৫৬। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি—উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

৪৫৭। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন—মিহির সেন।

৪৫৮। টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়—রণজিৎ সিংজী।

৪৫৯। ভিক্টোরিয়া ক্রস লাভ করেন—খুদাদাদ খাঁ।

৪৬০। জাতীয় অধ্যাপক—সি. ভি. রমন।

৪৬১। বিশ্ববিজয়ী কুস্তিগীর—গামা।

৪৬২। নৌকায় আন্দামান পাড়ি দেন—পিনাকী চ্যাটার্জি ও লেঃ জর্জ ডিউক।

৪৬৩। প্রথম শিশু পত্রিকা প্রকাশক—রাজা রামমোহন রায়।

৪৬৪। সার্জেন জেনারেল—মন্মথনাথ চৌধুরী।

ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম (মহিলা)

৪৬৫। রাজ্যপাল—সরোজনী নাইডু।

৪৬৬। এম. এ. পাশ করেন—চন্দ্রমুখী বসু।

৪৬৭। এম. বি. পাশ করেন—ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র।

৪৬৮। ডাক্তার—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।

৪৬৯। কংগ্রেস সভাপতি—সরোজনী নাইডু (১৯২৫)।

৪৭০। হাইকোর্টের বিচারপতি—শ্রীমতী আন্নাচণ্ডী (কেরালা)।

৪৭১। জাতিসঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট—শ্রীমতী বিজয়লক্ষী পণ্ডিত।

৪৭২। রাষ্ট্রদূত—ঐ (রাশিয়া)।

৪৭৩। রাজ্যের মন্ত্রী—ঐ (ইউ. পি)।

৪৭৪। প্রধানমন্ত্রী—শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী।

৪৭৫। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী—সুচেতা কৃপালনী (উঃ প্রদেশ)।

৪৭৬। প্যারাসুট দক্ষ মহিলা—গীতা চন্দ্র।

৪৭৭। স্পীকার—সুশীলা নায়ার (দিল্লী)।

৪৭৮। মেয়র—সুলোচনা মোদী (বোম্বাই)।

৪৭৯। ব্যারিষ্টার—কর্ণেলিয়া সোরাবজী।

৪৮০। আইন ব্যবসায়ী (উকিল)—রেজিনা গুহ।

৪৮১। ইংরেজী ভাষায় মহিলা কবি—তরু দত্ত।

৪৮২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো—সরলা রায়।

৪৮৩। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছেন—আরতি সাহা।

৪৮৪। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস-এর কম্যাণ্ডার—কুমারী দূর্বা ব্যানার্জী।

ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

৪৮৫। উচ্চতম সৌধচূড়া—কুতবমিনার (দিল্লী) ২৮৮ ফুট।

৪৮৬। " জলপ্রপাত—গারসোপ্পা (কর্ণাটক) ৯৬০ ফুট।

৪৮৭। " পর্বতশৃঙ্গ—নন্দাদেবী ২৫,৬৪৫ ফুট।

৪৮৮। " রেলস্টেশন—ঘুম (দার্জিলিং)।

৪৮৯। " বিমানবন্দর—চুসুল (লাডাক)।

৪৯০। " দরজা—বুলন্দ দরওয়াজা (ফতেপুর সিক্রি) ১৭৬ ফুট।

৪৯১। " স্তূপ—সাঁচী স্তুপ (মধ্যপ্রদেশ)।

৪৯২। " বাঁধ—ভাকরা নাঙ্গাল (পাঞ্জাব) ৭৪০ ফুট।

৪৯৩। " মূর্তি—গোমতেশ্বরের মূর্তি (কর্ণাটক) ৫৬ ফুট।

৪৯৪। বৃহত্তম উদ্ভিদ উদ্যান—বোটানিক্যাল গার্ডেন (শিবপুর)।
৪৯৫। " ইস্পাত কারখানা—টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টিল (জামসেদপুর)।
৪৯৬। " জলের ট্যাংক—টালার ট্যাংক (কলিকাতা)।
৪৯৭। " সমাধি সৌধ—তাজমহল (আগ্রা)।
৪৯৮। " গুহামন্দির—ইলোরা (মহারাষ্ট্র)।
৪৯৯। " চিড়িয়াখানা—চিড়িয়াখানা (আলিপুর)।
৫০০। " মসজিদ—জুম্মা মসজিদ (দিল্লী)।
৫০১। " মন্দির—মাদুরার মীনাক্ষীদেবীর মন্দির (তামিলনাড়ু)
৫০২। " নগরী—কলিকাতা।
৫০৩। " গম্বুজ—গোলগম্বুজ (বিজাপুর)।
৫০৪। " বন্দর—বোম্বাই।
৫০৫। " পশুমেলা—শোনপুর।
৫০৬। " জেলা—বিশাখাপত্তনম্ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
৫০৭। " হ্রদ—উলার হ্রদ (কাশ্মীর)।
৫০৮। " ব-দ্বীপ—সুন্দরবন।
৫০৯। " রেলস্টেশন—ভিকটোরিয়া টারমিনাস (বোম্বাই)।
৫১০। " দীর্ঘতম সেতু—শোন ব্রীজ, ১০,০৪৪ ফুট।
৫১১। " ক্যাণ্টিলিভার সেতু—রবীন্দ্রনাথ সেতু (হাওড়া ব্রীজ
৫১২। " খাল—বিকানীর খাল, ১২৮ কি. মি.।
৫১৩। " নদী—গঙ্গা, ২,৪৬৪ কি. মি.।
৫১৪। " বাঁধ—হীরাকুদ বাঁধ (উড়িষ্যা) ১৫,৮৪৮ ফুট।
৫১৫। " সুড়ঙ্গ পথ—জওহর টানেল, ৩ কি. মি।
৫১৬। " রাজপথ—গ্র্যাণ্ড ট্যাংক রোড, ২,৪০০ কি. মি.।
৫১৭। " কংক্রিট সেতু—ফারাক্কা ব্রীজ, ৭,৩০০ ফুট।
৫১৮। " রেলপথ—উত্তর রেলপথ।
৫১৯। " রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম—খড়্গপুর, ২,৭৩৩ ফুট।
৫২০। " বারান্দা—রামেশ্বর মন্দিরের বারান্দা ৪০০০ ফুট।

৫২১। সর্বাপেক্ষা ঘনবসতি পূর্ণ রাজ্য—কেরালা।

৫২২। বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ রাজ্য—আসাম।

৫২৩। " শিল্প সমৃদ্ধ রাজ্য—মহারাষ্ট্র।

৫২৪। সবাধিক শিক্ষিত অঞ্চল—চণ্ডীগড় (৬২,২৪)।

৫২৫। " বৃষ্টিপাত অঞ্চল—মৌসিনরাম (মেঘালয়)।

ভারতের উচ্চতম সৌধস্তম্ভ

৫২৬। কুতবমিনার—দিল্লী, ২৮ ফুট।

৫২৭। রাজবাড়ী স্তম্ভ—বোম্বাই, ২৬০ ফুট।

৫২৮। বৃহদেশ্বর মন্দির—তাঞ্জোর, ২১৬ ফুট।

৫২৯। অরুণাচল মন্দিরের গোপুরম—তিরুবন্নামালাই, ২০০ ফুট।

৫৩০। গোপ গম্বুজ—বিজাপুর ১৯৮ ফুট।

৫৩১। একাম্বরনাথের গোপুরম মন্দির—কাঞ্চীপুর, ১৮৮ ফুট।

৫৩২। চারমিনার—হায়দরাবাদ, ১৮৬ ফুট।

৫৩৩। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল—কলিকাতা, ১৮২ ফুট।

৫৩৪। কলিকাতা হাইকোর্ট—১৮০ ফুট।

৫৩৫। তাজমহল—আগ্রা, ১৭৮ ফুট।

৫৩৬। বুলন্দ দরওয়াজা—ফতেপুর সিক্রী, ১৭৬ ফুট।

৫৩৭। শহীদ মিনার—কলিকাতা, ১৫২ ফুট।

৫৩৮। পুরীর জগন্নাথ মন্দির—পুরী, ১৪২ ফুট।

৫৩৯। চিতোরের জয়স্তম্ভ—চিতোর, ১২২ ফুট।

বাংলার বার ভুঁইঞা

ক। প্রতাপাদিত্য
খ। মুকুন্দরাম রায়
গ। কন্দর্পনারায়ণ রায়
ঘ। কেদার রায়
ঙ। সীতারাম রায়।
চ। ঈশা খাঁ

ছ। ফজল গাজী	ঞ। চাঁদ গাজী
জ। কংসনারায়ণ	ট। গণেশ রায়
ঝ। হাম্বির মল্ল	ঠ। লক্ষণ মাণিক্য।

কয়েকজন স্মরণীয় বাঙালীর জন্মস্থান

নাম	কি জন্য স্মরণীয়	জন্মস্থান
জয়দেব	গীত গোবিন্দের কবি	কেন্দুবিল্ব (বীরভূম)
চণ্ডীদাস	পদাবলী রচয়িতা	নান্নুর ঐ
শ্রীচৈতন্য	বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক	নবদ্বীপ (নদীয়া)
কৃত্তিবাস ওঝা	পদ্যে রামায়ন রচয়িতা	ফুলিয়া (ঐ)
কাশীরাম দাস	পদ্যে মহাভারত রচয়িতা	সিঙ্গি (বর্ধমান)
রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র	অন্নদামঙ্গলের কবি	দামুন্য (ঐ)
কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম	চণ্ডীমঙ্গলের কবি	বসন্তপুর (হাওড়া)
রাজা রামমোহন রায়	ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক	রাধানগর (হুগলী)
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	সমাজ সংস্কারক	বীরসিংহ (মেদিনীপুর)
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাহিত্য সম্রাট	কাঁঠালপাড়া (২৪)পরঃ
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অপরাজেয় কথাশিল্পী	দেবানন্দপুর (হুগলী)
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস	যুগধর্ম প্রবর্তক	কামারপুকুর (ঐ)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বকবি	জোড়াসাঁকো (কলি)
স্বামী বিবেকানন্দ	ধর্মপ্রচারক	সিমলা (ঐ)
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু	দেশপ্রেমিক	কটক (উড়িষ্যা)
জগদীশচন্দ্র বসু	বিজ্ঞানী	রাড়ীখাল (ঢাকা)
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়	বিজ্ঞানী ও দেশসেবক	রাড়ুলি (খুলনা)
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	কবি	সাগরদাঁড়ি (যশোহর)
কাজী নজরুল ইসলাম	কবি	চুরুলিয়া (বর্ধমান)
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন	আইনজীবি ও দেশসেবক	তেলিরবাগ (ঢাকা)

নাম	কি জন্য স্মরণীয়	জন্মস্থান
মেঘনাদ সাহা	বিজ্ঞানী	সেওড়াতালি (ঢাকা)
ঋষি অরবিন্দ	বিপ্লবী ও মহাযোগী	কলিকাতা
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়	বিখ্যাত ডাক্তার ও দেশসেবক	পাটনা (বিহার)
রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ	দেশসেবক	মনিরামপুর (২৪পরগনা)
ক্ষুদিরাম বসু	বিপ্লবী	মেদিনীপুর

প্রধান প্রধান গিরিশৃঙ্গ

কাঞ্চনজঙ্ঘা—২৮,১৪৬ ফুট।
ধবলগিরি—২৬,৭৯৫ ফুট
নন্দাদেবী—২৫,৬৫৪ ফুট
হিমালচুলি—২৫,৮০১ ফুট
মাকালু—২৭,০৯৬ ফুট।
অন্নপূর্ণা—২৬,৫০৪ ফুট।
নাঙ্গাপর্বত—২৬,৬২০ ফুট।
মানশালু—২৬,৬৫৮ ফুট।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন লেখকের ছদ্মনাম

ছদ্মনাম	আসল নাম
টেকচাঁদ ঠাকুর	প্যারীচাঁদ মিত্র।
হুতোম প্যাঁচা	কালীপ্রসন্ন সিংহ।
ভানু সিংহ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
বীরবল	প্রমথ চৌধুরী।
পরশুরাম	রাজশেখর বসু।
বনফুল	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।
যাযাবর	বিনয় মুখোপাধ্যায়।
স্বপনবুড়ো	অখিল নিয়োগী।
মৌমাছি	বিমল ঘোষ।
কালকূট	সমরেশ বসু।
জরাসন্ধ	চারুচন্দ্র চক্রবর্তী।
শংকর	মনিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

ছদ্মনাম	আসল নাম
ধনঞ্জয় বৈরাগী	তরুণ রায়।
প্র. না. বি.	প্রমথনাথ বিশী।
রূপদর্শী	গৌরকিশোর ঘোষ।
কমলাকান্ত	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
কালপুরুষ	সুবোধ ঘোষ।
বিকর্ণ	নারায়ণ সান্যাল।
কাল পেঁচা	বিনয় ঘোষ।
অপরাজিতা দেবী	রাধারাণী দেবী।
সুনন্দ	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
নীলকণ্ঠ	দীপেন্দ্র কুমার সান্যাল।
সত্যপীর	সৈয়দ মুজতবা আলি।
মহাস্থবির	প্রেমাঙ্কুর আতর্থী।
অবধূত	কালিকানন্দ মুখোপাধ্যায়।
উদয়ভানু	প্রাণতোষ ঘটক।
অমিতাভ	সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

বিভিন্ন দেশের জাতীয় প্রতীক

ভারতবর্ষ—অশোকচক্র।
পাকিস্তান—চাঁদ-তারা।
রাশিয়া—কাস্তে হাতুড়ি।
চীন—নার্সিসাস ফুল।
শ্রীলংকা—পদ্ম।
আমেরিকা—সোনালী দণ্ড।
ইংল্যাণ্ড—গোলাপ ফুল।
ইতালী—শ্বেতপদ্ম।
জাপান—চন্দ্রমল্লিকা ফুল
জার্মানী—স্বস্তিক।
পারস্য—গোলাপ ফুল।
কানাডা—ম্যাপল পাতা।
ডেনমার্ক—বীচবৃক্ষ।
অষ্ট্রেলিয়া—কাঙ্গারু।
গ্রীন—ভায়লেট ফুল।
ফ্রান্স—স্থলপদ্ম।
নিউজিল্যাণ্ড—কিউই পাখি।
স্পেন—ডালিম ফল।

পশ্চিমবঙ্গের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার

এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার—১৭৮৪।

প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্রন্থাগার—১৮৫৫।

রামনারায়ণ বসু পাঠাগার, মেদিনীপুর—১৮৫৬।

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী—১৮৫৯।

শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী—১৮৭৯।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার—১০৭৪।

চৈতন্য লাইব্রেরী—১৮৮০।

বাগবাজার গ্রন্থাগার—১৮৮৩।

বঙ্গীয় সাহিত পরিষদ গ্রন্থাগার—১৮৯৩।

ইস্টার্ণ রেলওয়ে নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার—১৯০০।

জাতীয় গ্রন্থাগার—১৯০২।

রাজ্য-কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা—১৯৫৬।

সাহিত্য সভা, কুচবিহার—১৩২২ বঙ্গাব্দ।

পৃথিবীর বিখ্যাত গ্রন্থাগার

ভারতবর্ষ ঃ কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার। এখানে প্রায় দেড় লক্ষ বই রয়েছে।

রাশিয়া ঃ কিয়েভের ন্যাশনাল লাইব্রেরী, এখানে ২ লক্ষ বই রয়েছে। মস্কোর লেলিন লাইব্রেরী, এখানে ৬০ লক্ষ বই রয়েছে।

বৃটেন ঃ লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়াম, এখানে ৯৫ লক্ষ বই রয়েছে।

জার্মানী ঃ বার্লিনের ন্যাশানাল লাইব্রেরী, এখানে প্রায় ১৫ লক্ষ বই রয়েছে।

ফ্রান্স ঃ প্যারিসের ন্যাশানাল লাইব্রেরী, এখানে প্রায় ৪৫ লক্ষ বই রয়েছে।

জাপান ঃ ন্যাশানাল লাইব্রেরী, এখানে ৭ লক্ষ বই রয়েছে।

ডেনমার্ক ঃ পাবলিক লাইব্রেরী, এখানে ৪ লক্ষ বই রয়েছে।

আমেরিকা ঃ নিউইয়র্ক-এর ইউনিভারসিটি লাইব্রেরী, এখানে ১০ লক্ষ বই রয়েছে।

কানাডা ঃ পাব্লিক লাইব্রেরী, এখানে ১ লক্ষ বই রয়েছে।

ভারতের শাসন বিভাগ

৫৪০। ভারত স্বাধীনতা পায় কবে?

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট।

৫৪১। ভারতের সংবিধান রচনা করেন কে?

ভারতের 'গণ-পরিষদ'।

৫৪২। ভারতের সংবিধান বলতে কি বোঝ?

ভারত স্বাধীন হবার পর একে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিচালনা করবার জন্য নতুন আইন প্রণয়নের-প্রয়োজন হয়। ১৯৪৯ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে তা কার্যকরী হয়। সংবিধান হল কোন রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিসমূহ। এই সব নীতির ভিত্তিতেই রাষ্ট্রকে পরিচালনা করা হয়। তাই একে শাসনতন্ত্রও বলা হয়।

৫৪৩। ভারতের সংবিধান গৃহীত হয় কবে?

১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর।

৫৪৪। ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক কি?

একটি ধর্মচক্রের উপর তিনটি সিংহমূর্তি দণ্ডায়মান, এবং প্রতীকের নিম্নভাগ উপনিষদের 'সত্যমেব জয়তে' বাণী দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত।

৫৪৫। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী কে?

রাষ্ট্রপতি।

৫৪৬। ভারতের শাসনকার্য কার নামে পরিচালিত হয়?

রাষ্ট্রপতির নামে।

৫৪৭। রাষ্ট্রপতির কার্যকাল কত বছর ?

পাঁচ বছর।

৫৪৮। মন্ত্রিসভা কিভাবে গঠিত হয় ?

লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার সঙ্গে আলোচনা করে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভা গঠন করে থাকেন।

৫৪৯। মন্ত্রিসভা কার নিকট দায়ী থাকে ?

লোকসভার নিকট।

৫৫০। সংসদ কাকে বলে ?

লোকসভা (House of the people) ও রাজ্যসভা (Council of State) নামক দুটি আইনসভা নিয়ে সংসদ গঠিত।

৫৫১। লোকসভা কি এবং কিভাবে গঠিত হয় ?

কেন্দ্রীয় আইনসভার শক্তিশালী কক্ষ হল লোকসভা। আঠার বছর বয়সের বা তদূর্ধে প্রতিটি নাগরিক দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে লোকসভা গঠিত হয়।

৫৫২। রাজ্যসভা কিভাবে গঠিত হয় ?

রাজ্যসভা পার্লামেন্টের একটি স্থায়ী পরিষদ। ২৫০ জন অনধিক সদস্য নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হয়। এই সংখ্যার মধ্যে ১৩জন সদস্য রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন।

৫৫৩। লোকসভা ও রাজ্যসভার স্থায়িত্ব কত দিন ?

লোকসভা পাঁচ বছরের জন্য গঠিত হয়। বিশেষ প্রয়োজনে এর কার্যকাল আরও এক বছর বাড়ান যেতে পারে।

রাজ্যসভা একটি স্থায়ী সংস্থা। এ কোন সময়ই একেবারে সভ্যহীন হতে পারে না। প্রতি দু'বছর অন্তর এর এক-তৃতীয়াংশ সভ্যকে অবসর নিতে হয় এবং তাঁদের আসন সম্পূর্ণ করবার জন্য নতুনভাবে নির্বাচন করা হয়।

৫৫৪। লোকসভার ক্ষমতা কি ?

লোকভার আইন প্রণয়ন করবার ক্ষমতা, অর্থবিল সংক্রান্ত ক্ষমতা, শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা, সংবিধান সংশোধন,

রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ ও পদচ্যুত করার ক্ষমতা আছে।

৫৫৫। রাজ্যসভার ক্ষমতা কি ?

রাজ্যসভা একটি স্থায়ী পরিষদ। রাজ্যসভা কোন বিল পাশ করতে, প্রত্যাখান করতে এবং পরিবর্তন করতে পারে।

৫৫৬। লোকসভার কার্য কে পরিচালনা করেন ?

স্পীকার বা অধ্যক্ষ লোকসভার কার্য পরিচালনা করেন। লোকসভার অধিবেশন যাতে নিয়ম-শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচালিত হয় স্পীকার সেদিকে লক্ষ্য রাখেন।

৫৫৭। রাজ্য-বিধান সভা কিভাবে গঠিত হয় ?

প্রতি রাজ্যে আইনসভার সর্বোচ্চ কক্ষ হল বিধানসভা। বিধানসভার সদস্যগণ নাগরিকদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। বিধানসভায় সদস্যসংখ্যা ৬০ জনের অধিক হবে না।

৫৫৮। রাষ্ট্রপতি কিভাবে নির্বাচিত হন ?

সংসদের অর্থাৎ লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যগণ ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার সদস্যদের (M L A) নিয়ে গঠিত 'নির্বাচক মণ্ডলী' (Electoral College) কর্তৃক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

৫৫৯। ভারতের রাষ্ট্রপতিগণ ?

১৯৫০—ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ

১৯৬২—ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

১৯৬৭—ডঃ জাকির হোসেন

১৯৬৯—ভি. ভি. গিরি (অস্থায়ী)

১৯৬৯—এম. হিদায়েতুল্লা (অস্থায়ী)

১৯৬৯—ভি. ভি. গিরি

১৯৭৪—ফকরুদ্দিন আলি আমেদ

১৯৭৭—বি. ডি. যাত্তি (অস্থায়ী)

১৯৭৭—নীলম সঞ্জীব রেড্ডি

১৯৮২—জ্ঞানী জৈল সিং

১৯৮৩—ঐ

১৯৮৪—ঐ

১৯৮৫—ঐ

১৯৮৬—ঐ

১৯৮৭—ঐ

৫৬০। ভারতের প্রধান মন্ত্রিগণ ?

১৯৪৭—জওহরলাল নেহরু

১৯৬৪—গুলজারীলাল নন্দ (অস্থায়ী)

১৯৬৪—লালবাহাদুর শাস্ত্রী

১৯৬৬—গুলজারীলাল নন্দ (অস্থায়ী)

১৯৬৬—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

১৯৭৭—মোরারজী দেশাই

১৯৭৯—শ্রীচরণ সিং

১৯৮০—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

১৯৮৪র ৩১শে অক্টোবর থেকে রাজীব গান্ধী

৫৬১। লোকসভার অধ্যক্ষগণ ?

১৯৫২-৫৬—জি. ভি. মবলঙ্কর

১৯৫৬-৬২—এল. অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার

১৯৬২-৬৭—সর্দার হুকুম সিং

১৯৬৮-৬৯—সঞ্জীব রেড্ডি

১৯৬৯-৭৫—জি. এস. ধীলন

১৯৭৬-৭৭—বলরাম ভগৎ

১৯৭৬—সঞ্জীব রেড্ডি

১৯৭৬—কে. এস. হেগড়ে

১৯৮০ থেকে—বলরাম জাখর

৫৬২। ভারতের জাতীয় অধ্যাপক ?

১৯৪৯—ডঃ সি ভি. রামন

১৯৫৮—অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

১৯৫৮—ডঃ কে. এস. কৃষ্ণাণ

১৯৫০—ডঃ রাধাবিনোদ পাল

১৯৫৯—ডঃ পি. ভি. কানে

১৯৬২—ডঃ অধ্যাপক শিশির কুমার মিত্র

১৯৬১—ডাঃ ডি. এন. ওয়াদিয়

১৯৬২—ডঃ পি. আর, খামোলকর

১৮৬৪—সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯৬৫—ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথন

৫৬৩। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের আয়তন রাজধানী ও জনসংখ্যা ?

রাজ্য	আয়তন		রাজধানী	লোকসংখ্যা
অন্ধ্রপ্রদেশ	২,৭৬,৮১৪	বঃ কি মি,	হায়দ্রাবাদ	৫,৩৪,৯৩,৬১৮
আসাম	৭৮,৫২৩	„	দিসপুর	১,৯৮,০১,৮২৬
বিহার	১,৭৩,৮৬৭	„	পাটনা	৬,৯৮,২৩,১৫৪
গুজরাট	১,৪৫,৯৮৪	„	গান্ধীনগর	৩,৩৯,৪০,৯০৫
হরিয়ানা	৪৪,২২২	„	চণ্ডীগড়	১,২৮,৫০,৯০২
হিমাচল প্রদেশ	৬৫,৬৭৩	„	সিমলা	৪২,৩৭,৫৬৯
জম্মু ও কাশ্মীর	২,১২,২৩৬	„	শ্রীনগর	৫৯,৮১,৬০০
কর্ণাটক	১,৯০,৭৭৩	„	বাঙ্গালোর	৩,৭০,৪৩,৪৫১
কেরালা	৩৩,৮৬৫	„	ত্রিবান্দাম	২,৫৪,০২,৭১৭
মধ্যপ্রদেশ	৩,৪২,৮৪১	„	ভূপাল	৫,২১,৩১,৭১৭
মহারাষ্ট্র	৩,০৭,৭৬২	„	বোম্বাই	৫,২৬,৯৩,৮৯৮
মণিপুর	২২,৩৫৬	„	ইম্ফল	১৪,৩৩,৬৯১

রাজ্য	আয়তন	রাজধানী	লোকসংখ্যা
মেঘালয়	২২,৪৮৯ বঃ কিমিঃ	শিলং	১৩,২৭,৮৭৪
নাগাল্যাণ্ড	১৬,৫০৭ "	কোহিমা	৭,৭৩,২৮১
উড়িষ্যা	১,৫৫,৭৮২ "	ভুবনেশ্বর	২,৬২,৭২,০৫৪
পাঞ্জাব	৪০,৩৬২ "	চণ্ডীগড়	১,৬৬,৮৯,৭৫৫
রাজস্থান	৩,৪২,২১৩ "	জয়পুর	৩,৪১,০২,৯১২
সিকিম	৪,১৬৫ "	গ্যাংটক	৩১৫,৬৮২
তামিলনাড়ু	১,৩০,০৬৯ "	মাদ্রাজ	৪,৮২,৯৭,৪৫৯
ত্রিপুরা	১০,৪৭৭ "	আগরতলা	২০,৬০,১৮৯
উত্তরপ্রদেশ	২,৯৪,৪১৩ "	লক্ষ্ণৌ	১১,০৮,৫৮,০৯৯
পশ্চিমবঙ্গ	৮৭,৮৫৩ "	কলিকাতা	.৫,৪৪,৮৫,৫৬০
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৮,২৯৩ "	পোর্টব্লেয়ার	১,৮৮,২৫৪
অরুণাচল প্রদেশ	৮৩,৫৭৮ "	ইটানগর	৬,২৮,০৫০
দাদরা ও নগর হাভেলি	৪৯১ "	সিলভাসা	১,০৩,৬৭৭
দিল্লী	১,৪৮৫ "	দিল্লী	৬১,৯৬,৪১৪
গোয়া, দমন ও দিউ	২,৮৩১ "	পানাজি	১,৮২,১১৭
লাক্ষাদ্বীপ	৩২ "	কাভারতি	৪০,২৩৭
মিজোরাম	২১,০৮৭ "	আইজল	৪,৮৭,৭৭৪
পণ্ডীচেরী	৪৮০ "	পণ্ডীচেরী	৬,০৪,১৩৬
চণ্ডীগড়	১১৪ "	চণ্ডীগড়	৪,৫০,০৬১

নানা ধর্মের তীর্থস্থান (ভারত)

৫৬৪। হিন্দুদের তীর্থস্থান।

বৃন্দাবন	মথুরা	গয়া
অযোধ্যা	পুষ্কর	কাশী
অমরনাথ	বদ্রীনাথ	মাদুরা
কৈলাস	হরিদ্বার	চন্দ্রনাথ
প্রয়াগ	ত্রিবেণী	গৌরীনাথ
বিন্ধ্যাচল	নবদ্বীপ	পুরী
তাঞ্জোর	শ্রীরঙ্গম	কন্যাকুমারী
গঙ্গাসাগর	তারকেশ্বর	বেলুড়
কালীঘাট	দক্ষিণেশ্বর	বৈদ্যনাথধাম
রামেশ্বর	জয়রামবাটী	কামারপুকুর

৫৬৫। মুসলমানদের তীর্থস্থান।

আজমীর শরীফ। এখানে খাজা মঈনুদ্দীন চিস্তির সমাধি। দিল্লী ও আগ্রার জুম্মা মসজিদ গঞ্জমুরাদাবাদ। এখানে মুসলমান মহাপুরুষ শাহ ফজলুর রহমানের দরগা আছে।

এছাড়া ফুরফুরা শরীফ, ঘুটিয়ারী শরীফ, মল্লিকপুর প্রভৃতি স্থানে মুসলমানদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র রয়েছে।

৫৬৬। বৌদ্ধদের তীর্থস্থান।

সারনাথ	কাজরী	রাজগীর
নালন্দা	লুম্বিনীকানন	

৫৬৭। জৈনদের তীর্থস্থান।

পরেশনাথ পাহাড়ের মন্দির ও কলিকাতায় পরেশনাথের মন্দির প্রভৃতি।

৫৬৮। কল্যাণী ঃ নদীয়া জেলায় অবস্থিত। আধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত একটি নতুন শহর। রূপকার স্বর্গীয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। এখানে 'কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়' আছে। এখানে একটি সূতাকল আছে।

৫৬৯। কৃষ্ণনগর ঃ নদীয়া জেলায় অবস্থিত একটি বড় শহর। এখানকার মাটির পুতুল ও খেলনা বিখ্যাত। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মস্থান।

৫৭০। কামারপুকুর ঃ হুগলী জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জন্মগ্রহণ করেন।

৫৭১। কাঁঠালপাড়া ঃ চব্বিশ পরগণা জেলার নৈহাটির নিকট অবস্থিত। এখানে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন।

৫৭২। কাঞ্চননগর ঃ বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। এখানকার তৈরি ছুরি ও কাঁচি বিখ্যাত।

৫৭৩। কেন্দুবিল্ব ঃ বীরভূম জেলায় অবস্থিত। এখানে কবি জয়দেব জন্মগ্রহণ করেন।

৫৭৪। কোদালিয়া ঃ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পৈত্রিক বাসভূমি।

৫৭৫। খড়্গপুর ঃ মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। রেলওয়ে কারখানা ও ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি নামক কারিগরি শিক্ষালয় এখানে স্থাপিত হয়েছে।

৫৭৬। খাগড়া ঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। এখানকার তৈরি পিতল ও কাঁসার বাসন প্রসিদ্ধ।

৫৭৭। গৌড় ঃ মালদহ জেলায় অবস্থিত। হিন্দুযুগের বাংলার রাজধানী ছিল। প্রাচীন স্থাপত্যের বহু নিদর্শন আছে।

৫৭৮। চিত্তরঞ্জন ঃ বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। এখানে রেল ইঞ্জিন তৈরির কারখানা আছে।

৫৭৯। জয়রামবাটী : বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত। শ্রীশ্রীসারদা-দেবী এখানে জন্মগ্রহণ করেন।

৫৮০। টাইগার হিল : দার্জিলিং জেলায় অবস্থিত। এখান থেকে সূর্যোদয় দেখা যায়। কাঞ্চনজঙ্ঘা, মাকালু, লোৎসে, এভারেস্ট প্রভৃতি হিমালয়ের শৃঙ্গগুলি দেখা যায়

৫৮১। তমলুক : মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। প্রাচীন নাম তাম্রলিপ্ত। প্রাচীনকালে সামুদ্রিক বন্দর ও নগর ছিল।

৫৮২। তারকেশ্বর : হুগলী জেলায় অবস্থিত। হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থস্থান।

৫৮৩। ত্রিবেণী : হিন্দুদের তীর্থস্থান।

৫৮৪। দমদম : ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত একটি জনবহুল স্থান। এখানে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আছে।

৫৮৫। দক্ষিণেশ্বর : ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত রাণী রাসমণি স্থাপিত এখানকার কালীমন্দির বিখ্যাত। এখানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সিদ্ধিলাভ করেন।

৫৮৬। দেবানন্দপুর : হুগলী জেলার অন্তর্গত। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন।

৫৮৭। দীঘা : মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত সমুদ্র তীরবর্তী বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস।

৫৮৮। দুর্গাপুর : বর্ধমান জেলায় অবস্থিত ইস্পাত-নগরী। দামোদর ব্যারেজ এখানে তৈরি করা হয়েছে।

৫৮৯। দার্জিলিং : দার্জিলিং জেলায় অবস্থিত পাহাড়ের উপর একটি বিরাট শহর। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের গ্রীষ্মকালীন বাসস্থান। পর্বত আরোহণ শিক্ষা দেবার জন্য এখানে একটি কলেজ স্থাপিত হয়েছে। স্বাস্থ্যকর স্থান।

৫৯০। নবদ্বীপ : নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেবের জন্মস্থান।

৫৯১। নান্নুর : বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান।

৫৯২। পলাশী : নদীয়া জেলায় অবস্থিত। এখানেই বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন।

৫৯৩। রূপনারায়ণপুর : বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। ইলেকট্রিক তার তৈরির কারখানার জন্য বিখ্যাত।

৫৯৪। শান্তিপুর : নদীয়া জেলায় অবস্থিত। উৎকৃষ্ট তাঁতের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান।

৫৯৫। হরিণঘাটা : নদীয়া জেলার অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুগ্ধ-উৎপাদন কেন্দ্র। এখান থেকে কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ হয়।

৫৯৬। পাণ্ডুয়া : হুগলী জেলায় অবস্থিত। এখানে বড় দরগাহ, ছোট দরগাহ, কুতুবশাহী মসজিদ রয়েছে।

৫৯৭। বক্রেশ্বর : বীরভূম জেলায় অবস্থিত। মহাপীঠ মহিষমর্দিনী দেবীমূর্তি, এটি উষ্ণ প্রস্রবণের-এর জন্য বিখ্যাত।

৫৯৮। বোলপুর : বীরভূম জেলায় অবস্থিত। এখানে শান্তিনিকেতনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ববিদ্যালয়' অবস্থিত।

৫৯৯। বেলুড় : হাওড়া জেলায় অবস্থিত। এখানকার বেলুড় মঠ বিখ্যাত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মন্দির ও স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি মন্দির আছে।

৬০০। বীরসিংহ : মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। এখানে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন।

৬০১। বার্ণপুর : বর্ধমান জেলায় অবস্থিত, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

৬০২। বিষ্ণুপুর : বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত প্রাচীন বর্ধিষ্ণু শহর। এখানে একজন স্বাধীন রাজা রাজত্ব করতেন। এখানকার মদনমোহন মন্দির বিখ্যাত।

৬০৩। মুর্শিদাবাদ ঃ প্রাচীন বাংলার রাজধানী। এখানকার নবাবের বাড়ী ও হাজারদুয়ারী বিখ্যাত।

৬০৪। যাদবপুর ঃ কলকাতার নিকটবর্তী কলকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্গত একটি জনবহুল স্থান। এখানকার যক্ষ্মা হাসপাতাল বিখ্যাত। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ আছে। তাছাড়া এখানে বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস, জয় ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস, গ্লাস এণ্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ইনস্ট্রুমেণ্ট ফ্যাক্টরী, বাইও কেমিস্ট্রি এণ্ড এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন, কৃষ্ণা গ্লাস এণ্ড সিলিকেট ওয়ার্কস প্রভৃতি সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অবস্থিত।

৬০৫। রাণীগঞ্জ ঃ কয়লার খনির জন্য বিখ্যাত। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব কয়লাখনিগুলিই এখানে অবস্থিত। এখানে একটি কাগজের কল ও টালির কারখানা আছে। এ জায়গাটি বর্ধমান জেলায় অবস্থিত।

ভারতে প্রথম আরম্ভ

১৭৫৭—**টাকশাল**—১৭৫৭ সালে কলকতায় ইংরেজরা স্থাপন করে।

১৭৭২—**ছাপাখানা**—১৭৭২ সালে মাদ্রাজে প্রথম ছাপাখানা চালু হয়। হায়দরাবাদের নিজামকে উপহার দেবার জন্য ১৭৭০ সালে ভারতে সর্বপ্রথম মুদ্রণ যন্ত্র আনা হয়।

১৭৮১—**প্রথম সংবাদপত্র**—১৭৮১ সালের ২৯শে জানুয়ারী 'হিকির ক্যালকাটা গেজেট' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

১৭৯৩—**ক্রিকেট খেলা**—১৭৯৩ সালে কলকাতার সর্বপ্রথম ক্রিকেট খেলা হয়। ১৮৩৮ সালে বোম্বাই-এ প্রতিষ্ঠিত পার্শী ক্রিকেট ক্লাব ভারতীয়দের সর্বপ্রথম ক্রিকেট ক্লাব।

১৮০২—**ফুটবল খেলা**—বোম্বাই শহরে প্রথম ফুটবল খেলা হয়

১৮০২ সালে। 'মিলিটারী' ও 'বোম্বাই আইল্যাণ্ড' নামে দুইটি টিম খেলায় অংশ গ্রহণ করে।

১৮২৫—ডাকটিকিট—১৮২৫ সালে সিন্ধুপ্রদেশে সর্বপ্রথম ডাক-টিকিট চালু হয়। সারা ভারতে ডাক টিকিট চালু হয় ১৮৮৫ সালের ১লা অক্টোবর।

১৮৩৯—টেলিফোন লাইন—১৮৩৯ সালে কলকাতা থেকে ডায়মণ্ড-হারবার পর্যন্ত প্রথম সরকারী টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপিত হয়। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ১৮৫৩ সালে কলকাতা ও আগ্রার মধ্যে সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন প্রর্বতন করা হয়।

১৮৫৩—রেলগাড়ী—১৮৫৩ সালের ১৩ এপ্রিল বোম্বাই থেকে থানা পর্যন্ত প্রথম রেলগাড়ী চলাচল করে।

১৮৮১—টেলিফোন—কলকাতায় প্রথম টেলিফোন চালু হয় ১৮৮১ সালে। অটোমেটিক টেলিফোন সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯১৩ সালে সিমলায়।

১৮৮৭—ইস্পাত কারখানা ১৮৮৭ সালে কুলটিতে প্রথম ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়।

১৮৯৬—সিনেমা—১৮৯৬ সালে সর্বপ্রথম বোম্বাই শহরে সিনেমা দেখানো হয়।

১৮৯৭-০৮—হাইড্রো ইলেকট্রিক—দার্জিলিং-এ প্রথম হাইড্রো-ইলেকট্রিক চালু হয়।

১৮৯৭—বিজলীবাতি—১৮৯৭ সালে দার্জিলিং-এ সর্বপ্রথম চালু হয়।

১৯১১—বিমান ডাক—প্রথম বিমান ডাকের প্রচলন হয়। ইহাই এলাহাবাদ নৈনী পথে পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম ডাক।

১৯২৫—বৈদ্যুতিক রেল—প্রথম বৈদ্যুতিক রেল চালু হয় বোম্বাই থেকে কুরলা পর্যন্ত।

১৯২৭—বেতার বার্তা—১৯২৭ সালে এক বেসরকারী কোম্পানী প্রথম বোম্বাই-এ বেতার কেন্দ্র স্থাপন করেন।

১৯২৯—বিমান ডাক—টিকিট—১৯২৯ সালে চালু হয়।

১৯৮৪—মেট্রোরেল, কলকাতায় প্রথম চালু হয়।

৬০৬। ভারতের সশস্ত্র বাহিনী কয়টির বিভাগ ও কি কি ?

ভারতের সশস্ত্র বাহিনী তিনভাগে বিভক্ত—(১) পদাতিক, (২) নৌ ও (৩) বিমান। প্রত্যেকটি বিভাগ তাদের নিজ নিজ অধিনায়কের অধীনে কাজ করে। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক হচ্ছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি।

আর্মি ঃ ইহা পাঁচটি কম্যাণ্ডে বিভক্ত—ওয়েস্টার্ন, ইস্টার্ন, নর্দান, সার্দান ও সেণ্ট্রাল। প্রতিটি কম্যাণ্ডে আবার এরিয়া এবং সাব এরিয়ায় বিভক্ত। প্রতিটি কম্যাণ্ডে, অধিনায়ক হচ্ছেন লেঃ জেনারেল পদমর্যাদা সম্পন্ন জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং এবং এরিয়া ও সাব এরিয়ায় অধিনায়ক হচ্ছেন যথাক্রমে মেজর জেনারেল ও ব্রিগেডিয়ার পদমর্যাদা সম্পন্ন অফিসার।

নেভি ঃ ইহা তিনটি কম্যাণ্ডে বিভক্ত—(১) ওয়েস্টার্ন, ন্যাভাল কম্যাণ্ড, বোম্বাই, (২) ইস্টার্ন ন্যাভাল কমাণ্ড, বিশাখাপত্তনম, (৩) সার্দান ন্যাভাল কম্যাণ্ড—কোচিন। ভারতীয় নৌবাহিনীর ২টি নৌ বহর আছে—দি ওয়েস্টার্ন ফ্লিট ও ইস্টার্ন ফ্লিট।

ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর কমিশনড্ অফিসারদের পদমর্যাদা।

আর্মি ঃ (উপর থেকে) ফিল্ড মার্শাল ; জেনারেল, লেঃ জেনারেল ; মেজর জেনারেল ; ব্রিগেডিয়ার ; কর্ণেল ; লেঃ কর্ণেল ; মেজর ; ক্যাপ্টেন ; লেফ্‌ট্যানেণ্ট, সেকেণ্ড লেফট্যানেণ্ট।

নেভি ঃ এ্যাড্‌মিরাল অব দি ফ্লিট ; এ্যাডমির‍্যাল ; ভাইস এ্যাডমিরাল, রিয়ার এ্যাড্‌মিরাল, কমোডোর, ক্যাপ্টেন ; কমাণ্ডার ; লেঃ কম্যাণ্ডার ; লেফ্‌ট্যানেণ্ট ; সাব-লেফ্‌ট্যানেণ্ট।

এয়ার ফোর্স ঃ মার্শাল অব দি এয়ার ফোর্স ; এয়ার চীফ মার্শাল, এয়ার ভাইস মার্শাল, এয়ার কমোডর ; গ্রুপ ক্যাপ্টেন ; উইং কম্যাণ্ডার ; স্কোয়াড্রন লীডার ; ফ্লাইট লেফ্‌ট্যানেণ্ট , ফ্লাইং অফিসার ; পাইলট অফিসার।

ভারতীয় ডাক বিভাগ

৬০৭। ভারতে প্রথম ডাকের প্রচলন করেছিলেন কে ?

সম্রাট শেরশাহ ভারতে প্রথম ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেছিলেন।

৬০৮। কোন সময়ে ভারতে বর্তমান ডাক ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল ?

ইংরেজ শাসনকালে লর্ড ডালহৌসির সময়ে।

৬০৯। ভারতে ডাক বিভাগের কাজ শুরু হয় কবে থেকে ?

১৮৫৪ সালের অক্টোবর মাস থেকে ভারতের ডাক বিভাগের কাজ শুরু হয়।

৬১০। সার্টিফিকেট অব পোস্টিং কাকে বলে ?

দশ পয়সা অতিরিক্ত ডাক মাশুল দিয়ে চিঠি দেওয়া হলে ডাক কর্তৃপক্ষ একখানি রসিদ দিয়ে থাকেন।

৬১১। ভি. পি. পি. (ভ্যালু পেয়েবেল পোস্ট) কাকে বলে ?

কোন জিনিসের মূল্য ডাকযোগে পাঠাতে হলে ওর মূল্য লিখে গ্রহীতার নাম রেজেস্ট্রী করতে হয়। ডাক কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের নিকট থেকে মূল্য প্রেরকের নিকট পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন।

৬১২। মনি অর্ডারযোগে কত টাকা পর্যন্ত পাঠান যায় ?

একেবারে ১০০০ টাকা পর্যন্ত পাঠান যায়।

৬১৩। সেভিংস ব্যাঙ্ক কাকে বলে ?

ডাকঘরে নিরাপদে টাকা জমা রাখবার জন্য যে ব্যবস্থা আছে তাকে সেভিংস ব্যাঙ্ক বলে।

৬১৪। বুক পোস্ট কি ?

ছাপা বই, চিঠি সংবাদপত্র ইত্যাদি পাঠাবার ব্যবস্থাকে বুক পোষ্ট বলে।

৬১৫। এক্সপ্রেস ডেলিভারী কি ?

থাম বা পোষ্টকার্ডে ডাকঘর কর্তৃক নির্ধারিত অতিরিক্ত মাশুল

দিলে চিঠি পৌঁছান মাত্র টেলিগ্রামের মত বিলি করার ব্যবস্থা আছে। একে এক্সপ্রেস ডেলিভারি বলে।

৬১৬। রেজিস্ট্রেশন কি ?

যেখানে চিঠিপত্র পাঠান হয় সেখানে নিশ্চিন্তে পৌছে দেবার জন্য যে ব্যবস্থা আছে তাকে রেজিষ্ট্রেশন বলে।

৬১৭। বেয়ারিং লেটার কি ?

ডাকে ফেলা চিঠিতে ডাকটিকিট না দিলে অথবা নির্ধারিত স্ট্যাম্প না দিলে তাকে 'বিয়ারিং লেটার' বলে। এই চিঠি যার নিকট পাঠান হবে তাকে ডাকটিকিটের দ্বিগুণ মূল্য দিতে হয়।

৬১৮। ডাকে চিঠি পাঠাতে কত মাশুল দিতে হবে।

পোষ্টকার্ডের মূল্য ১৫ পয়সা। ২০ গ্রাম পর্যন্ত খামের চিঠির জন্য ৬০ পয়সা মাশুল দিতে হবে। অন্তর্দেশীয় চিঠির কাগজের জন্য দাম দিতে হবে ৩৫ পয়সা।

৬১৯। টেলিগ্রাম কাকে বলে ?

তারের সাহায্যে দ্রুত সংবাদ পাঠাবার জন্য পোষ্ট অফিসে যে ব্যবস্থা আছে তাকে টেলিগ্রাম বলে। টেলিগ্রাম দুই প্রকার—সাধারণ ও জরুরী। জরুরী টেলিগ্রামের সাধারণ টেলিগ্রামের প্রায় দ্বিগুণ মাশুল লাগে।

৬২০। ডেড লেটার অফিস কাকে বলে ?

যে সব চিঠির মালিকের সন্ধান পাওয়া যায় না—সেই সব চিঠি একটি নির্দিষ্ট অফিসে জমা রাখা হয়। এই অফিসকে 'ডেড লেটার অফিস' বলে।

৬২১। এয়ারমেল লেটার কি ?

যে সব চিঠি বিমান যোগে পাঠান হয় তাকে 'এয়ারমেল লেটার' বলে।

৬২২। পিনকোড কি ?

সুষ্ঠুভাবে ডাক চলাচল ও বিলির জন্য ১৯৭১ থেকে ভারতে Postal Index Number (PIN) কোড চালু করা হয়। এই

কোড-এ ছয়টি সংখ্যা আছে। প্রথম সংখ্যাটি অঞ্চল, দ্বিতীয় সংখ্যাটি উপ-অঞ্চল, এবং প্রথম তিনটি একত্রে সেণ্ট্রাল সার্চিং ডিস্ট্রীক্ট বোঝায়। শেষ তিনটি সংখ্যা এই সার্চিং ডিস্ট্রীক্ট-এর অধীনে নির্দিষ্ট ডেলিভারী পোষ্ট অফিসকে নির্দেশ করে।

৬২৩। বাংলাদেশে টেলিগ্রাম পাঠাতে কত খরচ লাগে?

প্রথম ৮টি শব্দের জন্য ৫ টাকা, অতিরিক্ত প্রতি শব্দের জন্য ৪০ পয়সা। জরুরীতে ডবল ফিজ।

৬২৪। পাকিস্তানে টেলিগ্রাম পাঠাতে কত খরচ লাগে?

প্রথম ৭টি শব্দের জন্য ৩·৫০ টাকা, অতিরিক্ত প্রতি শব্দের জন্য ৫০ পয়সা।

৬২৫। Greeting টেলিগ্রাম পাঠাতে কত খরচ লাগে?

১০ টি শব্দের জন্য ৩·৫০ টাকা + অতিরিক্ত প্রতি শব্দের জন্য ৫০ পয়সা।

৬২৬। কত ওজন পর্যন্ত পার্শেল করা চলে?

২০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত।

৬২৭। পার্শেলের চার্জ কত?

প্রতি ৫০০ গ্রাম ৩ টাকা। পার্শেলের type অনুযায়ী অতিরিক্ত।

৬২৮। বিদেশী ডাকে খরচ কেমন?

সাধারণতঃ পোষ্টকার্ডে ২ টা. ৬০ প,—২ টা. ৭০ প. এয়ারো গ্রামে ৫ টা.।

৬২৯। টেলিফোন ভাড়া কত?

প্রতি দু'মাস অন্তর ২০০ টাকা অর্থাৎ বছরে ১২০০ টাকা। প্রতি দু'মাসে দু'শ অর্থাৎ বছরে ১২০০ কল ফ্রি পাওয়া যায়।

৬৩০। ডাকঘরের পিনকোড নং জানো।

আলিপুর—	৭০০০২৭	চন্দননগর—	৭১২১৩৬
আলিপুর দুয়ার—	৭৩৬১২১	চুঁচুড়া—	৭১২১০১
আরামবাগ—	৭১২৬০১	চিত্তরঞ্জন—	৭১৩৩৩১
আসানসোল—	৭১৩৩০১	কণ্টাই—	৭২১৪০১

বালুরঘাট—	৭৩৩১০১	কুচবিহার—	৭৩৬১০১
ডায়মণ্ডহারবার—	৭৪৩৩৩১	দার্জিলিং-১—	৭৩৪১০১
গ্যাংটক (সিকিম)—	৭৩৭১০১	কালিম্পং—	৭৩৪৩০১
হুগলী—	৭১২১০৩	কল্যাণী—	৭৪৯২৩৫
হাওড়া-১—	৭১১১০১	কাঁচরাপাড়া—	৭৪৩১৪৫
জলপাইগুড়ি—	৭৩৫১০১	খড়্গপুর-১—	৭২১৩০১
বাঁকুড়া—	৭২২১০১	কৃষ্ণনগর—	৭৪১১০১
বড়বাজার (কলিকাতা)	৭০০০০৭	কার্শিয়াং—	৭৩৪২৩০
বারাসাত—	৭৪৩০০১	মালদহ—	৭৩২১০১
ব্যারাকপুর—	৭৪৩১০১	মেদনীপুর—	৭২১১০১
বারুইপুর—	৭৪৩৩০২	মুর্শিদাবাদ—	৭৪২০৪৯
বসিরহাট—	৭৪৩৪১১	নবদ্বীপ—	৭৪১৩০২
বাটানগর—	৭৪৩৩১৩	পলাশী—	৭৪১১৫৬
বহরমপুর—	৭৪২১০১	পোর্টব্লেয়ার—	৭৪৪১০১
বেলুড়মঠ—	৭১১২০২	পুরুলিয়া—	৭২৩১০১
ভাটপাড়া—	৭৪৩১২৩	রাণাঘাট—	৭৪১২০১
বোলপুর—	৩১২০৪	শান্তিনিকেতন—	৭৩১২৩৫
বনগাঁ—	৭৪৩০৩৫	শান্তিপুর—	৭৪১৪০৪
বজবজ—	৭৪৩৩১৯	শ্রীরামপুর—	৭১২২০১
বর্ধমান—	৬১৩১০১	শিলিগুড়ি—	৭৩৪৪০১
বার্নপুর—	৭১৩৩২৫	সিউড়ি—	৭৩১১০১
কলিকাতা(জি.পি.ও.)—	৭০০০০১	তমলুক—	৭২১৬৩৬
		তারকেশ্বর—	৭১২৪১০

৬৩৯। ভারতের বিখ্যাত শৈলশহর ?

[স্থানের উচ্চতার পরিমাপ সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে নির্ণয় করা হয়]

স্থানের নাম	উচ্চতা
গুলমার্গ, কাশ্মীর—	৮,৮৫০ ফুট
ডালহৌসী, হিমাচলপ্রদেশ—	৭,৮৬০ „

স্থানের নাম	উচ্চতা
উৎকামণ্ড, তামিলনাড়ু—	৭,৫০০ ফুট
মুসৌরী, দেরাদুন—	৭,৫০০ "
কোদাইকানাল, তামিলনাড়ু—	৭,২০০ "
দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ—	৭,১৬৮ "
সিমলা, হিমাচল প্রদেশ—	৭,০০০ "
কুন্নুর, তামিলনাড়ু—	৬,৭৪০ "
নৈনীতাল, উত্তরপ্রদেশ—	৬,৪০০ "
আলমোড়া কুমায়ূন—	৫,৫০০ "
শ্রীনগর, কাশ্মীর—	৫,২৫০ "
মাউন্ট আবু, রাজস্থান—	৪,৫০০ "

৬৩২। **ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠাকাল ?**

[রাজ্য সরকার পরিচালিত]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭)। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় (১৭৫৭)। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭)। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৮৭)। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৬)। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৬)। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৭)। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৭)। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৮)। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১)। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১)। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২২)। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২৬)। আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২৬)। আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২৯)। কেরালা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৭) উৎকল। বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৩)। সাগর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৬)। রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৭)। জম্মু বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৮)। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৮)। পুনা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৯)। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৭)। বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৯)। রুড়কী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৯)। কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৯)। গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫০)। নাথিবাই দামোদর থ্যাকার্সে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় (পুনা)

(১৯৫১)। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, (১৯৫১) বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, মজঃফরপুর (১৯৫২)। শ্রীভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়, (তিরুপতি (১৯৫৪)। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৫)। সর্দার প্যাটেল বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৫)। কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৬)। গোরক্ষপুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৭)। বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয় (উজ্জয়িনী) (১৯৫৭)। জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৭)। বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৮)। ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬০) রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬০)। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬০)। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬০)। উদয়পুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬২)। শিবাজী বিশ্ববিদ্যালয় (কোলাপুর)—(১৯৬২)। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬২)। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬২)। ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৪)। ইন্দোর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৬)। জওহরলাল নেহেরু কৃষি বিদ্যালয় (১৯৬৪)। জীওজী বিশ্ববিদ্যালয় (গোয়ালিয়র)—১৯৬৪। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৪) বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়—(১৯৮৩)।

৬৩৩। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় কয়টি ?

(১) আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। (২) উত্তর-পূর্ব পার্বত্য বিশ্ব-বিদ্যালয় (শিলং)। (৩) জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়। (৪) দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়। (৫) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (৬) বেনারস হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয়।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের দ্রষ্টব্য স্থান

অন্ধ্রপ্রদেশ

৬৩৪। অন্ধ্রপ্রদেশের দ্রষ্টব্য স্থান কি কি?

হায়দরাবাদ ঃ ঐতিহাসিক শহর। এখানকার চারমিনার সুবিশাল মক্কা মসজিদ, হাইকোর্ট, সালারজঙ মিউজিয়াম এবং ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিশাখাপত্তনম্ ঃ ভারতের অন্যতম প্রধান সামুদ্রিক বন্দর ও বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র। এ ছাড়া ওয়ালটেয়ার, সিংহচলম পর্বতের শ্রীনরসিংহ মন্দিরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থান।

আসাম

৬৩৫। আসামের দ্রষ্টব্য স্থান কি কি?

দিসপুর ঃ আসামের রাজধানী।

কাজিরঙ্গা ঃ বন্য প্রাণী সংরক্ষণাগার।

গৌহাটি ঃ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় শ্রেষ্ঠ শহর। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় হাইকোর্ট এবং এই শহরের উত্তরদিকে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর হিন্দুদের তীর্থস্থান কামাখ্যা দেবীর মন্দির অবস্থিত। এ ছাড়া শিবসাগর জোড়হাট, শিলচর, নওগাঁও, তেজপুর চা ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল হিসেবে বিখ্যাত।

বিহার

৬৩৬। বিহারের দ্রষ্টব্য স্থান কি কি?

পরেশনাথের মন্দির ঃ জৈনদের তীর্থস্থান।

গয়া ঃ হিন্দুদের তীর্থস্থান।

বুদ্ধগয়া ঃ বৌদ্ধদের তীর্থস্থান।

জামসেদপুর ঃ টাটা লৌহ-ইস্পাত শিল্পের কারখানা।

রাজগীর ও নালন্দা ঃ ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান।

৬৩৭। গুজরাট রাজ্যের দ্রষ্টব্য স্থান কি কি ?

গুজরাট

আমেদাবাদ ঃ এখানকার জুম্মা মসজিদ আহম্মদ শাহ ও তাঁর মহিষীদের স্মৃতিসৌধ, রাণী সিপ্রির মসজিদ ও সমাধিস্তম্ভ, তিনদরওয়াজা ও আজম খানের প্রাসাদ দ্রষ্টব্য স্থান।

জুনাগেড় ঃ এখানকার উপর কোট দুর্গ বাগেশ্বরী, দামোদর অম্বামাতার মন্দির, উইলিংডন বাঁধ উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থান।

জম্মু ও কাশ্মীর

৬৩৮। জম্মু ও কাশ্মীরের দ্রষ্টব্য স্থান কি কি ?

এখানকার মনোহর হ্রদ—ডাল, উলার, সুপ্রসিদ্ধ মোগল উদ্যানাদির মধ্যে শালিমার, নিসাৎ ও নাসিমবাগ এবং বিশিষ্ট স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে হজরত বাল, জুম্মা পাথর মসজিদ ও শঙ্করাচার্য টিলার উপর শিবমন্দির অমরনাথের গুহা মন্দির প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান।

কেরালা

৬৩৯। কেরালা রাজ্যের দ্রষ্টব্য স্থান কি কি ?

ত্রিবান্দ্রম ঃ কেরালার রাজধানী ও একটি বড় বন্দর।

কোচিন ঃ এই রাজ্যের প্রধান বন্দর। এর্ণাকোলম, কুইলন, আলেপ্পি ও কালিকট অন্যান্য।

মধ্য-প্রদেশ

৬৪০। মধ্যপ্রদেশের দ্রষ্টব্য স্থান কি কি ?

উজ্জয়িনী ঃ ঐতিহাসিক সুরম্যনগরী। এখানকার মহাকাল মন্দির কালিয়াদহ প্রাসাদ, জয়সিংহের নির্মিত মানমন্দির, যন্তরমহল ও গোপাল মন্দির উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান।

খাজুরাহো ঃ প্রাচীন চন্দেল্ল রাজগণের; কীর্তিমণ্ডিত ও স্থাপত্য শিল্পের মন্দিরগুলি বিশেষ দর্শনীয় বস্তু—কন্দরিয়া, মহাদেব, লক্ষণ, বিশ্বনাথ, চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি কয়েকটি মন্দির উল্লেখযোগ্য।

সাঁচী ঃ শেহোর জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ, সাঁচী বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক অপূর্ব পীঠস্থান। এখানকার প্রধান বৌদ্ধ

স্তূপ ও চারটি তোরণ, নবনির্মিত, বিহার অশোক স্তম্ভ ও উদয়গিরির জৈনমন্দির ও হিন্দু গুহাগুলির উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান।

তামিলনাড়ু

৬৪১। তামিলনাড়ুর দ্রষ্টব্য স্থান কি কি ?

মাদ্রাজ ঃ ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম শহর। এখানকার পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম সৈকতভূমি মারিণা, সেন্ট জর্জের জমকালো দুর্গ, মিউজিয়াম, কপিলেশ্বর ও পার্থসারথির মন্দির উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান।

মাদুরাই ঃ দক্ষিণ ভারতের অন্যতম দ্রাবিড় ও তামিল সংস্কৃত কেন্দ্র। এখানকার মীণাক্ষীদেবীর মন্দির উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান।

তিরুচিরাপল্লী ঃ তিমুণ্ড দাজবর পুরী। তিরুচিরাপল্লীর মন্দিরগুলির মধ্যে বিখ্যাত শৈলমন্দির।

কাঞ্জিপুরম ঃ ভারতের সপ্ততীর্থের অন্যতম কাঞ্জিপুরমের পল্লব স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন স্বরূপ কৈলাসনাথ, বৈকুণ্ঠ, পেরুমল, একমেবরনাথ, কামাক্ষা এবং ভরদ্বাজ মন্দির উল্লেখযোগ্য।

মহারাষ্ট্র

৬৪২। মহারাষ্ট্রের দ্রষ্টব্য স্থান কি কি ?

অজন্তা ও ইলোরা ঃ অজন্তা ও ইলোরার শৈলখাত গুহাগুলির চিত্রাবলী স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সময়ে ভারতীয় চিত্রকলার চরম উৎকর্ষের নিদর্শনরূপে বিশ্ববিখ্যাত।

বোম্বাই ঃ ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। দ্রষ্টব্য স্থান ও বস্তুসমূহের মধ্যে মেরিন ড্রাইভ, মালাবার পর্বতের ঝুলন্ত উদ্যান, মহালক্ষীর মন্দির, চিড়িয়াখানা, রাজাবাই টাওয়ার, প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়াম, ট্রম্বেতে ভারতের প্রথম পারমাণবিক শক্তির কারখানা উল্লেখযোগ্য।

মহাবালেশ্বর ঃ সাতারা জেলায় অবস্থিত মহাবালেশ্বর পশ্চিম-ভারতের সর্বোচ্চ শৈলাবাস। মনোরম প্রাকৃতিক শোভা ব্যতীত এর

অন্যান্য আকর্ষণ গুলির মধ্যে মহাবালেশ্বর ও অতিবালেশ্বর মন্দির। লিমঙ্গল ঝরণা দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

উড়িষ্যা

৬৪৩। উড়িষ্যার দ্রষ্টব্য স্থান কি কি ?

কোনারক ঃ এখানকার সূর্যমন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক সুমহান নিদর্শন।

পুরী ঃ জগন্নাথদেবের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত ও সুপ্রসিদ্ধ এবং স্বাস্থ্য নিবাস। পুরীর সমুদ্র সৈকত বহু পর্যটককে আকর্ষণ করে।

ভুবনেশ্বর ঃ উড়িষ্যার রাজধানী। এখানকার মন্দিরগুলির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

পাঞ্জাব

৬৪৪। পাঞ্জাবের দ্রষ্টব্য স্থান কি কি ?

অমৃতসর ঃ শিখদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এই স্থানটি স্বর্ণমন্দির বা দরবারা সাহেবের জন্য বিখ্যাত। শহরের উপকণ্ঠে বিখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগ, মহারাজা রণজিৎ সিংহের গ্রীষ্মাবাস, রামবাগ অমৃতসরের অন্যতম দর্শনীয় বস্তু।

কুলু ও ক্যাংড়া ঃ কুলু ও ক্যাংড়া উপত্যকা প্রাকৃতিক শোভা ও বহু মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

সিমলা ঃ ইহা ভারতের বৃহত্তম শৈলনিবাস।

রাজস্থান

৬৪৫। রাজস্থানের দ্রষ্টব্য স্থান কি কি ?

জয়পুর ঃ এখানকার অম্বর রাজপ্রাসাদ, হাওয়া-মহল, মানমন্দির, মিউজিয়াম, চিতোরে মহারাণাদের স্মৃতিসৌধ, তীর্থক্ষেত্র, গলতা নহরগড়দুর্গ, সঙ্গমের জৈনমন্দির বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান।

উদয়পুর ঃ এখানকার রাজপ্রাসাদ, সজ্জনগড় প্রাসাদ ও পিচোলা হ্রদের মাঝখানে প্রাসাদশ্রেণী, সুবিশাল ফতে সাগর, দুধ-

আলয়া ও জৈসাখন্দ হ্রদ, সুসজ্জিত উদ্যান সহেলিঁয়োকি বাড়ী ও দেলওয়াড়ার জৈনমন্দির সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

যোধপুর ঃ এখানকার বলসিংমন্দ প্রাসাদ, যোধপুর দুর্গ, উমেদ ভবন, গুলাব সাগর ও কৈলালা হ্রদ উল্লেখযোগ্য।

মাউণ্ট আবু ঃ শিরোহি জেলায় প্রায় ১,২২৩ মিটার (৪০০০ ফুট) উপরে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ শৈলাবাস ও বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র মাউন্ট আবুর অতিখ্যাত দেলওয়াড়া জৈনমন্দির হিন্দুদের অচলেশ্বর ও রঘুনাথজীর মন্দির উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থান।

উত্তরপ্রদেশ

৬৪৬। উত্তরপ্রদেশের দ্রষ্টব্য স্থান কি কি ?

আগ্রা ঃ তাজমহল, আগ্রা দুর্গ. দুর্গ মধ্যে মোতি মসজিদ, জাহাঙ্গীর মহল উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সেকেন্দ্রায় আকবরের স্মৃতিসৌধ এবং আকবরের নির্মিত ফতেপুর সিক্রিতে বাদশাহী দরওয়াজা, বুলন্দ দরওয়াজাও উল্লখযোগ্য।

নৈনিতাল ঃ প্রায় ১৮৩৫ মিটার (৬,০০০ ফুট) উপরে অবস্থিত সপ্ত শিখরমণ্ডিত নৈনিতাল উত্তরপ্রদেশের অন্যতম শৈলাবাস। এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে নৈনিতালের হ্রদ, নৈনী দেবীর মন্দির। রামগড় ও মুক্তেশ্বর উল্লেখযোগ্য।

মথুরা ঃ শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি ও হিন্দুদের পুণ্যতীর্থ।

হরিদ্বার ঃ এখানকার দক্ষেশ্বর, সর্বনামদৈব হৃষিকেশ ও মায়াদেবীর মন্দির প্রসিদ্ধ। এখানে কুম্ভ মেলা হয়। মনমন ও লছমনঝোলা প্রসিদ্ধ।

মুসৌরী ঃ এখানকার শৈলাবাস অন্যতম। এ ছাড়া মিউনিসিপ্যাল উদ্যান, ল্যাণ্ডোর সেণ্টজর্জের কলেজ এবং লালটিব্বাও উল্লেখযোগ্য স্থান।

দিল্লী

৬৪৭। দিল্লীর দ্রষ্টব্য স্থান কি কি ?

ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। দিল্লীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে কুতুবমিনার কোয়াৎ-উল ইসলামের মসজিদ, লালকেল্লা, কেল্লার ভিতরে মোতি মসজিদ, দেওয়ান-ই আম ও দেওয়ান-ই-খাস, জুম্মা মসজিদ, যন্তরমন্তর (মানমন্দির), কেন্দ্রীয় মহাকরণ ভবন রাষ্ট্রপতি ভবন, ইণ্ডিয়া গেট ও সংসদ ভবন উল্লেখযোগ্য।

ত্রিপুরা

৬৪৮। ত্রিপুরার দ্রষ্টব্য স্থান কি কি ?

আগরতলা ঃ রাজ্যের রাজধানী ও প্রধান শহর। এখানকার উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ ও কুঞ্জবন এবং বৌদ্ধমন্দির উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থান।

নরসিংহগড় ঃ এখানকার কারিগরী বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য।

লেম্বুছড়ায় ঃ এখানে সরকারী কৃষি খামার ও কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

উদয়পুর ও অমরপুর ঃ ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী। এখানকার ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির বিখ্যাত।

জম্পুই ঃ এখানে প্রচুর কমলালেবু পাওয়া যায়।

গান্ধীগ্রাম ঃ সরকারী হাঁস মুরগী ও শূকর পালন কেন্দ্র।

বিশ্রামকগ্রহ ঃ গুটি পোকা পালনের কেন্দ্র।

স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম বাঙালী

ফাঁসীর মঞ্চে প্রথম শহীদ—ক্ষুদিরাম বসু।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রথম নায়ক—সূর্য সেন (মাস্টারদা)

পরিখা যুদ্ধের প্রথম জীবনদাতা—বাঘা যতীন।

বাংলাদেশের প্রথম মহিলা শহীদ—প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

কারাগারে অনশনে প্রথম জীবনদাতার নাম—যতীন্দ্রনাথ দাস।

ভারতের মাটিতে প্রথম স্বাধীনতার বিজয় পতাকা উড়িয়েছিলেন—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রথম যাদের দান স্মরণীয়—ঋষি অরবিন্দ ঘোষ, লোকনাথ বল, বারীন ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঘাযতীন, ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, মাতঙ্গিনী হাজরা, সত্যেন বসু, চারুবিকাশ দত্ত, রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, রাসবিহারী বসু, বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত প্রমুখ।

শাস্ত্র ও পুরাণের কথা

৬৪৯। বেদ কয়টি ও কি কি?

বেদ চারটি। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব।

৬৫০। ষড়দর্শন কি কি?

সাংখ্য পাতঞ্জল বা যোগদর্শন, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব-মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত।

সাংখ্য লিখেছেন—মহর্ষি কপিল, পাতঞ্জল বা যোগদর্শন লিখেছেন—মহর্ষি পাতঞ্জলি, ন্যায় লিখেছেন মহর্ষি গৌতম, বৈশেষিক লিখেছেন—মহর্ষি কণাদ, পূর্ব-মীমাংসা লিখেছেন—মহর্ষি জৈমিনি এবং উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত লিখেছেন—মহর্ষি বেদব্যাস।

৬৫১। অর্জুনের ধনুককে কি বলা হত?

গাণ্ডীব।

৬৫২। কৃষ্ণের শঙ্খের নাম কি?

পাঞ্চজন্য।

৬৫৩। সমুদ্র মন্থনে কি কি উঠেছিল?

অমৃত, বিষ, পারিজাত, চন্দ্র, লক্ষী, কৌস্তভ, ঐরাবত, ধন্বন্তরী ও উচ্চৈঃশ্রবা।

৬৫৪। সপ্তসমুদ্রের নাম কি কি ?

দধি, ক্ষীর, ইক্ষু, ঘৃত, সুরা ও স্বাদুদক।

৬৫৫। পঞ্চ সতীর নামগুলি কি কি ?

অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী।

৬৫৬। সপ্ত ঋষির নামগুলি কি কি ?

বশিষ্ঠ, অত্রি, অঙ্গিরা, মরীচি, পুলহ, পুলস্ত্য ও ক্রতু।

৬৫৭। শিবরাত্রি কখন অনুষ্ঠিত হয় ?

ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়।

৬৫৮। রাজা দশরথের কন্যার নাম কি ?

শান্তা (ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির) স্ত্রী।

৬৫৯। পঞ্চম বেদ কাকে বলে ?

মহাভারতকে।

৬৬০। মহাভারতের কত শ্লোক আছে ?

এক লক্ষ।

৬৬১। হিন্দুদের প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম কি ?

ঋক্‌বেদ।

৬৬২। পঞ্চপাণ্ডব কে কে ?

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব।

৬৬৩। অর্জুনের ছদ্মনাম কি ?

বৃহন্নলা।

৬৬৪। পার্থসারথি কে ?

শ্রীকৃষ্ণ। পার্থ অর্জুনের নাম, তার সারথি কৃষ্ণ।

৬৬৫। কৌরব কারা ?

দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ প্রভৃতি একশত ভাই।

৬৬৬। নীলকণ্ঠ কার নাম ?

মহাদেবের।

৬৬৭। কোন রাজপুত্র পিতৃসত্য পালনের জন্যে বনে গমন করেন ?

শ্রীরামচন্দ্র।

৬৬৮। কোন রাজপুত্র পিতৃতুষ্টির জন্যে আজীবন। চিরকুমার ছিলেন ?

ভীষ্ম।

৬৬৯। কোরাণ কি ?

মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ।

৬৭০। ত্রিপিটক কি ?

বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ।

৬৭১। দ্বাদশ রাশি কি কি ?

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ. কন্যা, তুলা, কুম্ভ, বৃশ্চিক, মকর, ধনু ও মীন

৬৭২। নবপত্রিকা কি কি ?

কলা, কচু, বেল, হলুদ, অশোক, মানকচু, জয়ন্তী, ডালিম গাছ এবং ধান।

৬৭৩। পঞ্চগব্য কি কি ?

দধি, ঘৃত, দুগ্ধ, গোময় এবং গোমুত্র।

৬৭৪। পঞ্চরত্ন কি কি ?

স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল, মণি ও মুক্তা।

৬৭৫। অষ্টধাতু কি কি ?

সোনা, তামা, রূপা, লোহা, সীসা, রঙ্গ, পারদ ও যশদ।

৬৭৬। নবগ্রহ কি কি ?

সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, এবং কেতু।

৬৭৭। পঞ্চপল্লব কি কি ?

আম, পাকুড়, বট, অশ্বত্থ, এবং যজ্ঞডুমুর।

সৌরজগৎ ও মহাকাশ অভিযানের পরিচয়।

৬৭৮। সৌরজগৎ কি ?

সূর্যকে মাঝখানে রেখে পৃথিবী, চন্দ্র ইত্যাদি যে সব গ্রহ-উপগ্রহ ধূমকেতু, উল্কা প্রভৃতি ঘুরছে তাদের একসঙ্গে বলা হয় সৌরজগৎ।

৬৭৯। সূর্যের আয়তন পৃথিবীর কতগুণ ?

সূর্যের আয়তন পৃথিবীর ১৩ লক্ষ গুণ।

৬৮০। পৃথিবীর আয়তন চাঁদের কতগুণ ?

পৃথিবীর আয়তন চাঁদের ৫০ গুণ।

৬৮১। সূর্য পৃথিবী থেকে কতদূরে আছে ?

সূর্য পৃথিবী থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল (১৪ কোটি ৯৮ লক্ষ কিলোমিটার) দূরে আছে।

৬৮২। চাঁদ পৃথিবী থেকে কত দূরে আছে ?

চাঁদ পৃথিবী থেকে ২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল (৩ লক্ষ ৮৫ হাজার কিলোমিটার) দূরে আছে।

৬৮৩। পৃথিবীর তুলনায় সূর্যের ওজন কত ?

সূর্যের ওজন পৃথিবীর চেয়ে ৩ লক্ষ ২৪ হাজার গুণ বেশি।

৬৮৪। কতদিন আগে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে ?

আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে ৫০০ কোটি বৎসর আগে।

৬৮৫। গ্রহ কি ?

যে সব জ্যোতিষ্ক সূর্যের টানে সূর্যের চারদিকে অনবরত ঘোরে তাদের গ্রহ বলে। এদের নিজের কোন আলো নেই। সূর্যের আলোতেই আলোকিত হয়।

৬৮৬। গ্রহ কয়টি ও কি কি ?

গ্রহ ৯টি। যথা—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো।

৬৮৭। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে ও দূরে কোন গ্রহ ?

শুক্র গ্রহ সবচেয়ে কাছে আর প্লুটো সবচেয়ে দূরে।

৬৮৮। সবচেয়ে বড় গ্রহ কোনটি ?

বৃহস্পতি। এর ব্যাস প্রায় ৮৮ হাজার ৭০০ মাইল।

৬৮৯। সবচেয়ে ছোট গ্রহ কোনটি ?

বুধ। এর ব্যাস আনুমানিক ৩ হাজার মাইল।

৬৯০। যে পথ ধরে পৃথিবী সূর্যের চারধারে ঘোরে তার মাপ কত ?

পৃথিবী সূর্যের চারধারে যে পথ দিয়ে ঘোরে, তার দৈর্ঘ্য ৫৮ কোটি মাইল (৯২ কোটি ৯০ লক্ষ কিলোমিটার)।

৬৯১। পৃথিবীর গতিবেগ কত ?

পৃথিবীর গতিবেগ ঘণ্টায় ৩৬ হাজার ২৬০ মাইল (৫৮ হাজার কিলোমিটার)।

৬৯২। আকাশ কি ?

আকাশ হল পৃথিবীর বাহিরের শূন্যতা।

৬৯৩। আকাশ নীল দেখায় কেন ?

সূর্যের আলো বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে আসার সময় যখন বায়ুমণ্ডলের অণু ও ধুলিকণাতে আঘাত পায়, তখন তার নীল অংশ নিজস্ব তরঙ্গ-দৈর্ঘের জন্যে অন্যান্য রঙের আলোর চেয়ে অধিকতর বিচ্ছুরিত হয়। এজন্যই আকাশ নীল দেখায়।

৬৯৪। রামধনু কি ?

সূর্যের আলো প্রকৃতপক্ষে সাতরঙা—বেগুনী, গাঢ়নীল, নীল, সবুজ হলদে, নারঙ্গ ও লাল। তেশিরে কাঁচের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো দেখলে এই সাতটি রঙই ধরা পরে। রামধনুর বেলায়ও এই ব্যাপার ঘটে। বৃষ্টির শুরুতে যে গুঁড়ি গুঁড়ি জলকণা পড়ে অথবা বৃষ্টির পরে যে সব জলকণা ভেসে বেড়ায়, সূর্যের আলো ঐসব জলকণার ভেতর দিয়ে আসার সময় সাতটি রঙে ভেঙ্গে প্রসারিত ও প্রতিফলিত হয়ে রামধনুর সৃষ্টি করে।

৬৯৫। ধূমকেতু কি ?

ধূমকেতু এক ধরনের জ্যোতিষ্ক। এর পিছনের দিকটা দেখতে ঝাঁটার মত।

৬৯৬। সবচেয়ে বিখ্যাত ধূমকেতুর নাম কি ?

হ্যালির ধূমকেতু (Halley's Comet)

৬৯৭। কুয়াশা ও শিশির কি ?

কুয়াশা আসলে মেঘ। বাতাসের জলীয় বাষ্প ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি ভাসমান ধূলিকণায় জমাট বাঁধলে তাকে কুয়াশা বলে।

ভূপৃষ্ঠের সংলগ্ন বাতাসে যে জলীয় বাষ্প থাকে, তা রাত্রিতে ঠাণ্ডায় জমে শিশির হয়।

৬৯৮। আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় কেন ?

মেঘের জলকণাগুলির মধ্যে তড়িৎ থাকে। আকাশে যখন মেঘ ভেসে চলে তখন কাছাকাছি এলে একখানা মেঘ অপর মেঘকে আকর্ষণ করে। দু'খানা মেঘের তড়িতের সংঘর্ষেই আলো জ্বলে ওঠে। সেই আলোর ঝলককেই আমরা বিদ্যুৎ চমকানো বলি।

৬৯৯। সূর্য কি রকম ?

সূর্য গোলাকার। উহা উত্তপ্ত-গ্যাস পরিপূর্ণ। সূর্যের উত্তাপ থেকেই আমরা তাপ ও আলো পাই। সূর্যের ব্যাস প্রায় ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার মাইল (পৃথিবীর দুই মেরুর দিকের ব্যাস মাত্র ৭৮৯৯ মাইল)। সূর্য পৃথিবী থেকে প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে আছে বলেই সূর্যকে এত ছোট দেখায়।

৭০০। সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে কেন ?

পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উত্তর—পশ্চিম হতে পূর্বে ঘুরছে। সেজন্য সূর্যকে পূর্বদিক হতে প্রথমে দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের তাই মনে হয় সূর্য পূর্বদিকে ওঠে।

৭০১। নক্ষত্র কি ?

নক্ষত্র সূর্যের মতই জ্বলন্ত গ্যাস বা অগ্নিপিণ্ড। আকারে এক একটি নক্ষত্র প্রায় সূর্যের মত। কোন কোনটি আবার সূর্যের চেয়েও বহু গুণ বড়। পৃথিবী হতে কোটি কোটি মাইল দূরে আছে বলে নক্ষত্রগুলিকে অতি ক্ষুদ্র দেখায়। আকাশে কোটি কোটি নক্ষত্র আছে—

৭০২। ধ্রুবতারা কি ?

উত্তর আকাশের দিকে তাকালে একটি নিশ্চল নক্ষত্র দেখা যায়। ওর দিকে মুখ করে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, উহা ততই আকাশের ওপরে উঠছে বলে মনে হয় এবং উত্তর মেরুতে পৌঁছালে ওকে ঠিক মাথার ওপর দেখা যায়, এর নাম ধ্রুবতারা। ইংরেজীতে বলা হয় Pole star নাবিকেরা এই ধ্রুবতারা দেখে দিক নির্ণয় করে থাকেন।

৭০৩। কোন গ্রহের কয়টি উপগ্রহ আছে ?

পৃথিবীর ১ টি, চাঁদ ও মঙ্গলের ২ টি, বৃহস্পতির ১৯ টি, শনির ৯টি, ইউরেনাসের ৪টি, নেপচুনের ১ টি উপগ্রহ আছে। বুধ ও শুক্রের কোন উপগ্রহ নেই। প্লুটোর উপগ্রহ আছে কিনা এখনও জানা যায়নি।

৭০৪। শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা কি ?

এ দুটি আসলে তারা নয়, গ্রহ। পৃথিবী হতে দূরত্ব অল্প হওয়ায় ঐ রকম বৃহৎ তারার মত দেখায়। উপরন্তু এরা পৃথক দুটি গ্রহও নয়। শুক্র গ্রহকেই বিজ্ঞানীরা ওই দুটি নাম দিয়েছে।

৭০৫। উলকা কি ?

গ্রহ, উপগ্রহ ছাড়া কতকগুলি ধাতু বা শক্ত পদার্থ আকাশে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরে ঘুরে যখন তারা পৃথিবীর বায়ুস্তরের মধ্যে এসে পড়ে, তখন বাতাসের ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে। জ্বলতে জ্বলতে কতকগুলি শূন্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়, আর কোন-কোনটি বা পৃথিবীর ওপর এসে পড়ে, তাকেই উল্কা বলে। বিজ্ঞানীদের মতে সৃষ্টির আকর্ষণে ধূমকেতু ভেঙে উল্কাপিণ্ডের সৃষ্টি হয়।

৭০৬। কোন তিথিতে চন্দ্রগ্রহণ হয় ?

পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রগ্রহণ হয়।

৭০৭। কোন তিথিতে সূর্যগ্রহণ হয় ?

অমাবস্যা তিথিতে সূর্য গ্রহণ হয়।

৭০৮। সূর্যগ্রহণ কেমন করে হয় ?

চন্দ্র ঘুরতে ঘুরতে যখন পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে এসে পড়ে, তখন

আড়াল পড়ার জন্য সূর্যকে পৃথিবী থেকে দেখা যায় না। তখন পৃথিবীর উপর চন্দ্রের ছায়া পড়ে, সেটাই সূর্যগ্রহণ।

৭০৯। চন্দ্রগ্রহণ কেমন করে হয়?

পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে যখন (সমান্তরালভাবে) চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে এসে পড়ে তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রকে ঢেকে দেয় এবং চন্দ্রকে আর দেখা যায় না। এটাকেই চন্দ্রগ্রহণ বলে।

৭১০। নীহারিকাপুঞ্জ কি?

অসংখ্য নক্ষত্রের সমাবেশ। ইংরেজী নাম Nebula। মহাশূন্যে সৌরজগতের বাইরে এখানে ওখানে পাতলা সাদা মেঘের মত বিরাটাকার তেজোময় বাষ্পরাশি দেখা যায় দূরবীনের সাহায্যে। ঐগুলিই হচ্ছে নীহারীকাপুঞ্জ। এরা আকাশে কোটি কোটি মাইল জুড়ে আছে।

৭১১। ছায়াপথ কি?

শরৎকালে অন্ধকার রাতে আকাশের উত্তর দিক হতে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বলয়াকার আলোকময় পথ দেখা যায়। বহুদূরে অসংখ্য অদৃশ্য নক্ষত্রপুঞ্জের অস্পষ্ট আলোকেই ঐরূপ পথের আকার ধারণ করে, তাকেই ছায়াপথ বলে।

৭১২। জোয়ার ভাঁটা হয় কেন?

প্রত্যেক গ্রহ, উপগ্রহ, একে অপরকে ক্রমাগত আকর্ষণ করছে। চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ এবং এটি খুব নিকটে আছে বলে উভয়েরই মাঝখানের আকর্ষণ বেশি। সমুদ্রের জলের ওপর চন্দ্রের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলেই জোয়ার-ভাঁটার সৃষ্টি হয়।

৭১৩। পৃথিবীতে দিন ও রাত হয় কেন?

পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের ওপর ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘোরে। এই ঘোরার ফলেই দিন ও রাত হয়। পৃথিবীর যে দিকটা যখন সূর্যের দিকে থাকে, সেদিকে তখন দিন এবং অপরদিকে তখন রাত হয়।

৭১৪। পৃথিবীর বার্ষিক গতি কি?

সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৯ মিনিট সময় লাগে। এই ঘোরাকে পৃথিবীর বার্ষিক গতি বলে।

৭১৫। রাশিচক্র কি?

বহু সংখ্যক নক্ষত্র সমন্বিত যে নক্ষত্রবলয় আকাশে রবিকক্ষের উভয় দিকে ৮০° হিসাবে মোট ১৬০° স্থান চন্দ্রাকারে জুড়ে আছে তাকেই বলা হয় রাশিচক্র। রাশির সংখ্যা মোট ১২টি—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

৭১৬। নক্ষত্রচক্র কয়টি?

২৭টি। যথা—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিনী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূঃ ফাল্গুনী, উঃ ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বষাঢ়া, উঃ শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিশা, পূঃ ভাদ্রপদ, উঃ ভাদ্রপদ, রেবতী।

৭১৭। মানুষ কবে সর্বপ্রথম চাঁদের বুকে পদার্পণ করে?

১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের ২১শে জুলাই তারিখে।

৭১৮। মহাকাশযানে চড়ে মহাশূন্য থেকে প্রথম যে মহাকাশচারী ভূ-প্রদক্ষিণ করেন, তাঁর নাম কি?

ইউরি গ্যাগারিন।

৭১৯। সর্বপ্রথম কোন মহিলা মহাকাশচারী ভূ-প্রদক্ষিণ করেন?

ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা।

৭২০। প্রথম ভারতীয় নভশ্চরের নাম কি?

স্কোয়াড্রন, লীডার রাকেশ শর্মা।

৭২১। বিশ্বের কোন দেশ মহাশূন্যে 'স্যালেউট' নামক একটি স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ স্টেশন স্থাপন করে?

সোভিয়েত রাশিয়া।

৭২২। ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে একটি মহাকাশযান শুক্র গ্রহের মাটি স্পর্শ করে এবং সেই গ্রহের মাটি, পাথরের নমুনা ইত্যাদি সংগ্রহ করে ও গ্রহটির উষ্ণতা লিপিবদ্ধ করে। ঐ মহাকাশযানটি কোন দেশের এবং সেটির নাম কি?

সোভিয়েত রাশিয়ার মহাকাশযান—নাম ভেনাস—১৩



৭২৩। সবচেয়ে বড় জন্তু কি?

তিমি। তিমির মধ্যে নীল তিমি সবচেয়ে বড়। কোন কোন নীল তিমি ১০০ ফুটেরও (৩০ মিটারেরও) উপর হয়।

৭২৪। সবচেয়ে উঁচু জন্তু কি?

জিরাফ। জিরাফ প্রায় ৩০ ফুট (৯ মিটার) পর্যন্ত উঁচু হয়।

৭২৫। সবচেয়ে বড় পাখি কোনটি?

উট পাখি।

৭২৬। উট পাখির পা লম্বা কেন?

উট পাখি উড়তে পারে না। দৌড়ে যাতে পালাতে পারে সে জন্য তার পা লম্বা।

৭২৭। বেশি কুমীর দেখা যায় কোথায়?

আফ্রিকায়।

৭২৮। কোন জন্তুকে মরুভুমির জাহাজ বলে?

উটকে।

৭২৯। শাখামৃগ কি?

বানরের আর এক নাম শাখামৃগ।

৭৩০। সবচেয়ে ছোট পাখি কি এবং কোথায় দেখা যায়?

হামিং বার্ড, আমেরিকায় দেখা যায়।

৭৩১। ওরাং ওটাং কি?

মালয় দেশের ভাষায় বনমানুষকে ওরাং ওটাং বলে।

৭৩২। কোন পাখি অন্য পাখির বাসায় ডিম পাড়ে?

কোকিল, কাকের বাসায় ডিম পাড়ে।

৭৩৩। গণ্ডার কোথায় বেশি পাওয়া যায়?
আসামের জঙ্গলে।

৭৩৪। কোন মাছ উড়তে পারে?
সমুদ্রের একপ্রকার মাছ, একে উড্ডীয়মান মাছ (ফ্লাইংফিস) বলে। এই মাছগুলি হাজার গজ পর্যন্ত উড়তে পারে।

৭৩৫। কোন বাঘ আকারে সবচেয়ে বড়?
সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

৭৩৬। পেঙ্গুইন কি?
মেরুপ্রদেশের এক প্রকার পাখি।

৭৩৭। পশু ও পাখির মধ্যে তফাৎ কি?
পশুরা স্তন্যপায়ী বাচ্চা দেয়। আর পাখিরা স্তন্যপায়ী নয়। এদের ডিম হয়। এদের বলে অণ্ডজ প্রাণী।

৭৩৮। কোন জন্তু অনেকদিন জল না খেয়ে বাঁচতে পারে?
উট। প্রায় ১০/১২ দিন জল না খেয়ে এরা বাঁচতে পারে।

৭৩৯। শ্বেতহস্তী কোথায় পাওয়া যায়?
ব্রহ্মদেশে।

৭৪০। কোন জন্তু পেটের নিচে থলির মধ্যে বাচ্চা লুকিয়ে রাখে?
ক্যাঙ্গারু।

৭৪১। কোন প্রাণী দাঁড়িয়ে ঘুমায়?
ঘোড়া।

৭৪২। কোন পাখি সবচেয়ে উপরে উঠতে পারে?
ঈগল।

৭৪৩। কোন প্রাণী জল পান করে না?
অফ্রিকার কৃষ্ণসার মৃগ।

৭৪৪। কোন প্রাণী মুখ দিয়ে মল ত্যাগ করে?
বাদুড়।

৭৪৫। কোন প্রাণী শরীরের ছিদ্র দিয়ে জল পান করে ?

ব্যাঙ।

৭৪৬। কোন প্রাণী দ্রুত দৌড়ায় ?

চিতাবাঘ।

৭৪৭। কোন প্রাণী জালের সাহায্যে শিকার ধরে খায় ?

মাকড়সা।

৭৪৮। প্রজাপতি কিভাবে খাবারের স্বাদ নেয় ?

গায়ের দ্বারা।

৭৪৯। কোন জন্তুর চারটি পাকস্থলী ?

গরুর।

৭৫০। কোন জন্তু চোখ ও নাক দিয়ে নিশ্বাস ফেলে ?

হরিণ।

৭৫১। কোন দেশের বিড়ালের লেজ নেই ?

ম্যান দ্বীপের।

৭৫২। কোন মেষের দেহে পশম নেই ?

পার্বত্য মেষের।

৭৫৩। বলগা হরিণ কোথায় পাওয়া যায় ?

মেরু অঞ্চলে। এরা বরফের মধ্যে গাড়ি টানে।

৭৫৪। বানরের কতগুলি পা আছে ?

বানরের একটিও পা নেই সবগুলিই হাত।

৭৫৫। কচ্ছপের ওজন কত মণ পর্যন্ত হয় ?

৩-৪ মণ।

৭৫৬। প্রবাল কি ?

এক প্রকার সামুদ্রিক কীটের মৃত দেহ।

৭৫৭। গরুর নাক বেশি ঘেমে যায় কেন ?

গরুর শরীরে কোথাও স্বেদ-গ্রন্থি নেই তাই।

৭৫৮। ময়ূর ও ময়ূরী কিভাবে চেনা যায় ?

ময়ূরের পেখম আছে। ময়ূরীর পেখম নেই।

৭৫৯। কোন প্রাণী চেয়ে ঘুমায় ?

মাছ।

৭৬০। কোন প্রাণীর চোখের পাতা নেই ?

মাছের।

৭৬১। কালো রাজহাঁস কোথায় আছে ?

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায়।

৭৬২। কোন প্রাণী উড়তে পারে, কিন্তু পাখি না ?

বাদুড় (এদের বাচ্চা হয়, এরা স্তন্যপায়ী)।

৭৬৩। সবচেয়ে ছোট পতঙ্গ কি ?

এলাফিস।

৭৬৪। কোন পাখির ডিম সবচেয়ে বড় ?

উটপাখির (ওজন ১·৬—১·৭ কেজি)।

৭৬৫। গিরগিটিকে বহুরূপী বলা হয় কেন ?

ইচ্ছামত এরা রং পরিবর্তন করতে পারে বলে।

৭৬৬। কাঁকড়া বিছার বিষ কোথায় থাকে ?

লেজের আগায় বাঁকা হুলে।

৭৬৭। কোন পাখি উড়তে পারে না ?

এমু, রিয়া, পেঙ্গুইন ও উটপাখি।

৭৬৮। সবচেয়ে বিষাক্ত সাপ কি ?

শঙ্খচূড়।

৭৬৯। সরীসৃপ কাদের বলে ?

যে সব প্রাণী বুকে ভর দিয়ে চলে। যেমন—সাপ, টিকটিকি, কুমীর, কচ্ছপ, গোসাপ ইত্যাদি।

৭৭০। প্রজাপতির আয়ু কতদিন ?

দু' মাস।

৭৭১। অক্টোপাস কি ?

একপ্রকার সামুদ্রিক প্রাণী। এদের আটটি শুঁড়, আছে এরা পিছন দিকে সাঁতার দেয়।

৭৭২। ডুগঙ কি ?

একরকম সামুদ্রিক প্রাণী। অস্ট্রেলিয়া সাগরে ও লোহিত সাগরে এদের দেখা যায়, এদের সী কাউ বা সমুদ্রের গাভী বলা হয়।

৭৭৩। পুমা কি ?

আমেরিকায় বাঘ জাতীয় একরকম জন্তু, দেখতে অনেকটা সিংহীর মত।

৭৭৪। জলে হাঁসের পালক ভাসে কেন ?

হাঁসের পালকের নিচে তৈলগ্রন্থি আছে। এর থেকে তেল বের হয়ে পালকগুলিকে তেলা করে রাখে, তাই পালকে জল ধরে না সেজন্য জলে ভাসে।

৭৭৫। কোন প্রাণী পুরুষও নয় স্ত্রীও নয় ?

কেঁচো (উভলিঙ্গ প্রাণী)।

৭৭৬। মৌমাছির চোখ কয়টি ?

৫টি। দুটি থাকে দু' পাশে দূরের জিনিস দেখবার জন্যে। আর তিনটি থাকে মাথার উপরে পর পর সাজানো কাছের জিনিস দেখবার জন্যে।

৭৭৭। কোন প্রাণী কতদিন বাঁচতে পারে ?

পিঁপড়া	১	বছর	উটপাখি	৪০	বছর
নেংটি ইঁদুর	১½	”	জলহস্তী	৪০	”
ইঁদুর	২/৩	”	ময়ূর	৪০	”
ব্যাঙ	৩	”	রুই,কাতলা	৪০/৪৫	”
দাঁড়কাক	১০	”	কাঠবিড়ালী	৪৫	”
সাপ	১০	”	বিড়াল	৪৫	”
খরগোস	১০	”	গণ্ডার	৪৬	”
ভেড়া	১২	”	হস্তী	৪৮	”
গরু, ছাগল	১৫	”	ভল্লুক	৫০	”
তিতির	১৫	”	রাজহাঁস	৫০	”
মুরগী	১৫	”	ঘোড়া	৫৯।৬০	”

কোন প্রাণী কতদিন বাঁচতে পারে ?

বুলবুলি	১৫/২০	বছর	সিংহ	৭০	"
কোলাব্যাঙ	২০	"	সারস	৭০	"
বাঘ	২০	"	উট	৮০	"
শূকর	২০	"	তোতা	১০০	"
পায়রা	২০	"	শকুন	১০০	"
কাক	২৪	"	পেচক	১৫০	"
গরিলা	২৬	"	কচ্ছপ	৩০০	"
ঈগলপাখি	৩০	"	কুমীর	৩০০	"
বানর	৩৫	"	তিমি	৫০০	"

উদ্ভিদ জগৎ পরিচয়

৭৭৮। পৃথিবীতে কত রকমের গাছ আছে ?

পৃথিবীতে প্রায় দু'লক্ষ তেত্রিশ হাজার রকমের গাছ আছে।

৭৭৯। কোন গাছ খুব ধীরে ধীরে বাড়ে ?

'লিবেন' নামক একরকম গাছ আছে যা খুব ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। এই গাছ পঞ্চাশ বছরেও এক হাতের বেশি বাড়তে পারে না।

৭৮০। কোন গাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে ?

বাঁশ জাতীয় গাছ।

৭৮১। গাছের বয়স কিভাবে জানা যায় ?

গাছের গুঁড়ি আড়াআড়িভাবে কাটলে গুঁড়িতে যতগুলি চাকা দাগ দেখতে পাওয়া যাবে, গাছটির বয়সও তত বছর হবে।

৭৮২। গাছপালা পৃথিবীর কতখানি জায়গা জুড়ে অবস্থান করছে ?

পৃথিবীর প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ।

৭৮৩। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও পুরনো গাছ কোথায় আছে?

ক্যালিফোর্ণিয়ায়। গাছটি ৩২০ ফুট (১০০ মিটার উঁচু এবং বেড় হ'ল ৯০ ফুট। গাছটির বয়স ৪ হাজার বছর।

৭৮৪। কোন গাছের পাতা সবচেয়ে বড়?

'ভিক্টোরিয়া রিজিয়া' নামে জলজ লিলির পাতা সবচেয়ে বড়। এক একটি পাতার বেড় ৪০ ফুট (১২ মিটার) হয়।

৭৮৫। সবচেয়ে বড় ফুলের নাম কি?

সুমাত্রা দ্বীপের বন্য র‍্যাফলেসিয়া আরনল্ডি নামে এক ধরনের ফুল। রং টকটকে লাল।

৭৮৬। গাছের যে প্রাণ আছে তা কে প্রমাণ করেন?

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র বসু।

৭৮৭। কোন গাছ সবচেয়ে বেশিদিন বেঁচে আছে?

'কিং ক্লোন' নামক বৃক্ষটি (ক্যালিফোর্ণিয়ার জঙ্গলে) প্রায় ১১,৭০০ বছর বেঁচে আছে।

৭৮৮। গাছ কোথা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে?

শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে এবং পাতা দিয়ে হাওয়া থেকে।

৭৮৯। গাছ কিভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়?

গাছের পাতায় অসংখ্য ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্রগুলির সাহায্যে এরা কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করে ও অক্সিজেন গ্যাস পরিত্যাগ করে।

৭৯০। কোন গাছ বেশি ফল দেয়?

আখরোট গাছ। বছরে প্রায় ১ লক্ষ ফল দেয়।

৭৯১। কোন গাছের পাতা নেই?

ফণিমনসার।

৭৯২। কোন গাছের কাণ্ড থেকে চারা বের হয়?

আলু, আদা; হলুদ, আখ, কলা, প্রভৃতি (চাষের জন্য এদের বীজ উৎপন্ন করা যায় না)।

৭৯৩। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন ফুলের রং পরিবর্তন হয় ?

স্থলপদ্মের।

৭৯৪। গঁদ কি জিনিস ?

বাবলা গাছের আঠা।

৭৯৫। পান্থ-পাদপ কি ধরনের গাছ ?

পান্থ-পাদপের মোটা ডাঁটায় বেশ কিছুটা জল জমে থাকে। তৃষ্ণার্ত পথিক ঐ জল পান করে। মালাগাসি দ্বীপে এই গাছ জন্মায়।

৭৯৬। বর্ষণ বৃক্ষ কি ?

দক্ষিণ-আমেরিকায় মেরু অঞ্চলে এরকম গাছ আছে. প্রখর রোদের সময় তা থেকে জল পড়তে থাকে। তাকেই বর্ষণ বৃক্ষ বলে।

৭৯৭। কোন গাছের পাতা ছুঁলে নুয়ে পড়ে ?

লজ্জাবতীর পাতা।

৭৯৮। ওল খেলে গলা চুলকায় কেন ?

ওলে র‍্যাফিডিজ (Raphides) নামে এক ধরনের ছুঁচালো দানা আছে। তাই গলায় ফুটে আর চুলকায়।

৭৯৯। কোন বর্ণের ফুলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ?

লালবর্ণের।

৮০০। লংকা ঝাল হয় কেন ?

লংকার ভিতরে বীচি যেখানে থাকে, সেখানে গ্লুকো-সাইড বলে এক ধরনের ঝাঁঝালো পদার্থ থাকে। এক ধরনের ঝাঁঝালো অস্থায়ী তেলও থাকে। তাতেই লংকা ঝাল লাগে।

৮০১। পোকা-মাকড় খায় এমন কোন গাছ আছে কি ?

হ্যাঁ। ঘটপত্রী গাছ। ভারতের আসামের জঙ্গলে জন্মায়।

৮০২। কোন গাছের পাতা থেকে গাছ জন্মায় ?

পাথরকুচি।

৮০৩। মাংসাশী-বৃক্ষ কি ?

আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় একরকম বৃক্ষ আছে, তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী ভক্ষণ করে। ভারতেও পতঙ্গভুক উদ্ভিদ আছে।

৮০৪। সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে কোন ফুল ফোটে ?

সূর্যমুখী।

৮০৫। ধুনো কি জিনিস ?

শাল গাছের শুকনো আঠা।

৮০৬। পোস্ত কোন গাছ থেকে হয় ?

আফিমের গাছ থেকে।

৮০৭। রবার কি ?

হিজিরা গাছের রস হাওয়ায় জমিয়ে রবার প্রস্তুত হয়।

৮০৮। দিগ্‌দর্শী গাছ কি ?

উত্তর আমেরিকায় এক ধরনের গাছ জন্মায় তাদের নিম্ন কাণ্ডের পাতা সোজাভাবে দাঁড়িয়ে ওঠে, আর পাতার ধার দুটি উত্তরমুখী ও দক্ষিণমুখী হয়ে থাকে। পথহারা পথিক এই গাছের পাতার সাহায্যে অনেকসময় দিক নির্ণয় করে। এই গাছকেই দিগদর্শী গাছ বলে।

৮০৯। পৃথিবীর প্রাচীনতম ও উঁচু গাছ কি ?

আমেরিকায় ক্যালিফোর্ণিয়ার ঘোযেমাইট পার্কের গাছ সেকুই।

আমাদের শরীরের কথা

৮১০। মানুষের দেহে মোট কতগুলি হাড় আছে ?

২৬০টি।

৮১১। মানুষের শরীর কোন কোন উপাদানে গঠিত ?

অম্লজান, কার্বন, গন্ধক, ক্লোরিন, লৌহ, ক্যালসিয়াম, জল সোডিয়াম আর ফসফরাস।

৮১২। হৃৎপিণ্ড শরীরের কি কাজ করে ?

হৃৎপিণ্ডের কাজ শরীরের সর্বত্র রক্ত সঞ্চালন করা।

৮১৩। কঙ্কাল কি ?

আমাদের শরীরের ভিতরে হাড়ের যে কাঠামো আছে, তাকেই কঙ্কাল বলে ?

৮১৪। মানুষের শরীরের সবচেয়ে লম্বা হাড় কোনটি ?

থাইবোন বা উরুর হাড়।

৮১৫। মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া কাকে বলে ?

পিঠের ঠিক মাঝখানে যে হাড়ের সারি থাকে তাকে মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া বলে। এতে মোট ৩৪টি ছোট ছোট হাড় থাকে।

৮১৬। শরীরের প্রতি মিনিটে কতবার শ্বাস-প্রশ্বাস চলে ?

২ মাস থেকে ২ বৎসর পর্যন্ত বয়সের সুস্থ শিশুদের ৩৫ বার, ২ বৎসর থেকে ১২ বৎসর পর্যন্ত সুস্থ বালক-বালিকার ২০ থেকে ২৬ বার, ১২ বৎসর থেকে অধিক বয়স পর্যন্ত ব্যক্তিদের ১৮ বার।

৮১৭। মানব দেহের সাধারণ উত্তাপ কত ?

৯৮·৪০ ডিগ্রী (ফারেনহাইট)। বগলে সাধারণভাবে ১ ডিগ্রী কম

৮১৮। ফুসফুস শরীরের কোন কাজ করে ?

ফুসফুস পাঁজরের নীচে থেকে শরীরের দূষিত রক্তকে পরিস্কৃত করে। রক্ত পরিষ্কার করতে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। ফুসফুস বাইরের বাতাস থেকে অক্সিজেন বা অম্লজান গ্রহণ এবং দূষিত পদার্থ কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের করে দেয়।

৮১৯। আমরা কিভাবে দেখতে পাই ?

মানব শরীরে চোখের মণির পিছনে একটি আলোকগ্রাহী পদার্থ আছে। এই জিনিসটিকে অক্ষিপট বলা হয়। অক্ষিপটের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগসূত্র আছে। বাইরের আলো মণির মধ্যে দিয়ে অক্ষিপটে প্রতিফলিত হয় এবং মস্তকে একটা তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এর ফলেই মানুষ দেখতে পায়।

৮২০। ঘুম পায় কেন ?

মানবদেহ একটি যন্ত্র বিশেষ। স্নায়ুকেন্দ্র সমগ্র শরীরকে চালনা করে। স্নায়ুকেন্দ্র যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন ঘুম পায়।

৮২১। ঘুমের সময় নাক ডাকে কেন?

ঘুমের সময়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের বিঘ্ন সৃষ্টি হবার ফলে নাক দিয়ে একটি অস্বাভাবিক শব্দ বের হয়, একে নাক ডাকা বলে।

৮২২। মানুষের কতগুলি দাঁত আছে?

২/৩ বছরের শিশুর ২০টি। ৬/৮ বছরের বালকের ২৮টি ও পূর্ণবয়স্ক লোকের ৩২ টি।

৮২৩। মানুষের দেহের উষ্ণতা কত থাকে?

শরীরের উষ্ণতা ৯৮·৪° ফাঃ মুখ গহবরের উষ্ণতা ৯৯·৫ ফাঃ।

৮২৪। মানুষের দেহের নাড়ীর গতিবেগ কত?

শিশুর ১৪০—৯০ বার, বালকের ৯০—৮০ বার, পূর্ণবয়স্কদের ৯৫—৭০ বার, বৃদ্ধদের ৭০—৬০ বার।

৮২৫। মানুষের দেহে কতখানি রক্ত থাকা উচিত?

সমস্ত দেহের ওজনের $\frac{1}{11}$ ভাগ রক্ত থাকা উচিত।

৮২৬। আমাদের দেহে কতগুলি ছিদ্র আছে?

প্রায় ২ লক্ষেরও বেশি।

৮২৭। মানুষের দেহে জলের পরিমাণ কত?

দেহের ওজনের প্রায় অর্ধেক।

৮২৮। মানুষের খাদ্য সাধারণত কয় প্রকার?

৪ প্রকার। ছানা জাতীয়, স্নেহ জাতীয়, শর্করা জাতীয় লবণ জাতীয়।

৮২৯। হাই ওঠে কেন?

আমাদের রক্তে যখন অক্সিজেনের অভাব হয়, তখন হাই ওঠে।

৮৩০। চুল পাকে কেন?

চুলের গোড়ায় 'পিগমেণ্ট' নামক রঞ্জক জাতীয় একরকম পদার্থ শেষ হয়ে গেলে চুলে পাক ধরে।

৮৩১। ধমনী ও শিরা কি?

কতকগুলি নালীর মাঝ দিয়ে মানুষের শরীরে সব সময় রক্ত চলাচল করে। যে নালীগুলির মাঝ দিয়ে বিশুদ্ধ রক্ত সারা শরীরে

সঞ্চারিত হয়ে থাকে, তাদের ধমনী বলে। এই রক্ত টক্‌টকে লাল হয়ে থাকে। আর যে নালীগুলি দিয়ে দূষিত রক্ত হৃৎপিণ্ড দিয়ে আসে তাদের শিরা বলে। এই রক্ত কালচে হয়ে থাকে।

৮৩২। নখ ও চুল কাটলে ব্যথা লাগে না কেন?

নখ ও চুলের মধ্যে কোন স্নায়ু (Nerve) থাকে না। নখ ও চুলের সঙ্গে স্নায়ুর কোন যোগ নেই। স্নায়ুর সাহায্যেই আমরা আনন্দ-বেদনা অনুভব করে থাকি, সেজন্য ব্যথা লাগে না।

৮৩৩। আমাদের গলার ভিতর কয়টি নালী আছে?

গলার ভিতর দুটি নালী আছে। শ্বাসনালী ও খাদ্যনালী।

৮৩৪। চোখ নাচে কেন?

চোখের বাইরে যে আবরণ থাকে তা মাংসপেশীর রক্ত চলাচলের ব্যাঘাতে কম্পন হতে থাকে। আর এই কম্পনের ফলে চোখ নাচতে থাকে।

৮৩৫। বিষম লাগে কেন?

খাওয়ার সময় খাদ্য বা পানীয়ের সামান্য কণামাত্র যদি কোনরকমে শ্বাসনালীর মধ্যে প্রবেশ করে তখনই বিষম লাগে।

বিশ্বের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও আবিষ্কর্তা

	আবিষ্কার	আবিষ্কর্তা	দেশ	সাল
৮৩৬।	দূরবীক্ষণ যন্ত্র	লিপারশী	হল্যাণ্ড	১৬০৮
৮৩৭।	ব্যারোমিটার	টরিসেলী	ইটালী	১৬৪৩
৮৩৮।	পারদ থার্মোমিটার	ফারেনহাইট	জার্মানী	১৭১৪
৮৩৯।	স্টীম ইঞ্জিন	জেমস ওয়াট	ইংলণ্ড	১৭৬৫
৮৪০।	বসন্ত রোগের টিকা	জেনার	ইংলণ্ড	১৭৯৬
৮৪১।	দিয়াশলাই	জন ওয়াকার	ইংলণ্ড	১৮২৭
৮৪২।	টেলিগ্রাফ	স্যামুয়েল মোর্স	আমেরিকা	১৮৩২

	আবিষ্কার	আবিষ্কর্তা	দেশ	সাল
৮৪৩।	বাইসাইক্ল্	ম্যাকমিলন	ইংলণ্ড	১৮৩৮
৮৪৪।	সেলাই কল	ইলিয়াম হাও	আমেরিকা	১৮৪৫
৮৪৫।	সেফটি পিন	হাণ্ট	আমেরিকা	১৮৪৯
৮৪৬।	টেলিফোন	গ্রাহাম বেল	আমেরিকা	৮৭৬
৮৪৭।	বৈদ্যুতিক বাতি	এডিসন	আমেরিকা	১৮৭৯
৮৪৮।	ফাউণ্টেন পেন	ওয়াটারম্যান	আমেরিকা	১৮৮৪
৮৪৯।	গ্রামোফোন	বার্লিনার	আমেরিকা	১৮৮৭
৮৫০।	এক্স-রে	রণ্টজেন	জার্মানী	১৮৯৫
৮৫১।	টেলিভিশন	বেয়ার্ড	ইংলণ্ড	১৯২৬
৮৫২।	উড়োজাহাজ	রাইট-ভ্রাতৃদ্বয়	আমেরিকা	১৯০৩
৮৫৩।	পেনিসিলিন	ফ্লেমিং	ইংলণ্ড	১৯২৮
৮৫৪।	স্ট্রেপ্টোমাইসিন	ওয়াক্সম্যান	আমেরিকা	১৯৪৫
৮৫৫।	নাইলন	ক্যারোথার্স	আমেরিকা	১৯৩৮
৮৫৬।	প্রেসার কুকার	ডেনিস প্যাপিন	ফ্রান্স	১৬৭৯
৮৫৭।	ডিজেল ইঞ্জিন	রুডলফ্	জার্মানী	১৮৯৭
৮৫৮।	রেডিও	মার্কনি	ইটালী	১৮৯৫
৮৫৯।	ডিনামাইট	আলফ্রেড নোবেল	সুইডেন	১৮৬৬
৮৬০।	রিভলবার	কোল্ট	আমেরিকা	১৮৩৬
৮৬১।	ছাপাখানা	গুটেনবার্গ	জার্মানী	১৪৫৫

বিভিন্ন দেশের শিক্ষিতের হার

ভারত	শতকরা ৩৬.১৭ জন	জার্মানী	শতকরা ১০০ জন
পাকিস্তান	" ৮ "	ইটালী	" ৩৩ "
অস্ট্রিয়া	" ৯৬ "	ফ্রান্স	" ৯৪ "
জাপান	" ৯৯ "	আমেরিকা	" ৯৪ "
ল্যাণ্ডই	" ৯৯½		

কোন ভাষায় কত লোক কথা বলে

চীনা	প্রায়	৯০,০০,০০,০০০	জন	পর্তুগীজ	৭,০০,০০,০০০	জন
ইংরেজী	"	৩০,০০,০০,০০০	"	জাপানী	৯,০০,০০ ০০০	"
রুশ	"	১০,০০,০০,০০০	"	স্পেনিশ	১৬,৫০,০০,০০০	"
হিন্দী	"	১৫,০০,০০,০০০	"	জার্মান	১২,০০,০০,০০০	"
ফরাসী	"	৭,৫০,০০,০০০	"	ইতালিয়ান	৫,৮০,০০,০০০	"
বাংলা	"	১১,০০,০০,০০০	"	মালয়ী	১৭,০০,০০,০০০	"
আরবী	"	৭,০০,০০,০০০	"			

পৃথিবীর আদিম উপজাতি

অ্যাপাচেসঃ আরিজোনা ও নিউ মেক্সিকোর যাযাবর সম্প্রদায়।

আজটেক: মেক্সিকোর হিম্মানীর পর্বের জাতি।

বাসকস্: ফ্রান্স ও স্পেনের সীমান্তে বসবাসকারী একটি উপজাতি।

বেদুইন: আরব ও উত্তর আফ্রিকার একটি যাযাবর গোষ্ঠী।

বুশমেন: দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রোয়েত শ্রেণীর আদিম উপজাতি।

এস্কিমো: উত্তর-আমেরিকা ও উত্তর-পূর্ব এশিয়ার সুমেরু অঞ্চলের অধিবাসী।

জিপসী: এক শ্রেণীর যাযাবর মানবগোষ্ঠী। পৃথিবীর বহু দেশে দেখা যায়।

রেড ইণ্ডিয়ান: কলম্বস প্রদত্ত নাম। উত্তর-পূর্ব এশিয়ার জনগণ থেকে উদ্ভূত বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

মাওরী: নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসী, সভ্য পলিনেশীয় উপজাতি।

স্লাভ: কেন্দ্রীয় ও পূর্ব-ইউরোপের অধিবাসীদের একাংশকে স্লাভ বলা হয়।

মহাদেশগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যা

মহাদেশ	আয়তন		লোক সংখ্যা
এশিয়া	১,৭৪,০০,০০০	বর্গমাইল	১,১৫,৫০,০০,০০০
আফ্রিকা	১,১৫০০,০০০	„	২২,৫০,০০,০০০
ইউরোপ	৩৯,০০,০০০	„	৫৩,৩০,০০,০০০
উত্তর-আমেরিকা	৮৭,০০,০০০	„	১৮,৫০০০,০০০
দক্ষিণ-আমেরিকা	৭৩,০০,০০০	„	৮,০০,০০০
অস্ট্রেলিয়া	২৯,৭৫,১৮৫	„	১,১০,০০,০০০

পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য

প্রাচীন যুগ

১। মিশরের পিরামিড ২। রোডস দ্বীপের বিরাট কলোসাস মূর্তি ৩। ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান ৪। আলেকজান্দ্রিয়ার ১২ মিটার উঁচু শ্বেত মর্মরের আলোকস্তম্ভ। ৫। অলিম্পিয়া পর্বতের জুপিটারের মূর্তি ৬। ডায়নার মন্দির। ৭। মৌসোলাসের সমাধি মন্দির।

মধ্য যুগ

১। রোমের কলোসিয়াম ২। আলেকজান্দ্রিয়ার ক্যাটাকম ৩। চীনের প্রাচীর ৪। ইংলণ্ডের স্টোনহেঞ্জ ৫। পিসার হেলানো স্তম্ভ ৬। নানকিং এর চীনামাটির স্তম্ভ ৭। কনস্টান্টিনোপলের সেণ্ট সোফিয়ার মসজিদ।

বর্তমান যুগ

১। বেতার, টেলিভিশন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ২। মোটরগাড়ি, রেলওয়ে ইঞ্জিন, এরোপ্লেন ৩। রেডিয়াম ৪। ক্লোরোফর্ম প্রভৃতি আবিষ্কার ৫। এক্স-রে আলট্রাভায়োলেট ৭। পরমাণু-শক্তি চালিত যন্ত্রপাতি ৭। মহাকাশযান।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে সময়ের তারতম্য

ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড টাইমে যখন বেলা ১টা তখন

১।	বার্লিন (সকাল)	৭ টা ৩০ মিনিট
২।	লণ্ডন "	৬ " ৩০ "
৩।	মস্কো "	৬ " ৩০ "
৪।	প্যারিস "	৬ " ৩০ "
৫।	রোম "	৭ " ৩০ "
৬।	করাচী (বেলা)	১১ " ৫৮ "
৭।	রেঙ্গুন "	১ " ৫৪ "
৮।	সিঙ্গাপুর "	১ " ৩০ "
৯।	বোম্বাই "	১২ " ১১ "
১০।	কলিকাতা "	১ " ২৪ "
১১।	হংকং "	২ " ৩০ "
১২।	মাদ্রাজ "	১২ " ৪১ "
১৩।	টোকিও (বিকাল)	৩ " ৩০ "
১৪।	সিডনি "	৪ " ৩০ "
১৫।	ভিয়েনা "	৭ " ৩০ "
১৬।	নিউইয়র্ক "	১ " ৩০ "

পৃথিবীর নানা দেশের রেলপথের দৈর্ঘ্য

রাশিয়া—	৫৩,১৬৩ মাইল	যুক্তরাষ্ট্র—	১,৩৬,৮৪২ মাইল
জার্মানী—	৪২,২৯৯ "	ফ্রান্স—	২৫,৪২৭ "
ভারত—	৩৬,০০০ "	অস্ট্রেলিয়া—	২৭,১৮৬ "
ব্রিটেন—	২০,০৮০ "	দঃ আফ্রিকা—	১৩,২১৩ "
ইটালি—	১৪,৫৩৩ "	জাপান—	১৫,২৫৪ "

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট	—রোনাল্ড রেগন
সোভিয়েত ইউনিয়নের "	—গর্বাচভ
ইন্দোনেশিয়ার "	—জেনারেল সুহার্তো
আফগানিস্তানের "	—বারবাক কারমাল
ইটালির "	—সানর্দ্রো কেরতিনি
কিউবার "	—ফিদেল কাসত্রো
ঘানার "	—জেরী. জে. রলিংস
মিশরের "	—হোসনি মুবারক
পূঃ জার্মানীর "	—উইলি ষ্টপ
পঃ জার্মানীর "	-রিচার্ড ফন ভাইৎসেকার
ফ্রান্সের "	—ফ্রাঁসোয়া মিতরেঁা
তানজানিয়ার "	—নায়েরেবে
বলিভিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান	—হার্নান সাইলেস
পাকিস্তানের "	—জেনারেল জিয়াউল হক
বাংলাদেশের "	—জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ
ভারতের প্রধানমন্ত্রী	—রাজীব গান্ধী
বৃটেনের "	—শ্রীমতী মার্গারেট থ্যাচার
নরওয়ের "	—ক্যারে উইলক
চীনের "	—ঝাও জিয়াং
স্পেনের "	—ফিলিপ গঞ্জালেস
কানাডার "	—জন টার্ণার
নেপালের "	—শ্রী লোকেন্দ্র বাহাদুর চাঁদ
অষ্ট্রেলিয়ার "	—ম্যালকম ফ্রেজার

পরিমাপ ও পরিমান

মেট্রিক ও অন্যান্য ওজন

১ ছটাক = ৫৮ গ্রাম	১ কিলোগ্রাম = ১ সের ৬ তোলা
১ সের = ৯৩০ „	১ কুইন্টাল = ২ মণ ২৭ সের
১ মণ = ৩৭ কিলোগ্রাম	১ লিটার জল = ১ কিলোগ্রাম

মেট্রিক ও অন্যান্য মাপ

১ মাইল = ১ কিলোমিটার (৬০৯ মিটার)	১ মিটার = ৩৯ ইঞ্চি
১ গজ = ৯১ সেন্টিমিটার	১ বর্গ কিলোমিটার = ০·৩৯ বর্গ মাইল
১ ফুট = ৩০ সেন্টিমিটার	
১ কিলোমিটার = ০·৬২ মাইল	১ বর্গ মাইল = ২·৫৯ বর্গ কিলোমিটার

কতগুলি ইংরেজী শব্দের অর্থ

৮৬২। **Good-by** মানে কি ?

God be with you.

৮৬৩। **Amen** মানে কি ?

'ইহা হউক'। খ্রীষ্টানদের প্রার্থনা উচ্চারিত হয়।

৮৬৪। **A. D.** কি ?

Anno Domini.

৮৬৫। **a. m.** ও **p. m.** বলতে কি বোঝায় ?

রাত্রি ১২ টার পর থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত am. এবং ১২ টার পর থেকে রাত্রি ১২ টা পর্যন্ত **p.m.**

৮৬৬। **M. P.** কি ?

Member of Parliament.

৮৬৭। **M. D.** কি ?

Doctor of Medicine.

৮৬৮। U. N. O. কি ?

United Nations Organisation.

৮৬৯। P. S. কি ?

Post Script (পুনশ্চ)

৮৭০। O. I. G. S. কি ?

On India Goverant Service.

৮৭১। S. O. S. মানে কি ?

Save Our Soul. সমুদ্রে কোন জাহাজ বিপদে পড়লে সাহায্য প্রার্থনার সংকেত।

৮৭২। N. B. মানে কি ?

Note Bene (Note well).

৮৭৩। F. R. S. মানে কি ?

Fellow of the Royal Society (ইংলণ্ড) পৃথিবীর একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা।

৮৭৪। I. A. S. কি ?

Indian Administrative Service.

৮৭৫। I. P. S. কি ?

Indian Police Service.

৮৭৬। M. C. C কি ?

Marylebone Cricket Club (ইংলণ্ড)।

৮৭৭। A. I. R. কি ?

All India Radio.

৮৭৮। B. B. C. কি ?

British Broadcasting Corporation,

৮৭৯। D. Lit. কি ?

Doctor of Literature.

৮৮০। M. B. কি ?

Bachelor of Medicine.

৮৮১। D. P. I. কি ?

Director of Public Instraction.

৮৮২। P. T. O. কি ?

Please Turn Over.

৮৮৩। U. N. O. কি ?

United Nations Organisation.

৮৮৪। P. T. I. কি ?

Press Trust of India.

৮৮৫। W. B. C. S. কি ?

West Bengal Civil Service.

খেলা-ধূলার নানা কথা

৮৮৬। জুজুৎসু কি ?

জাপানী কুস্তি।

৮৮৭। ব্রতচারী দলের প্রবর্তক কে ?

গুরুসদয় দত্ত।

৮৮৮। 'বয় স্কাউট' এর প্রতিষ্ঠাতা কে ?

লর্ড ব্যাডেন পাউয়েল।

৮৮৯। ফুটবল খেলার গোল পোস্টের উচ্চতা কতো ?

আট ফুট।

৮৯০। ফুটবল ম্যাচে একটি দলে কতোজন খেলোয়াড় খেলে ?

এগারো জন খেলোয়াড় খেলে।

৮৯১। ওলিম্পিকে ফুটবল খেলা শুরু হয় কবে ?

1900 খ্রীষ্টাব্দে।

৮৯২। ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন ফুটবল ক্লাবের নাম কি ?

ক্যালকাটা ক্লাব।

৮৯৩। ভারতে সর্বপ্রথম ফুটবল খেলা হয় কবে ?

1801 খ্রীষ্টাব্দে।

৮৯৪। আই. এফ. এ. শীল্ডের ফুটবল খেলা শুরু হয় কবে ?

1803 খ্রীষ্টাব্দে।

৮৯৫। একটি ক্রিকেট বলের ওজন কতো ?

156 থেকে 163 গ্রাম পর্যন্ত।

৮৯৬। একটি ক্রিকেট ব্যাট কতোটা চওড়া হয় ?

সাড়ে চার ইঞ্চির বেশি নয়।

৮৯৭। ক্রিকেট ম্যাচে একটি দলে কতোজন খেলোয়াড় খেলে ?

এগারো জন।

৮৯৮। ক্রিকেট ম্যাচে বল বাউণ্ডারী অতিক্রম করলে কতো রান হয় ?

চার রান হয়।

৮৯৯। এম. সি. সি. কথার পুরো অর্থ কি ?

মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব।

৯০০। ক্রিকেট খেলায় 'নো-বলে' কতো রাণ হয় ?

এক রান হয়।

৯০১। ভারতে প্রথম ক্রিকেট খেলা হয় কবে ?

1728 খ্রীটাব্দে।

৯০২। ভারতের সবচেয়ে পুরনো ক্রিকেট ক্লাবের নাম কি ?

ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব।

৯০৩। ভারত সর্বপ্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলে কোন দলের বিরুদ্ধে ?

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে।

৯০৪। হকি খেলার একটি মাঠের দৈর্ঘ্য কতো ?

92 মিটার।

৯০৫। হকি খেলার জন্ম কোন দেশে ?

ইংল্যাণ্ডে।

৯০৬। একটি হকি ম্যাচ পরিচালনা করেন কতো জন আম্পায়ার ?

2 জন আম্পায়ার।

৯০৭। ভারতে হকির যাদুকর বলা হয় কাকে ?

ধ্যানচাঁদকে।

৯০৮। দাবা খেলার উৎপত্তি হয় কোন দেশে ?

ভারতবর্ষে।

৯০৯। কোন বাঙালী সাঁতারু হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সাঁতারে পৃথিবীতে রেকর্ড করেন ?

প্রফুল্ল ঘোষ।

৯১০। ভারতের কোন হকি খেলোয়াড় প্রথম 'অর্জুন' পুরস্কার লাভ করেন ?

পৃথ্বিপাল সিং।

৯১১। টেবিল টেনিস খেলার একটি টেবিলের দৈর্ঘ্য কতো * প্রস্থই বা কতো ?

দৈর্ঘ্য = 9 ফুট, প্রস্থ = 5 ফুট।

৯১২। মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা কোথায় হয় ?

মালয়েসিয়াতে হয়।

৯১৩। এশিয়ান গেমস কতো বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় ?

প্রতি চার বছর অন্তর।

৯১৪। টেবিল টেনিসের একটি ব্যাটের ওজন কতো ?

170 থেকে 200 গ্রাম।

৯১৫। একটি টেনিস কোর্টের দৈর্ঘ্য কতো ?

78 ফুট।

৯১৬। 'টেনিস নেট' এর উচ্চতা কতো ?

তিন ফুট।

শারীর শিক্ষা

মানুষ যে শরীর নিয়ে জন্মগ্রণ করে, সেই শরীরকে রক্ষা করা খুবই কষ্টসাধ্য। জন্মগ্রহণ করার পর শিশু তার মায়ের কোলে বৃদ্ধি পায়। তারপর ক্রমে ক্রমে সে শৈশব অবস্থা কাটিয়ে বাল্যকালে পড়ে। এখন থেকেই তাকে শরীরের প্রতি যত্নবান হতে হবে। এই অবস্থায় সে যদি শরীরের যত্ন না নেয়, তা হলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়বে এবং অকালে তার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। শরীর শিক্ষা অর্থাৎ শরীরকে ঠিক মত গড়ে তোলা অবশ্য কর্তব্য। শরীরের মাংস-পেশীর পুষ্টি সাধনের জন্য নানা প্রকারের ব্যায়াম অভ্যাস করা হয়।

ব্যায়াম কথাটির অর্থ নিয়মিত অঙ্গচালনা। একে শরীর চর্চাও বলা হয়। শরীরের পেশীগুলি নিয়মিত সঞ্চালন না করলে এদের কর্মদক্ষতা ঠিক থাকে না। সুতরাং শরীর সুস্থ ও কর্মঠ রাখতে ব্যায়ামের প্রয়োজন হয়। ব্যায়াম নানা ভাবে করা হয়। যেমন, খালি হাতে ব্যায়াম, বারবেল নিয়ে ব্যায়াম, কুস্তি ইত্যাদি। আমাদের দেশে প্রাচীন ঋষিরা আসন বা অঙ্গগুলির বিশেষ পদ্ধতিতে স্থাপন করার দ্বারা শরীরের শক্তি ও অঙ্গগুলির কার্যকারিতা বৃদ্ধির বিভিন্ন উপায় নির্দেশ করে গিয়েছেন। এগুলি যোগ বা ইন্দ্রিয়-সংযম ও মনস্থির করার প্রাথমিক উপায়। যৌগিক ব্যায়াম কতিপয় আসন বা অঙ্গ-সংস্থান ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিয়মিত কিছুদিন যৌগিক ব্যায়াম অভ্যাস করলে মস্তিষ্কের ধারণাশক্তি বাড়ে, স্নায়ু সতেজ হয়, মাংশপেশী সবল হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধতা, বহুমূত্র, অম্ল, অজীর্ণ প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি সেরে যায়। সর্বোপরি মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করা যৌগিক ব্যায়ামের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৯১৭। আসন কাকে বলে?

যোগব্যায়ামকে এক একটা আসন বলে। মহর্ষি পাতঞ্জলি বলেছেন **স্থিরভাবে সুখকর অবস্থানই আসন।** আসন দুই প্রকার—(১)

ধ্যানাসন ও (২) স্বাস্থ্যাসন। ধ্যানাসন বলতে—পদ্মাসন, কুক্কুটাসন, সিদ্ধাসন, গোমুখাসন, গোরক্ষাসন, বজ্রাসন ইত্যাদি এবং স্বাস্থ্যাসন বলতে—ভুজঙ্গাসন, শলভাসন, শশাংগসন, পশ্চিমমোত্তনাসন ইত্যাদি বুঝায়।

এছাড়া অনেক রকমের মুদ্রা আছে। যেমন, যোগমুদ্রা, বিপরীতকরণী মুদ্রা, সবাংগাসন বা সর্বাংগসাধন মুদ্রা, মৎস্যাসন বা মৎস্যামুদ্রা, শীর্ষাসন বা মস্তকমুদ্রা প্রভৃতি।

যে আসন ও মুদ্রাগুলি অধিক প্রচলিত, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অভ্যাসযোগ্য এবং সকলের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ এমন কতকগুলি যোগব্যায়াম পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রবর্তিত বিভিন্ন শ্রেণীর উপযোগী আবিশ্যিক পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন,

ষষ্ঠশ্রেণী : (১) পদ্মাসন (২) ভুজঙ্গাসন (৩) অর্ধশলভাসন (৪) শশাঙ্গাসন (৫) উষ্ট্রাসন এবং (৬) শবাসন।

সপ্তম শ্রেণী : (১) বজ্রাসন (২) শলভাসন (৩) যোগমুদ্রা (৪) পদহস্তাসন (৫) অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন ও (৬) উৎকটাসন।

অষ্টম শ্রেণী : (১) বকাসন (২) গোমুখাসন (৩) ধনুরাসন (৪) চক্রাসন (৫) পবনমুক্তাসন ও (৬) বৃক্ষাসন।

নবম শ্রেণী : (১) কুক্কুটাসন (২) তোলাংগুলাসন (৩) পশ্চিমমোত্তাসন (৪) হলাসন (৫) সর্বাংগাসন ও (৬) মৎস্যাসন।

দশম শ্রেণী : (১) বদ্ধপদ্মাসন (২) জানুশিরাসন (৩) উড্ডিয়ান (৪) সর্বাঙ্গাসন (৫) মৎস্যাসন (৬) শীর্ষাসন ও (৭) ময়ূরায়ন।

নিম্নে আসনগুলি সম্পর্কে শ্রেণী অনুযায়ী আলোচনা করা হোল—

ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য

৯১৮। পদ্মাসন।

এই আসন অভ্যাসকালে পা দুটিকে এমনভাবে একটির উপর অপরটিকে স্থাপন করতে হয়, যাতে পায়ের অবস্থান পদ্মের পাপড়ির মত দেখায়। এইজন্যই আসনকে পদ্মাসন বলে।

প্রণালী: প্রথমে পা দু'খানি সামনে ছড়িয়ে সোজা হয়ে বস। এবার পাশে চিত্র অনুযায়ী ডান পা হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙ্গে বাঁ জানুর উপর রাখ। এখন বাঁ হাটুর কাছ থেকে ভেঙ্গে ডান পায়ের উপর রাখ। মেরুদণ্ড সটান সরলরেখায় রেখে বাঁ হাত বাঁ উরুর উপর, ডান হাত ডান উরুর উপর রাখবে এবং সোজা হয়ে বসবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখবে। এই অবস্থায় ৩০ সেকেণ্ড থাকবার পর পা ছড়িয়ে দাও এবং বাঁ পা পরিবর্তন করে অর্থাৎ প্রথমে বাঁ পা হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙ্গে ঠিক আগের মতন পদ্মাসন অভ্যাস কর। এই আসন প্রথমে ৩০ সেকেণ্ড করে ৪ বার অভ্যাস করতে হবে। পরে একটানা ৪।৫ মিনিট অভ্যাস করবে।



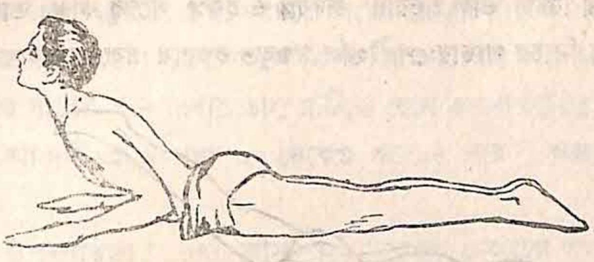
পদ্মাসন

উপকারিতা: ধ্যান ধারণা অভ্যাসে এই আসন অপরিহার্য। এই আসন অভ্যাসে পায়ের বাত ইত্যাদি দূর হয়, মেরুদণ্ড সরল ও নমনীয় থাকে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর পক্ষে এই আসন অত্যন্ত উপকারী। এই আসন অভ্যাসে ছাত্রছাত্রীর পক্ষে এই আসন অত্যন্ত উপকারী। এই আসন অভ্যাসে ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনায় মনোযোগ আসে।

৯১৯। ভুজঙ্গাসন।

এই আসনে অবস্থানকালে কোমর থেকে দৈহের উপরের অংশকে

উপরে তুলতে হয়। এই সময় আসন অভ্যাসকারীকে ভুজঙ্গ (অর্থাৎ



ভুজঙ্গাসন

সাপ) ফণা তুললে যেমন হয়, সেই রকম দেখতে হয়। এইজন্য এই আসনের নাম ভুজঙ্গাসন হয়েছে।

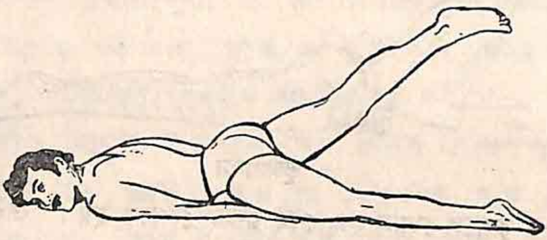
প্রণালী: উপুর হয়ে শুয়ে পড়ে পা দুটি জোড়া করে সটান মাটিতে রেখে যতদূর সম্ভব পায়ের পাতা মুড়ে মাটিতে লাগাও। দু'হাতের চেটো বুকের দুই পাশে মাটিতে রাখ। এইবার পা থেকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে রেখে, হাতের উপর সামান্য ভর দিয়ে বুক যতদূর সম্ভব তোল। শুধু বুক ও পিঠের উপর জোর দিয়ে মাথা ও বুক যতক্ষণ পার উপরে রাখ। এই অবস্থায় দম বন্ধ রাখবে। এর পর ধীরে ধীরে দম ছাড়তে ছাড়তে বুক মাথা মাটিতে রেখে পূর্বের মত শুয়ে পড়। ১০ সেকেণ্ড বিশ্রাম কর। এই ভাবে ৩।৪ বার অভ্যাস কর। কিছুদিন অভ্যাস হলে আসন অবস্থায় শ্বাস স্বাভাবিক থাকবে।

উপকারিতা: এই আসন অভ্যাসে কোমর, বুক, পিঠ, শিরদাঁড়া ও পাকস্থলীর কাজ ভাল হয়। এই আসনে মেরুদণ্ডের বক্রতা দূর হয় এবং মেরুদণ্ডের সম্মুখভাগের স্নায়ুতন্ত্রগুলি সরলতর হয়।

৯২০। অর্ধশলভাসন।

উপুড় হয়ে শুয়ে চিবুক মাটির সঙ্গে লাগাও, দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শরীরের পাশে উরু বরাবর স্থাপন কর। এবার নিচের চিত্র অনুযায়ী বাঁ পা যতদূর সম্ভব উপরে তুলে নিজের সাধ্যানুযায়ী ৫।১০ সেকেণ্ড রাখ। পরে বাঁ পা নামিয়ে ডান পায়েও ঐ রকম ভাবে অভ্যাস করবে। এই আসনকে অর্ধশলভাসন বলে।

উপকারিতা ঃ এই আসন অভ্যাসে বুক ও পেটের মাঝখানকার পর্দাটির ক্রিয়া ভাল হওয়ায় হৃদযন্ত্র ও হজম যন্ত্রের কাজ ভাল হয়। পেটের নিচের পাছায় পেশীগুলি মজবুত হওয়ায় এবং মেরুদণ্ডের কাজ

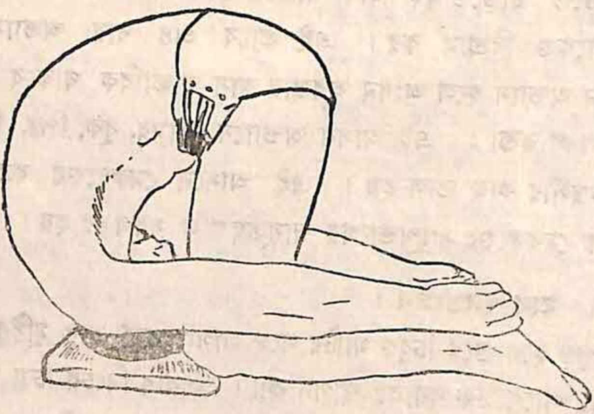


অর্ধশলভাসন

ভাল হওয়ায় কোমরের ব্যথা, সায়টিকার ব্যথা ও কটি বাত সেরে যায়। এছাড়া এই আসন অভ্যাসে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, খাবার পর পেট ফাঁপা রোগ আরোগ্য হয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

৯২১। শশাঙ্গাসন।

'শশ' শব্দের অর্থ খরগোস এবং শশাংগ মানে খরগোসের দেহ। খরগোস ভয় পেলে মাথা নিচু করে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা



শশাঙ্গসন

করে। এই আসনে অবস্থান কালে আসনকারীর দেহ **শশাঙ্গের** মত দেখায় বলে এই আসনের নাম **শশাঙ্গাসন**।

প্রণালী ঃ এই আসন অভ্যাসকালে প্রথমে হাঁটু গেড়ে বস। নিচের চিত্র অনুযায়ী ত্ন'হাত দিয়ে পায়ের গোড়ালি চেপে ধরে পাছা উপরে তুলে যতটা সম্ভব সামনে নিয়ে এস এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথা নুইয়ে হাঁটুর সামনে এনে মাথার তালু মাটিতে রেখে কপাল হাঁটুতে ঠেকাও। এই আসনটি প্রথম প্রথম ৩০ সেকেণ্ড করে ৪ বার অভ্যাস করতে হয়।

উপকারিতা ঃ এই আসন অভ্যাসকালে মেরুদণ্ডে লম্বালম্বি টান পড়ে। ফলে মেরুদণ্ড সবচেয়ে লম্বা হয়। খর্বাকার লোকেরা এই আসন অভ্যাসে লম্বা হয়। এই আসন অভ্যাসে যকৃৎ ও প্লীহার কাজ ভাল হয় এবং বহুমূত্র ইত্যাদি রোগ হয় না।

৯২২। উষ্ট্রাসন।

এই আসন অবস্থানের সময় আসনকারীকে অনেকটা উষ্ট্রের মত দেখায় বলে এই আসনের নাম উষ্ট্রাসন হয়েছে।

প্রক্রিয়া ঃ প্রথমে হাঁটু ভেঙে বস। তারপর পিছন দিকে হাত ঘুরিয়ে ত্নহাত দিয়ে ত্ন'পায়ে গোড়ালি ধর। এখন আস্তে আস্তে পেট ও বুক উপরে তুলে মাথা পিছন দিকে ঝুলিয়ে দেহটাকে ধনুকের মত



উষ্ট্রাসন

বাঁকাও। হাঁটু ও পায়ের পাতা মাটিতে থাকবে। এই অবস্থায় হাঁটুর উপর থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত যাতে বেশ টান পড়ে, সেদিকে দৃষ্টি রাখ।

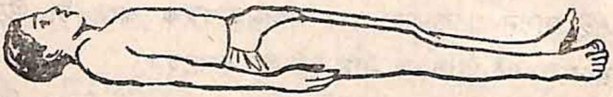
এই আসন প্রথম প্রথম ৩০ সেকেণ্ড করে ৪ বার অভ্যাস কর। এই আসন শশাঙ্গাসনের পরিপূরক।

উপকারিতা : এই আসন অভ্যাসে মেরুদণ্ড যেমন নমনীয় হয়, তেমনি মেরুদণ্ড সংলগ্ন বায়ু, পেশী, তন্তু প্রভৃতি সবল হয়। এই আসনে বুকের বেষ্টনীর হাড় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয় এবং বক্ষস্থল সুঠাম ও সুন্দর হয়।

৯২৩। শবাসন।

এই আসন অভ্যাসকালে শব অর্থাৎ মড়ার মত নিস্পন্দভাবে শুয়ে বিশ্রাম নিতে হয়। তাই এই আসনের নাম শবাসন।

প্রক্রিয়া : নিচের চিত্রের মত টান হয়ে শুয়ে পড়। হাত



শবাসন

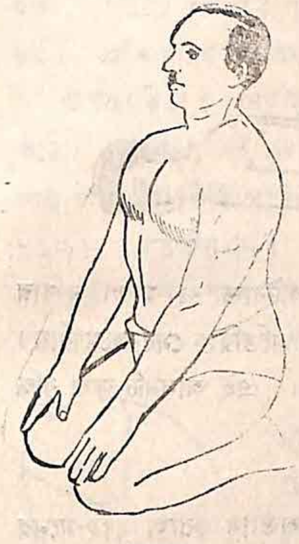
দু'খানাও যেন লম্বালম্বি ভাবে শরীরের দু'পাশে থাকে। এমনভাবে শুয়ে থাকবে যেন তোমার মনে কোন চিন্তা ভাবনা না থাকে। তোমাকে ঠিক মৃতের মত লাগবে। শ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ৪।৫ মিনিট এইভাবে থাকতে হবে। শবাসনে বিশ্রামের সময় যদি নিদ্রা আসে তবে প্রকৃত বিশ্রাম হয়েছে বুঝতে হবে। প্রতি আসনের পর শবাসন অভ্যাস একান্ত প্রয়োজন। **কখনও উপুড় হয়ে শবাসন অভ্যাস করবে না।**

উপকারিতা : এই আসন অভ্যাসে শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি দূর হয়। কাজ করবার নূতন উদ্যম পাওয়া যায়।

সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য

৯২৪। বজ্রাসন।

প্রক্রিয়া ঃ পা দুটি পিছনের দিকে মুড়ে পায়ের গোড়ালির উপর পাছা রেখে পাশের চিত্রের মত সোজা হয়ে বস। উভয় হাত হাঁটুর উপর রাখ। প্রথম প্রথম অভ্যাসের সময় হাঁটুতে ও পায়ে সামান্য বেদনা বোধ হতে পারে। কয়েকদিন অভ্যাসের পর এভাবে বসতে আর কোন কষ্ট হবে না। এই আসন প্রথম প্রথম ৩০ সেকেণ্ড করে ৪ বার অভ্যাস করতে হয়। এই আসন অভ্যাস করলে দেহের নিম্নভাগ বজ্রের মত কঠিন ও মজবুত হয়। তাই এই আসনের নাম **বজ্রাসন**।



বজ্রাসন

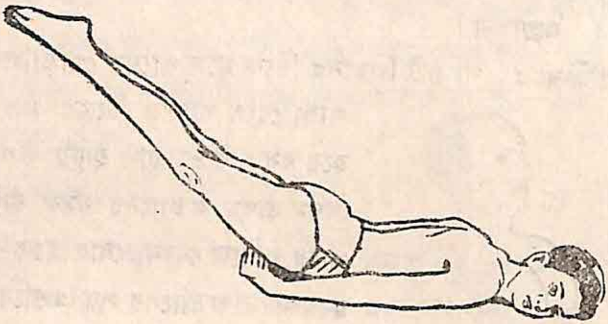
উপকারিতা ঃ এই আসন অভ্যাসে সায়টিকা বাত, পায়ের বাত ইত্যাদি হয় না। আহারের পর এই আসন ৪।৫ মিনিট অভ্যাস করলে ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হয়। অজীর্ণ রোগীরা আহারের পর এই আসন অভ্যাস করলে খুবই উপকার পায়।

৯২৫। শলভাসন।

'শলভ' মানে পতঙ্গ। এই আসন অভ্যাসকালে দেহ পতঙ্গের আকার ধারণ করে। তাই এর নাম **শলভাসন**।

প্রক্রিয়া ঃ দেহ সম্পূর্ণ প্রসারিত করে কম্বল বা নরম বিছানায় উপুড় হয়ে শোও। হাত মুঠা করে উরুর সঙ্গে লাগিয়ে পায়ের দিকে মাটিতে রাখ। এবার দু'পা জোড়া ও সোজা করে শ্বাস নিতে নিতে ধীরে ধীরে যতদূর পার উপরে তোল। এই অবস্থায় শ্বাস বন্ধ করে

যতক্ষণ পার থাক। তারপর ধীরে ধীরে দম ছাড়তে ছাড়তে আগের মত শুয়ে পড়। এই আসটি প্রথমে ৩ বার, পরে ৫।১০ বার অভ্যাস করা যায়।

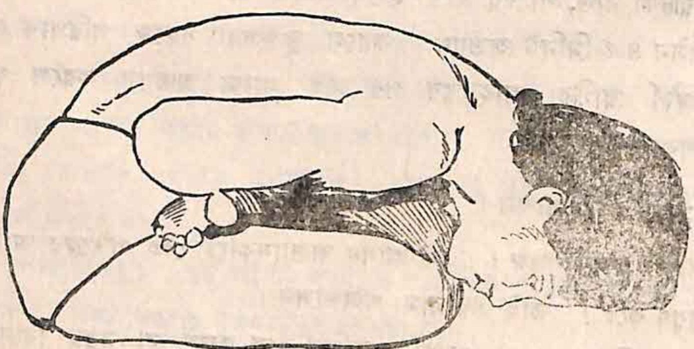


শলভাসন

উপকারিতা ঃ এহ আসন অভ্যাসে কটিবাত বা মাজা ব্যথার উপশম হয়। এই আসনে পাছা ও কোমরের অতিরিক্ত মেদ কমে যায়। ফলে দেহের গঠন সুন্দর ও সুঠাম হয়ে উঠে। এই আসনটি ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

৯২৬। যোগমুদ্রা।

'মূদ্রা' শব্দের অর্থ আনন্দ। যে ক্রিয়া অভ্যাস করলে দেহ-মনের অসীম আনন্দ লাভ হয়; দেহ-মনের অশেষ কল্যাণ হয় তাকে মুদ্রা



যোগমুদ্রা

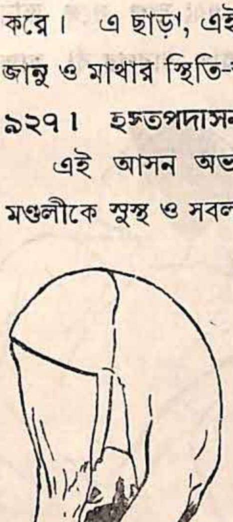
বলে। যে মুদ্রা অভ্যাসে দেহ রোগমুক্ত হয়ে যোগসাধনের উপযুক্ত হয় তাকে যোগমুদ্রা বলে।

প্রক্রিয়া প্রথমে পদ্মাসন করে বস। এখন হাতের চেটো উপরের দিক করে দু'হাত কোলে নাভির উপর রেখে দম ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে উপরের অংশ সামনে বেঁকিয়ে কপাল মাটিতে ঠেকাও। এই অবস্থায় ১০-১৫ সেকেণ্ড থাকবার পর আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাও। পায়ের অবস্থান অদল বদল করে এই আসন ৪ বার অভ্যাস কর। প্রতি বারই শবাসন করতে হয়।

উপকারিতা : এই মুদ্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্লীহা ও রুগ্ন যকৃতকে সুস্থ করে। এ ছাড়া, এই মুদ্রা অভ্যাসে পেটে চর্বি জমতে পারে না এবং জানু ও মাথার স্থিতি-স্থাপকতা বৃদ্ধি পায়।

৯২৭। হস্তপদাসন।

এই আসন অভ্যাসে বিশেষ করে পদ ও হস্তের পেশী ও স্নায়ু-মণ্ডলীকে সুস্থ ও সবল করে, তাই এই আসনের নাম **হস্তপদাসন**।



হস্তপদাসন

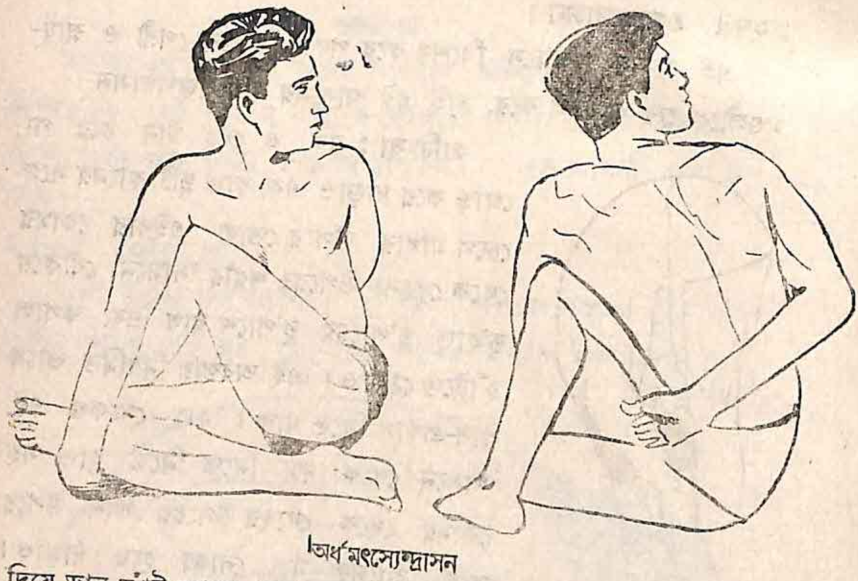
প্রক্রিয়া : বুক ও দেহ টান করে পা জোড় করে দাঁড়াও এবং হাত দুটি কানের সঙ্গে চেপে মাথার উপরে তোল এইবার কোমর থেকে দেহসহ উপরের শরীর সামনে বেঁকিয়ে দু'হাত দু'পায়ের দু'পাশে রাখ এবং কপাল হাঁটুতে ঠেকাও। এই অবস্থায় নিয়মিত ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে থাক। ৫।১০ সেকেণ্ড এই আসনে থেকে দম নিতে নিতে হাত সহ কোমর থেকে দেহের উপরের অংশ উপরে তুলে আগের মত সোজা হয়ে দাঁড়াও। এইভাবে ৫।৬ বার অভ্যাসের পর ১ মিনিট শবাসন করবে।

উপকারিতা : এই আসন অভ্যাসে কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ নিরাময় হয়। এই আসন উচ্চতাবৃদ্ধিরও সহায়ক।

৯২৮। অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন।

প্রক্রিয়া : প্রথমে দু'পা সামনে ছড়িয়ে সোজা হয়ে বস। এইবার

ডান পা হাঁটু থেকে ভেঙ্গে ডান পায়ের গোড়ালির উপরে বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধর। এখন বাঁ পা ডান পায়ের ডান দিকে আন এবং খাড়া ভাবে মাটিতে রাখ। তারপর ডান হাত দিয়ে পাঁ হাঁটু বগলে চেপে ধর এবং পরে ডান হাত দিয়ে হাঁটু শক্ত করে ধর। এইবার বাঁ হাত বাঁ দিক দিয়ে ডান দিকের কোমরের কাছে নিয়ে পিঠ, মাথা ও ঘাড় নিচের ছবির মত যতদূর সম্ভব বাঁ দিকে ঘোরাও। এই অবস্থায় ৩০.সেকেণ্ড থেকে পা ছড়িয়ে দাও। অনুরূপ ভাবে বাঁ হাঁটু থেকে ভেঙ্গে বাঁ পায়ের গোড়ালি আগের মত করো এবং সঙ্গে সঙ্গে ডান পা বাঁ পায়ের বাঁ দিকে এনে খাড়াভাবে মাটিতে রাখ তারপর বাঁ হাত



অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন

দিয়ে ডান হাঁটু বগলে চেপে ধরে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাঁটু শক্ত করে ধর। এইবার ডান হাত ডান দিক দিয়ে বাঁ দিকের কোমরের কাছে দিয়ে পিঠ, মাথা ও ঘাড় যতদূর সম্ভব ডান দিকে ঘোরাও। এই অবস্থায় ৩০ সেকেণ্ড থেকে পা ছড়িয়ে দাও। এই আসন প্রতিবারে ৩০ সেকেণ্ড করে প্রতি দিকে ২ বার করে উভয় দিকে ৪ বার অভ্যাস কর।

উপকারিতা : এই আসন অভ্যাসে মেরুদণ্ডের উত্তম ব্যায়াম হয়

এবং কটিবাত, পৃষ্ঠবাত, কোষ্ঠবদ্ধতা ও অজীর্ণ রোগ নিরাময় হয়। ইহা উচ্চতা বৃদ্ধির সহায়ক।

৯২৮। **উৎকটাসন।**

প্রক্রিয়া ঃ দু'পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াও। এইবার দুই জানুর উপর দু'হাত রেখে হাঁটু ভেঙ্গে গুহ্যদেশ দু'পায়ের গোড়ালির উপর রাখ ও নিচের ছবির মত সোজা হয়ে বস। এই অবস্থায় প্রথম



উৎকটাসন

প্রথম প্রতি বারে ১০ সেকেণ্ড করে ৪ বার অবস্থান করবে। পরে অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে সময় বাড়াতে হবে।

উপকারিতা ঃ এই আসন অভ্যাসে জানুর সংযোগস্থলে স্নায়ুর পেশী সবল হয়। কটিবাত ও গোদ সেরে যায়।

অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য

৯৩০। বকাসন।

প্রক্রিয়া ঃ প্রথমে পদ্মাসন করে বস। তার পর নিচের ছবির মত দু'হাতের চেটো সামনে রাখ। এখন দম নিতে নিতে দু'হাতের চেটোর উপর শরীরের ওজন রেখে পদ্মাসনে অবস্থিত দেহের যতদূর সম্ভব উপরে তোল এবং দম ছাড়। এই অবস্থায় মাথা উপরে তুলে



বকাসন

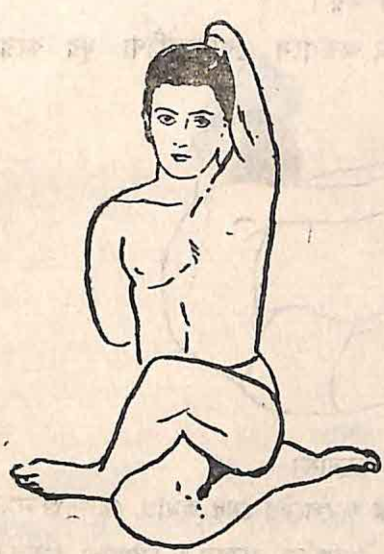
রাখবে। এই আসনে ২০।২৫ সেকেণ্ড থেকে পরে পদ্মাসনে অবস্থিত দেহ হাতের উপর থেকে নামিয়ে পা ছড়িয়ে বসে ১০।১৫ সেকেণ্ড বিশ্রাম করবে। পরে পা বদল করে এই আসন আবার অভ্যাস করবে।

উপকারিতা ঃ এই আসন অভ্যাসে হাতের ও কব্জির শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৯৩১। গোমুখাসন।

এই আসনে অবস্থানকালে আসন অভ্যাসকারী পায়ের অবস্থান গরুর মুখের মত দেখায় বলে এই আসনের নাম **গোমুখাসন**।

প্রক্রিয়া : পা দু'টি সামনে ছড়িয়ে সোজা হয়ে বস। এবার ডান পা হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙ্গে বাঁ পায়ের নিচে ডান পা এনে গোড়ালি দিয়ে বাঁ পাছা স্পর্শ কর। তারপর বাঁ হাটুর কাছ থেকে ভেঙ্গে ডান হাঁটুর নিচু দিয়ে এনে বাঁ পায়ের গোড়ালি দিয়ে ডান দিকের পাছা স্পর্শ কর। এইবার বাঁ হাত মাথার উপর তুলে কনুইয়ের কাছ থেকে ভেঙ্গে পিঠে নামাও এবং ডান হাত কনুইয়ের কাছে ভেঙ্গে বাঁ দিকে ঘুরিয়ে বাঁ হাতের আঙ্গুল ধর। মেরুদণ্ড সোজা রেখে ৩০ সেকেণ্ড থাক। তারপর পা বদল করে ডানপা নিচে ও বাঁ পা'র উপরে হাটুর উপর হাটু রেখে উভয় গোড়ালি দিয়ে বিপরীত পাছা স্পর্শ কর। তারপর হাত বদল করে বাঁ হাত উপরে তুলে ডান হাত কনুয়ের কাছ থেকে ভেঙ্গে বাঁ দিকে ঘুরিয়ে বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলি আগের মত আঁকড়ে ধর। মেরুদণ্ড সব সময়ই সোজা রাখবে। এই আসন ৪ বার অভ্যাস করবে। এক্ষেত্রেও শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক ভাবে নেবে।



গোমুখাসন

উপকারিতা : এই আসন পদ্মাসন ও বজ্রাসনের মতই মেরুদণ্ডকে সবল করে। এই আসন পায়ের বাত, সায়টিক বাত, অর্শরোগ ও নিদ্রাহীনতা দূর করে।

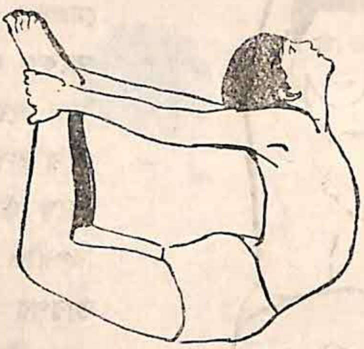
১৩২। ধনুরাসন।

এই আসনে দেহ ধনুকের আকার ধারণ করে বলে এই আসনের নাম ধনুরাসন।

প্রক্রিয়া : উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। এইবার পা দুটি হাঁটুর কাছ

থেকে ভেঙ্গে পিঠের কাছে আন এবং দু'হাত দিয়ে গোড়ালি শক্ত করে ধর এবং হাঁটু সাধ্য মত ৬।৭ ইঞ্চি ফাঁক কর। এবার বুক ও হাঁটু দুটিকে সাধ্য মত মাটি থেকে তুলে শরীরকে নিচের চিত্র অনুযায়ী পিছন দিকে ধনুকের মত বাঁকাও। সমস্ত শরীরের ভার তলপেটের উপর থাকবে। শ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় যতক্ষণ সম্ভব থাক তারপর হাত ও পা মাটিতে নামিয়ে উপুর হয়ে শুয়ে পড় এবং ১০।১৫ মিনিট বিশ্রাম কর। এইভাবে ৪ বার অভ্যাস কর।

উপকারিতা ঃ এই আসন অভ্যাসে কোষ্ঠকাঠিণ্য দূর করে ও



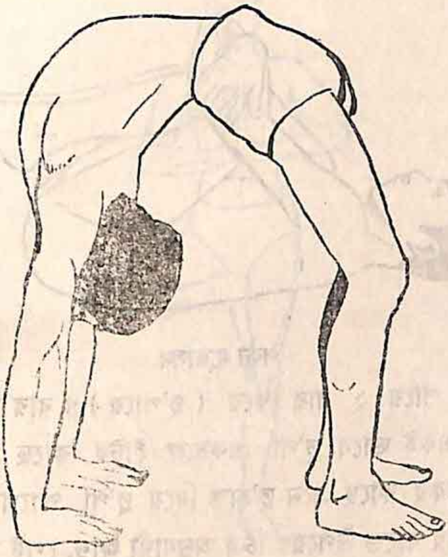
ধনুরাসন

যকৃতের কাজ ভাল হয়। কোমর ও পেটের মেদ কমায়, মেরুদণ্ড নমনীয় থাকে। বুকের খাঁচা বাড়ে। ধৈর্যশক্তি বাড়ায় ও চঞ্চলতা কমায়।

৯৩৩। চক্রাসন।

প্রক্রিয়া ঃ প্রথমে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়। তারপর পায়ের গোড়ালি সামান্য ফাঁক করে. হাঁটু ভেঙ্গে উপরে তোল। পায়ের তলা মাটিতেই থাকবে। এরপর হাত দুটি মাথার পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে মাটিতে হাতের তালু রেখে হাত ও পায়ের উপর জোর দিয়ে কোমর, পিঠ ও মাথা তোল। এই অবস্থায় হাত ও পা যতদূর সম্ভব প্রসারিত ও সোজা কর এবং সাধ্যমত পাছা ও পেট উপরে তুলে পর পৃষ্ঠার চিত্রের আকার ধারণ কর। এই আসনে প্রথম প্রথম ১০-১২ সেকেণ্ড করে ৪ বার অভ্যাস কর। প্রতি আসন অভ্যাসের পর একটু বিশ্রাম করবে।

এ অবস্থাকে অর্ধ-চক্রাসন বলে। অভ্যাস হয়ে গেলে, হাত দিয়ে পায়ের গোড়ালি স্পর্শ করা যাবে। এই অবস্থায় দেহকে দেখতে বৃত্তের মত লাগে। আসনের এই অবস্থাকে পূর্ণ চক্রাসন বলে।

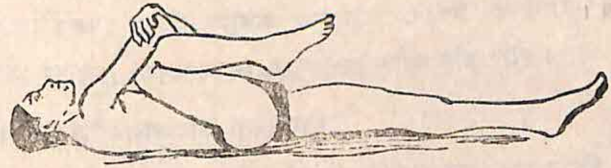


চক্রাসন

উপকারিতা ঃ এই আসন অভ্যাসে মেরুদণ্ড প্রসারিত হয়। বুকের হাড় বৃদ্ধি পাওয়ায় বুকের গঠন ভাল হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, কটিবাত ইত্যাদি রোগ নিরাময় হয়।

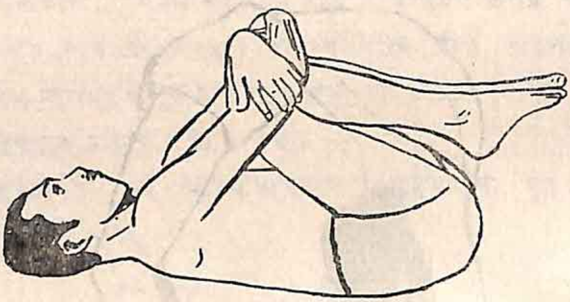
৯৩৪। পবন মুক্তাসন।

যে আসন অভ্যাসে পেটের আবদ্ধ বায়ু মুক্ত হয় সেই আসনের নাম পবন মুক্তাসন।



প্রক্রিয়া ঃ চিত হয়ে শুয়ে পড়। প্রথমে ডান পা হাঁটুর কাছে ভেঙ্গে উপরে তুলে হাঁটু বুকের কাছে এনে দু'হাত দিয়ে ডান হাঁটু পূর্ব

পৃষ্ঠার চিত্র অনুযায়ী এমনভাবে জোরে চেপে ধর, যাতে জানু, পেট ও বুক স্পর্শ করে। এই অবস্থায় ১৫-২০ সেকেণ্ড থাক। তারপর পা ছড়িয়ে দাও। ঠিক একই ভাবে বাঁ পায়েও অভ্যাস কর। এই



পবন মুক্তাসন

আসন প্রতি পায়ে ২ বার করে (দু'পায়ে) ৪ বার অভ্যাস কর। এর পর ঠিক একই ভাবে দু'পা একসঙ্গে হাঁটুর কাছে ভেঙ্গে উপরে তুলে দু'হাঁটু বুকের কাছে এনে দু'হাত দিয়ে দু'পা আগের মত এমন জোরে চেপে ধর যাতে উপরের চিত্র অনুযায়ী জানু, পেট ও বুক স্পর্শ করে। এই অবস্থায় ২০।২৫ সেকেণ্ড থাকবার পর পা ছড়িয়ে দাও। এইভাবে ২।৩ বার অভ্যাস করবে। এই আসন অভ্যাসকালে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক ভাবে নিতে হয়।

উপকারিতা ঃ এই আসন অভ্যাসে দাস্ত সহজ ও তরল হয় এবং লিভার, প্লীহা ও পাকস্থলীর দুর্বলতাজনিত রোগ নিরাময় হয়। এই আসনে পেট থেকে বায়ু নিঃসরণের সহায়তা করে পেটের পেশীকে সবল করে, পেটের চর্বি কমায় এবং জানু ও পাছার স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায়।

৯৩৫। বৃক্ষাসন।

প্রক্রিয়া : দু'পায়ের উপর সমানভাবে ভর রেখে সোজা হয়ে



বৃক্ষাসন

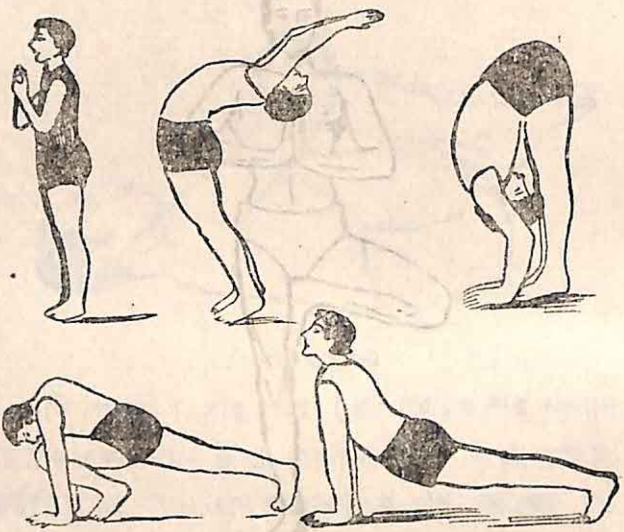
দাঁড়াও। এখন ডান পা হাঁটুর কাছে ভেঙ্গে বাঁ দিকে নিয়ে গিয়ে বাঁ জানুর মূলদেশে ডান পা রাখ—বাঁ পায়ের উপর দেহের ভর রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াও। এই অবস্থায় হাত দু'খানি উপরের চিত্রের মত নমস্কারের ভঙ্গীতে বুকের কাছে রাখ এবং ৩০ সেকেণ্ড এইভাবে থাক। পরে পা বদল করে ঠিক এই রকম ভাবে আবার অভ্যাস কর। এই আসন প্রতি পায়ে ২ বার করে ৪ বার অভ্যাস করবে।

উপকারিতা : এই আসন অভ্যাসে দেহের ভারসাম্য বজায় থাকে এবং পায়ের, কোমরের ও মেরুদণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৯৩৬। সূর্য নমস্কার ব্যায়াম।

সেই সুপ্রাচীন কালে মুনি-ঋষিরা যোগব্যায়াম অভ্যাসের পূর্বে তাঁদের শীররকে যোগ অভ্যাসের উপযোগী করে তুলতে যে ব্যায়াম-

গুলি অভ্যাস করতেন তার মধ্যে 'সূর্য নমস্কার' ব্যায়ামটি অন্যতম। তাঁরা বিশ্বাস করতেন সূর্য হচ্ছেন সর্বশক্তি আধার, তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলে সর্বশক্তির অধিকারী হওয়া সম্ভব। তাই 'সূর্য নমস্কার' আসন



ও ব্যায়ামের সমন্বয়ে সৃষ্টি। ইহার ভঙ্গিমাগুলি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুন্দর ছন্দময় গতিতে আবদ্ধ। 'সূর্য নমস্কার'-ব্যায়ামের সাহায্যে খুব অল্প সময়ে দেহের জড়তা কেটে যায় এবং দেহযন্ত্র যে-কোন কাজের উপযোগী হয়ে উঠে। শরীর রক্ত চলাচল অল্প সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি পায়, শ্বাসযন্ত্র সবল হয় এবং দেহে মেদ জমতে পারে না। এই ব্যায়াম অভ্যাসে বুকের, কোমরের, পেটের, পিঠের, হাতের: কাঁধের ও পায়ের পেশী সুগঠিত হয়।

বিবিধ অজানা বিষয়

৯৩৭। কিসমিস কি জিনিস ?

শুকনো আঙুর ফল।

৯৩৮। গোস্ত কি ?

আকিং গাছের ফলের বীজ।

৯৩৯। দারুচিনি কি ?

এক প্রকার গাছের ছাল।

৯৪০। কফি কি ?

এক প্রকার গাছের শুকনো ফল চূর্ণ।

৯৪১। রবার কি ?

এক প্রকার গাছের আঠা।

৯৪২। 'কর্ক' কি ?

এক প্রকার গাছের ছাল।

৯৪৩। 'ধুনা' কি ?

এক রকম গাছের আঠা শুকালে 'ধুনা' পাওয়া যায়।

৯৪৪। পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম স্বাধীন রাজ্য কোনটি ?

ভ্যাটিকান সিটি।

৯৪৫। কোন দেশকে 'নীল নদের দান' বলে ?

মিশর দেশকে।

৯৪৬। কোন দেশকে 'নিশীথ সূর্যের' দেশ বলা হয় ?

নরওয়েকে।

৯৪৭। জলকে বিশ্লেষণ করলে কি কি পাওয়া যায় ?

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস।

৯৪৮। কোন ধাতু তরল, অথচ খুব ভারী ?

পারদ।

৯৪৯। বছরে সবচেয়ে বড় দিন ও সবচেয়ে ছোট দিন কবে কবে হয়?

২১শে জুন সবচেয়ে বড় দিন হয়।

২২শে ডিসেম্বর সবচেয়ে ছোট দিন হয়।

৯৫০। কোন স্থানকে 'পৃথিবীর ছাদ' বলা হয়?

পামীর মালভূমিকে।

৯৫১। কোন রাজ্যকে 'পঞ্চনদের' দেশ বলা হয়?

পাঞ্জাবকে।

৯৫২। বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ কোনটি?

ভারতবর্ষ।

৯৫৩। বিশ্বের বৃহত্তম মহাদেশ কোনটি?

এশিয়া মহাদেশ।

৯৫৪। 'চীনের দুঃখ' কাকে বলা হয়?

'হোয়াং হো' নদীকে।

৯৫৫। বিশুদ্ধ 'হীরক' এর উপাদান কি?

বিশুদ্ধ হীরক 'কার্বন' নামক মৌল ছাড়া আর কিছুই নয়।

৯৫৬। কোন উষ্ণতায় জল ফোটে?

১০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণতায়।

৯৫৭। কোন উষ্ণতায় জল জমে বরফে পরিণত হয়?

শূন্য ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণতায়।

৯৫৮। 'পোর্ট ব্লেয়ার' কোথায়?

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে।

৯৫৯। বর্তমান উড়িষ্যার পূর্ব নাম কি ছিল?

উৎকল।

৯৬০। মাদ্রাজের পেরাম্বুরে কিসের একটি বড় কারখানা আছে?

'রেলের কোচ' তৈরির কারখানা।

৯৬১। 'লক্ষ্ণৌ' কোন নদীর তীরে অবস্থিত ?

গোমতি নদী।

৯৬২। ভারতে কোন দিনটি 'শিক্ষক দিবস' রূপে পালিত হয় ?

৫ই সেপ্টেম্বর।

৯৬৩। 'দিলওয়ারা' মন্দির কোথায় অবস্থিত ?

রাজস্থানের মাউন্ট আবুতে।

৯৬৪। '২৪ ক্যারাট সোনা' বলতে কি বোঝায় ?

বিশুদ্ধ সোনা।

৯৬৫। বিশ্বে সর্বপ্রথম যে কুকুরটি মহাকাশে উড়েছিল, তার নাম কি ?

লাইকা।

৯৬৬। শিবাজী বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় ?

মহারাষ্ট্রের কোলাপুরে।

৯৬৭। যাদুঘরের প্রধান অধিকর্তাকে ইংরেজীতে কি বলা হয় ?

কিউরেটার।

৯৬৮। ভারতে সর্বোচ্চ সম্মানজনক রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের নাম কি ?

ভারতরত্ন।

৯৬৯। ভারতের কতো বছর বয়স পর্যন্ত রেলযাত্রীর ভাড়া লাগে না ?

পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত রেলযাত্রীর।

৯৭০। ভারতের কোন রাজ্যে কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ?

হরিয়ানা রাজ্যে।

৯৭১। রাজা রামমোহন রায় কোথায় মারা যান ?

ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল-এ।

৯৭২। আজ পর্যন্ত ক'জন ভারতীয় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন?

৩ জন মাত্র।

৯৭৩। আজ পর্যন্ত বিশ্বে যে সব মন্দির নির্মিত হয়েছে, তাদের মধ্যে বৃহত্তম কোনটি?

ক্যাম্বোডিয়ার 'আঙ্কোর ভাট' মন্দির। বর্তমানে মন্দিরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ও পরিত্যক্ত হয়েছে।

৯৭৪। নয়াদিল্লীর কুতব মিনারের উচ্চতা কতো? কবে ঐ মিনারটি নির্মিত হয়েছিল?

২৩৮ ফিট। নির্মাণকাল ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে।

৯৭৫। বিশ্বের বৃহত্তম বিদ্যালয় কোনটি?

ছাত্র সংখ্যার বিচারে বিশ্বের বৃহত্তম বিদ্যালয়টি হলো কলকাতার 'সাউথ পয়েন্ট স্কুল'। ১৯৮৩-৮৪ শিক্ষাবর্ষে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১২৩৫০ জন।

৯৭৬। বিশ্বে অনুষ্ঠিত দীর্ঘতম যুদ্ধ কোনটি?

ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে অনুষ্ঠিত "শতবর্ষের যুদ্ধ"। এই যুদ্ধ ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে থেকে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১১৫ বছর ধরে চলেছিল।

৯৭৭। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের হিরোসিমা নগরীর উপর যে পারমাণবিক বোমাটি ফেলা হয়েছিল, তার নাম কি ছিল?

'লিট্‌ল বয়'।

৯৭৮। বিশ্বের কোন দেশের নাগরিকদের মাত্র ১৫ বছর বয়সেই ভোট দেবার অধিকার আছে?

ফিলিপিন্‌স।

৯৭৯। বিশ্বের কোন দেশের সেনা বাহিনী সর্ববৃহৎ?

জনগণতান্ত্রিক চীনের।

৯৮০। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছেন কে?

কিউবার প্রেসিডেন্ট, ফিডেল ক্যাস্ট্রো, ৪ ঘণ্টা ২৯ মিনিট যাবৎ।

৯৮১। বিশ্বের কোন দেশে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন হয়?

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

৯৮২। বিশ্বের কোন দেশের কোন সংস্থায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কর্মচারী আছে?

ভারতীয় রেলপথে। ১৯৮৪ সালের হিসাব অনুযায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ১৬,০০,০০০।

৯৮৩। বিশ্বের সবচেয়ে নির্ভুল সময় রক্ষক ঘড়ি কোনটি?

ডেনমার্কের কোপেনহেগেন টাউন হলে রাখা Olsen Clock এই ঘড়িটি ৩০০ বছরে মাত্র ০.৫ সেকেণ্ড স্লো বা ফাস্ট যেতে পারে।

৯৮৪। বিশ্বের বৃহত্তম 'সূর্য ঘড়ি' (**Sundial**) কোনটি?

রিচমণ্ড নামক স্থানে ভার্জিনিয়ার সায়েন্স মিউজিয়ামে স্থাপিত সূর্যঘড়িটি। এর স্তম্ভটি ২৫ ফুট উঁচু এবং ঐ স্তম্ভের ছায়া ১২৫ ফুট দীর্ঘ হয়।

৯৮৫। বিশ্বের উচ্চতম বিমান অবতরণ ক্ষেত্র কোনটি?

তিব্বতের লাসা বিমানবন্দর। এটি ১৪,৩১৫ ফুট উঁচু।

৯৮৬। বিশ্বের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত বিমান বন্দর কোনটি?

আমেরিকার শিকাগো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট।

৯৮৭। বিশ্বের দীর্ঘতম রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম কোনটি?

পশ্চিমবাংলার খড়্গপুর রেল ষ্টেশনের প্লাটফর্ম। এর মোট দৈর্ঘ্য হলো ২৭৩৩ ফুট।

এশিয়ান গেমস ক্যুইজ

প্রথম এশিয়ান গেমসে কতগুলি দেশ অংশ নিয়েছিল ?
১১ টি।

প্রথম এশিয়ান গেমসে সবচেয়ে বেশি স্বর্ণপদক পেয়েছিল কোন দেশ ? জাপান (৬০টি)।

প্রথম এশিয়ান গেমসে ভারতের ভুমিকা কি ছিল ?
৫২ টি পদক জিতে ভারত দ্বিতীয় স্থান পায়। (১১ টি সোনা, ১৬টি রুপা, ২১টি ব্রোঞ্জ)

দ্বিতীয় এশিয়ান গেমসে কতগুলি দেশ যোগদান করে ? ১৮টি।

এশিয়ান গেমসের দ্বিতীয় আসরে কোন দেশ পদক তালিকার শীর্ষে ছিল ? জাপান।

টোকিও এশিয়াডে প্রতিযোগী দেশের সংখ্যা ছিল কত ? ২০টি।

তৃতীয় এশিয়াডে কোন কোন বিষয় যুক্ত হয় ?
হকি, ভলিবল, লন টেনিস, টেবিল টেনিস ও সাইক্লিং।

তৃতীয় এশিয়াডে জাপান কতগুলি পদক পেয়ে পুনরায় শীর্ষস্থান দখলে রাখে ?
১৩৮টি।

ভারতের কোন এ্যাথলেটকে উড়ন্ত শিখ বলা হয় ? মিলখা সিং।

পঞ্চম এশিয়াডে জাপান কতকগুলি স্বর্ণ পদক লাভ করে ?
৭৮ টি।

জাপানের কোন মহিলা সাঁতারু ষষ্ঠ এশিয়াডে ৫টি সোনা পায় ?
ইয়াসিমি নিশিগাওয়ার।

তেহরাণে এশিয়াডের কোন আসন অনুষ্ঠিত হয় ?
সপ্তম আসর (১৯৭৪)।

সপ্তম এশিয়াডে কোন দেশ পদক তালিকার শীর্ষে ছিল ?
জাপান (১৩৬)।

অষ্টম এশিয়াড কোথায় বসে ? ব্যাংককে।

কোন এশিয়াডে জাপান সাঁতারে ২৯টি স্বর্ণ পদকের মধ্যে ২৫টি দখল করে ? ব্যাংকক এশিয়াডে। (১৯৭৮)।

অষ্টম এশিয়াডে চীন কতগুলি পদক লাভ করে? ১৫১টি।

এশিয়াডের নবম আসর কোথায় কবে অনুষ্ঠিত হয়?

দিল্লীতে ১৯৮২ সালে।

নবম এশিয়াডে কোন দেশ পদক তালিকার শীর্ষে ছিল? চীন।

প্রথম এশিয়াডে এ্যাথলেটিকসে ভারত কতগুলি স্বর্ণ পদক লাভ করে? ১০ টি।

একটি এশিয়াডে ভারতের সর্বাধিক পদক লাভ কত?

৩৪টি, (১০টি সোনা, ১২ রূপো, ১২টি ব্রোঞ্জ)।

কোন ভারতীয় ১০,০০০ মিটার দৌড়ে এশিয়ান রেকর্ড গড়েন?

হরি সিং। (২৯. ১২.০ সেকেণ্ড)

ডেকাথলনে এশিয়ান রেকর্ড গড়েন কোন ভারতীয়?

বিজয় চৌহান।

ফাইনালে কোন দলকে পরাজিত করে ভারত প্রথম এশিয়ান গেমসে ফুটবলে স্বর্ণ পদক লাভ করে? ইরাণকে।

ভারত কোন এশিয়াডে দ্বিতীয়বার ফুটবলে স্বর্ণ পদক লাভ করে? ১৯৬২-র জাকার্তা এশিয়াডে।

পঞ্চম এশিয়ান গেমসে ফুটবলের সোনা কার ঘরে ওঠে? বার্মা।

ষষ্ঠ এশিয়াডে ফুটবলে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দুটি দল? বার্মা ও দক্ষিণ কোরিয়া।

সপ্তম এশিয়াডে ফুটবলে প্রতিযোগী দেশের সংখ্যা ছিল কত?

১৫টি

সপ্তম এশিয়াডে ফুটবলে স্বর্ণ পদক লাভ করে কোন দেশ?

ইরাণ।

ব্যাঙককের অষ্টম এশিয়াডে কোন দুটি দেশ যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়নের মর্যাদা লাভ করে?

উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া।

নবম এশিয়াডে ফুটবলে স্বর্ণ পদক পায় কোন দল? ইরাক।

এশিয়াড ফুটবলে ভারত কতবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে? দু'বার।

এশিয়াড ফুটবলে সবচেয়ে বেশী বার কোন দেশ তৃতীয় স্থান দখল করে? দক্ষিণ কোরিয়া (৩ বার)।

এশিয়াড ফুটবলে একটি ম্যাচে সর্বাধিক গোল সংখ্যা কত?
:৫ – ১ গোল।

কোন এশিয়াডে ফুটবল প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি দেশ অংশ নিয়েছিল? ১৯৮২-র দিল্লী এশিয়াডে (১৬টি)।

এশিয়ান গেমসে হকির প্রথম আসরে চ্যাম্পিয়নের মর্যাদা পায় কোন দল? (ক) পাকিস্তান (খ) ভারত (গ) জাপান।
(ক) পাাকস্তান।

এশিয়ান গেমসে ভারত একবার মাত্র হকিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, কবে? ১৯৬৬ সালে ব্যাংকক এশিয়াডে।

এশিয়াড হকিতে পাকিস্তানের স্বর্ণ বিজয়ের বছরগুলি কি কি?

১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৭৪, ১৯৭৮, ও ১৯৮২।

এশিয়াড হকিতে পাকিস্তান একবার মাত্র রৌপ্য পদক পেয়েছে কবে?

১৯৬৬ সালে?

এশিয়ান গেমসে হকিতে ভারত কতবার রৌপ্য পদক পেয়েছে?
৬ বার।

১৯৮২-র দিল্লী এশিয়াডে হকিতে সোনা জয় করে কোন দল?
(ক) পাকিস্তান (খ) ভারত (গ) মালয়েশিয়া।
ক।

১৯৮২-র দিল্লী এশিয়াডে হকিতে ভারত কোন পদক লাভ করে?
রূপো।

হকিতে ভারত পাকিস্তানের কাছে সবচেয়ে বেশী গোলে পরাজিত হয়েছে কবে?

১৯৮২ সালে দিল্লী এশিয়াডে হকি ফাইনালে ভারত পাকিস্তানের কাছে ১ – ৭ গোলে হারে।

এশিয়াডে মহিলা হকি খেলা হয় কবে ?

১৯৮২ সালে দিল্লী এশিয়াডে।

এশিয়াডে মহিলা হকি প্রথম আসরে সোনা জয় করে কোন দল?

(ক) ভারত (খ) পাকিস্তান (গ) চীন।

ভারত।

সপ্তম এশিয়াডে পুরুষদের ব্যাডমিণ্টন সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন হন কে ? চীনের চিয়া চেইন চু।

ইন্দোনেশিয়া কোন জুটি নবম এশিয়াডে ব্যাডমিণ্টনে জয়লাভ করে ? সুগিয়াতো ও হাদিয়ান্তো।

এশিয়াডের প্রথম আসরে বাস্কেট বলে বিজয়ী হন কোন দেশ ?

ফিলিপাইনস।

১৯৮২-র এশিয়াডে বাস্কেট বলে সোনা লাভ করে কোন দেশ ?

পুরুষ বিভাগে দক্ষিণ কোরিয়া ও মহিলা বিভাগে চীন।

এশিয়াডে ভলিবল কবে অন্তর্ভুক্ত হয় ?

১৯৫৮ সালে টোকিও এশিয়াতে।

এশিয়াডে মহিলা ভলিবল কবে শুরু হয় ?

১৯৬৬ সালে ব্যাংককে।

১৯৮২-র এশিয়াড পুরুষ ও মহিলা ভলিবলে কোন দেশ জয়ী হয় ? চীন।

১৯৮২-র এশিয়াডে ভলিবলে ভারত কোন পদক লাভ করে ?

রূপো।

এশিয়াডে টেনিস অন্তর্ভুক্ত হয় কবে ?

১৯৫৮ সালে সিঙ্গলস এবং ১৯৭৪ সালে ডাবলস।

এশিয়াডে টেনিসের প্রথম আসরে পুরুষদের একক খেলায় বিজয়ী হয় কে ?

ফিলিপাইনের রায়মুগো রেয়ো।

এশিয়াডে মহিলাদের প্রথম টেনিস আসরে জয়লাভ করেন কে ?

জাপানের এসকমো।

১৯৮২-র এশিয়াডে অশ্বারোহণের দলগত বিভাগে জয়ী হন কোন দেশ? ভারত।

এশিয়াডে তীরন্দাজী অন্তর্ভুক্ত হয় কবে?
১৯৭৭ সালে ব্যাঙ্কক এশিয়াডে।

তীরন্দাজীতে প্রথম এশীয় চ্যাম্পিয়ন হন কে?
জাপানের এস. ইচিরো

কোন মহিলা তীরন্দাজীতে প্রথম এশীয় চ্যাম্পিয়ন হয়?
কোরিয়ার কিমগিন হো।

ভারতের কোন সাঁতারু প্রথম এশিয়াডে ১০০মি. ফ্রিস্টাইলে সোনা জয় করে? শচীন নাগ।

কোন এশিয়াডে ১০০ মি. বাটার ফ্লাই চালু হয়?
১৯৫৮ সালে টোকিওতে।

১৯৮২-র এশিয়াডে ১০০ ব্যাক স্ট্রোকে সোনা জয় করেন কে?
জাপানের কেনজি একিডা।

কোন এশিয়াডে ভারতের কোন সাঁতারু ৪০০ মি. অতিক্রম করে মাত্র ৫ মিনিটে? ব্যাংককে, গ্রম. এস বানা। (১৯৭০)

১৯৮৬ সালে কোথায় কততম এশিয়াড অনুষ্ঠিত হয়?
সিওলে, দশম।

১৯৮৬-র সিওল এশিয়াডে সবচেয়ে বেশী পদক লাভ করে কোন দেশ?
দঃ কোরিয়া (২২৪)।

১৯৮৬-র এশিয়াডে পদক তালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে কোন দেশ? চীন (২২২)।

১৯৮৬-র এশিয়াডে ভারতের কোন মহিলা চারটি স্বর্ণ পদক লাভ করে? পি. টি. উষা।

পি. টি. উষার পুরো নাম কি?
পিলাভুল কাণ্ডি পরামপিল উষা।

——